জগৎ-তারণ ধর্ম্মগ্রন্থাবলী

ইব্রীয় ধর্ম্ম

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক

বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

পাণিনি কার্য্যালয়, এলাহাবাদ
হইতে প্রকাশিত।

মূল্য বার আনা।

প্রকাশক
ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ বসু, এম, বি,
পাণিনি কার্য্যালয়, এলাহাবাদ।

১ হইতে ৫ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "দেবকীনন্দন" প্রেস হইতে
শ্রীপুলিনবিহারী দাস দ্বারা
এবং
৬ হইতে ৮ পর্য্যন্ত
১এ, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা, নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস হইতে
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

জগৎ-তারণ ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ "ইব্রীয় ধর্ম্ম" (Hebrew religion or Judaism) প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশের উদ্দেশ্য "জপজী"র পূর্ব্বভাষে প্রকটিত হইয়াছে। যাঁহাদের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য এই প্রচেষ্টা সেই স্বর্গগত দম্পতির ইহজীবন ধর্ম্মচিন্তা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় সমুজ্জ্বল ছিল। সুতরাং ধর্ম্মপ্রকাশদ্বারা এই ধর্ম্মপ্রাণদম্পতির স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা শোভন ও সঙ্গত।

ইব্রীয় বা য়িহূদী ধর্ম্মের ইতিহাস এই খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়। ৯০ লক্ষ লোক এই ধর্ম্মের উপাসক, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ শতকোটি নরনারী যে ধর্ম্মের উপাসক ইহা তাহারই পূর্ব্বভাগ ও ভিত্তিমূল। এই পূর্ব্বভাগের নাম পুরাতন ধর্ম্ম। ইহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের নাম ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট্ (Old Testament)। উত্তরভাগের নাম নূতন ধর্ম্ম। ইহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের নাম নিউ টেস্টামেণ্ট্ (New Testament). এই দুই লইয়া বাইবেল গ্রন্থ (The Holy Bible)। ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে খৃষ্টপূর্ব্ব ও যীশুখৃষ্টের স্বজাতি য়িহূদীদিগের ধর্ম্ম (Judaism) ; এবং নিউ টেষ্টামেণ্টে খৃষ্টোত্তর এবং যীশুখৃষ্টের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম (Christianity) বিবৃত হইয়াছে। নিউ টেস্টামেণ্টের সহিত য়িহূদীধর্ম্মোপাসকদিগের কোন সংস্রব না রাখিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট্কে খৃষ্টানদিগের বাদ দিবার যো নাই। বাইবেল গ্রন্থ যত ভাষায় অনূদিত এবং জগতে যত বিস্তৃতভাবে প্রচারিত এরূপ আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থই নহে। কিন্তু এই গ্রন্থ যত অধিক লোকের মুখে শ্রুত এবং তাহার ধর্ম্মমত সমালোচিত হয়, তত আদ্যোপান্ত

পঠিত হয় না। বিশেষতঃ ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট্ অখৃষ্টান জগতে অতি অল্পই পঠিত হয়। কিন্তু সভ্যজগতের অধিকাংশের মতে যাহা মানবজাতির প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ধারাবাহিক ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য, যাহাকে ভিত্তিমূল করিয়া অর্দ্ধাধিক পৃথিবীর ধর্ম্মসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সারবত্তা গুরুত্ব ও যৌক্তিকতার প্রমাণ করিতে গিয়া মহা মহা পণ্ডিতগণের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং টীকা টিপ্পনী প্রভৃতিতে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাগার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই ধর্ম্মের এবং যে জাতি মানবসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আজ ছয় সহস্র বৎসর ধরিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, সেই জাতির ইতিহাস সকলেরই কৌতূহলজনক এবং জ্ঞাতব্য।

ইহুদীয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বর্ণিত বিষয় সৃষ্টির আদি হইতে মূল গল্পাংশের ক্রম নষ্ট না করিয়া ধারাবাহিকভাবে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে ও মূলের অনুযায়ী রাখিবার জন্য বাইবেলেরই ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে; এবং যাহাতে তাহার মধ্য দিয়া ইহুদীয়দিগের ধর্ম্ম, সমাজ, চরিত্রনীতি, ব্যবহারনীতি, রাষ্ট্র-নীতি ও দর্শন প্রভৃতি আভাসিত হয় তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

ইব্রীয় ধর্ম্ম

পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী।

ইব্রীয় ও খৃষ্টীয় এই দুই ধর্ম্মই যিহূদার সম্পত্তি। প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি একই জাতীয় ধর্ম্মের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ। যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস পুরাতন নিয়ম [Old Testament] নামে খ্যাত, তাহারই পরিণতির নাম নূতন নিয়ম [New Testament]। এই দুইটি পূর্ব্বাপর এমন অচ্ছেদ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটিকে বাদ দিলে অন্যটির পূর্ণতা রক্ষিত হয় না। এই কারণেই পুরাতন ও নূতন নিয়ম একত্রে The Holy Bible অর্থাৎ পবিত্র গ্রন্থ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা উপস্থিত গ্রন্থে ইব্রীয়দিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইহার উপদেশ এবং অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত তুলনামূলক সমালোচনার অনুকূল বিষয়-গুলি বিবৃত করিব।

পুরাতন ধর্ম্ম-নিয়মের প্রাচীনতম অংশ ইহার গ্রন্থপঞ্চক বা পেণ্টাটিউক [Pentateuch:—Genesis (জন্মখণ্ড), Exodus (যাত্রাপুস্তক), Leviticus (লেবীয় পুস্তক) Numbers (গণনা পুস্তক) and Deuteronomy (দ্বিতীয় বিবরণ)]। ইহার পরই ভাববাদিগণের (Prophets) ভবিষ্যবাণীর স্থান।

তন্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ যিহোশূয়ের (Joshua) ভাববাণী। যিহূদীদিগের প্রাচীন ইতিহাস হিসাবে প্রথম পঞ্চগ্রন্থের সহিত যিহোশূয়ের পুস্তকের সম্বন্ধও ঘনিষ্ট। এই জন্য এই কয়খানিকে একত্রে গ্রন্থষট্‌ক (Hexateuch) বলা হয়। এই ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে ইব্রীয় ধর্ম্মেতিহাসের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে।

জন্মখণ্ডই পুরাতন নিয়মের আদি গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টির আদি হইতে ইস্রায়েল (যাকোব) বংশের মিসরযাত্রা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাহার আখ্যান্যবস্তু সংক্ষেপে এইরূপ ;—

ঈশ্বর ঘোর অন্ধকারময় জলধির উপর অবস্থিত পৃথিবী ও অকাশমণ্ডলের সৃষ্টি করিলেন। পরে আলোকের সৃষ্টি করিয়া অন্ধকার হইতে দীপ্তিকে পৃথক্ করিয়া আলোকের নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। ইহা তাহার প্রথম দিবসের কার্য্য। দ্বিতীয় দিবসে তিনি জলের মধ্যে বিতানের সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম আকাশ-মণ্ডল রাখিলেন এবং বিতানের উর্দ্ধস্থিত জল হইতে অধঃস্থিত জলকে পৃথক্ করিলেন। তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল সংগৃহীত করিয়া স্থলভাগ পৃথক্ করিলেন এবং স্থলের নাম ভূমি ও জল-রাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন। পরে ভূমিতৃণ, সজীব ওষধি, বীজসম্বলিত স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলোৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির উপর উৎপন্ন করিলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থ আকাশ-মণ্ডলের বিতানে জ্যোতিষ্কগণ অর্থাৎ দিনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহা জ্যোতিঃ এবং রাত্রির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্র সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পঞ্চম দিবসে ঈশ্বর নানা

জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জলভাগ প্রাণিময় করিলেন এবং ভূমির ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণকে উড্ডীন করিলেন এবং সমুদ্রের জল বৃহৎ তিমিগণে ও পৃথিবী নানা জাতীয় পক্ষীতে প্রাণময় করিয়া তাহাদের প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। ষষ্ঠ দিবসে তিনি নানাজাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্যপশু ও বন্যপশু উৎপন্ন করিয়া যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করিলেন * এবং পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। § পরে তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ

হিন্দুর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে,—

"প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো মহতস্তু সঃ।
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়িকঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকং।
মুখ্য সর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যক্ স্রোতাস্তু যঃ সর্গস্তির্য্যগ্‌যোনিঃ স পঞ্চমঃ।
তথোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তথার্ব্বাক্‌স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষ।" ৬ (৫৭—৬০)।

"স চ এতাবান্ আস, যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ সে ইমমেব আত্মানং।
দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাং তস্মাৎ ইদমর্দ্ধ বৃগল মিব।"

বৃহদারণ্যক।

"পাটিতোঽয়ং দ্বিধা পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ।"

ব্যাসসংহিতা ২৩ অ—১২।

অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা স্ত্রী ও পুরুষরূপে এক দেহে ছিল তাহা ব্রহ্মা দুই ভাগ করাতে একার্দ্ধ পতি ও অন্যার্দ্ধ পত্নী সকল হইল, ইহা শ্রুতির বচন।

করিলেন—"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, পৃথিবীকে পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর আর সমুদ্রের মৎস্যগণ, খেচর পক্ষিগণ এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপর কর্ত্তৃত্ব কর। সমস্ত ভূতলস্থ যাবতীয় সবীজ ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয় পশু ও খেচর যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম।"

এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু সমাপ্ত হইলে পর সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপনার কৃতকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য সমুদয় কার্য্যই ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রে সম্পাদিত হইল। সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম * করিয়া ঐ দিবসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন। †

* বৃহদারণ্যক—"সা পৃথিবী অভবৎ তদশ্রাম্যৎ"। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিতেছেন—"সর্ব্বোহি লোকঃ কার্য্যং কৃত্বা শ্রাম্যতি প্রজাপতেশ্চ তৎ মহৎ কার্য্যং যৎ পৃথিবীসর্গঃ।" অর্থাৎ শ্রমের পর লোক যেমন বিশ্রাম করে, প্রজাপতি তদ্রূপ পৃথিবী সৃষ্টিরূপ মহৎ কার্য্য করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

† ইহা হইতে সপ্তাহের উৎপত্তি। কিন্তু বিশপ হার্ভে গুড্উইন্ তাহা স্বীকার করেন না। ‡ তিনি বলেন, ধর্ম্মেতিহাস হইতে সপ্তাহের উৎপত্তি হয় নাই। গাঁহার লিখন কৌশলে ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে এই ভাবে প্রকাশ পাইতেছে সপ্তাহক্রমে সময়-বিভাগের জ্ঞান তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই ছিল এবং রবিবার যে বিশ্রামবার ও পবিত্র তাহা মোশির বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে সৃষ্টির এই বিবরণী লেখকের পরিকল্পনা, অথবা প্রতিভাবান্ ভাববাদীর প্রকৃতিসুলভ অলৌকিক দর্শনসম্ভূত। তিনি আরও বলেন, যখন আমরা বাইবেলের এই অংশের শব্দগত অনুবাদ বা আভি-ধানিক অর্থ করিতে যাই তখন এমন ভাষা ব্যবহার করিতে হয় যাহার স্পষ্ট অর্থ

‡ Contemporary Review, Vol. 50, P. 524.

যে দিন ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন সেই দিন তিনি এদন (Eden) নামে এক মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলি (আদামা=ভূমির ধূলি) হইতে আদমকে (Adam=মনুষ্য) নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন এবং তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল। আদমকে তখন ঈশ্বর এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন কেবল সদসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ উদ্যানের মধ্যস্থলে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার ফল ভোজনে নিষেধ করিলেন। কারণ ঐ বৃক্ষের ফল খাইলেই মরিতে হইবে।

পরে ঈশ্বরের আদেশে আদম সজীব প্রাণীদের নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী না থাকায়, ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাহার একখানি পঞ্জরাস্থি লইয়া মাংসদ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিলেন এবং সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। ইহার নাম নারী হইবে কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন (১)।

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সৃষ্টিঘটিত সমস্ত ইতিহাসখানিই সুতরাং রূপকাবৃত। "The spirit of God moved from the face of the waters" পরমাত্মা জলের উপর ভাসিতেছিলেন। "God said, let us make man in our own image, after our likeness"—ঈশ্বর বলিলেন, আমাদের নিজের আকৃতিতে ও অনুরূপ করিয়া মানুষ সৃষ্টি করা যাউক। এই সমুদয় ও এই প্রকার সৃষ্টিখণ্ডের আদ্যোপান্তরে ভাষার আভিধানিক অর্থ করিলে কি বুঝায়?

(১) পতি কর্ত্তৃক পত্নীকে এক দেহ (one flesh) মনে করার সংস্কারের ইহাই মূল। এসম্বন্ধে বিশপ্ পেরোনের (Bishop Perowne) উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

আদম ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই উলঙ্গ থাকিতেন, তাহতে তাঁহাদের লজ্জা বোধ হইত না। একদিন ভূচরপ্রাণীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খল সর্প আসিয়া নারীকে সদসৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজনে নানারূপ প্রলোভিত করিল। সর্প বলিল তোমরা কোন ক্রমে মরিবে না, কিন্তু যে দিন ঐ ফল খাইবে সেই দিন তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারী যখন দেখিলেন ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও নয়নের লোভজনক আর জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয় তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন। পরে

তিনি বলেন "একথা নিশ্চয় যে প্র. খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের লেখক মোশিই হউন আর যিনিই হউন, তিনি ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের এক বর্ণও জানিতেন না। তিনি ভৌতিক বিষয় ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া যে ভাষার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তাহা যে তাঁহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানেরই অনুযায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিশ্চয় যে আমাদের আপনাপন বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ প্রয়োগে যে জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারিতাম সেই জ্ঞান আমাদের গোচর করা যে বাইবেলের উদ্দেশ্য ছিল তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় সাধারণের বোধ্য সরল ভাষা ছাড়া কোন গুহ্যার্থগর্ভ বা রূপক ভাষায় আশা করার প্রয়োজন দেখা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, "আকাশের দ্বারা ঈশ্বর উপরের জল হইতে নীচের জলকে পৃথক্ করিলেন"—এই উক্তি স্থলে আমরা তাহার ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের ভিতর দিয়া না গিয়া একেবারে জলের দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারটাই মানিয়া লই। য়িহুদীরা মাটির নীচের যেমন, তেমনি উপরেও বিশাল জলাশয় সমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, আর আমরা জানি কয়েকটি প্রাকৃতিক নিয়মেই মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে সেই একই কথা জল নিম্নেও যেমন উপরেও তেমনি আছে। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উৎপত্তি খণ্ডের অন্তর্গত স্থূল স্থূল বিষয়গুলির সহিত নব্যবিজ্ঞানের সঙ্গতির বাহুল্য আশ্চর্য্যজনক।" হিন্দু পুরাণ সম্বন্ধেও একথা বিলক্ষণ খাটে।

আপনার স্বামীকে খাইতে দিলেন এবং তিনিও খাইলেন। ভোজনান্তে উভয়ে আপনাদের উলঙ্গতা বুঝিলেন এবং ডুমুরবৃক্ষের পত্রে ঘাঘ্‌রা শেলাই করিয়া পরিধান করিলেন। ঈশ্বর উদ্যানে আসিলে তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা পাইয়া বৃক্ষপত্র মধ্যে তাঁহারা লুকাইয়া রহিলেন। ঈশ্বর তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন এবং পরে আদমের মুখে সমস্ত শুনিয়া প্রথমে সর্পকে শাপ দিলেন "তুমি গ্রাম্য ও বন্য-পশুগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত, তুমি বুকে হাঁটিবে এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবে। তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব, সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।" নারীকে বলিলেন "তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে, ও সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।" আদমকে কহিলেন "তুমি স্ত্রীর কথায় আমার অবাধ্য হইলে এজন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল। তুমি যাবজ্জীবন শ্রমক্লেশে উহা ভোগ করিবে; তোমার জন্য উহাতে কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিয়া শেষে মৃত্তিকায় গমন করিবে। তুমি ধূলি এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করিবে।" পরে আদম স্ত্রীর নাম হবা (Eve=জীবিত) রাখিলেন। কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা হইলেন। ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাইলেন।

এক্ষণে মানুষ সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এদন উদ্যানস্থ জীবন-বৃক্ষের ফলও পাছে ভোজন করে ও অমর হয় এজন্য ঈশ্বর তাঁহাকে

এদনের উদ্যান হইতে দূর করিলেন এবং তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

পরে হবার গর্ভে আদমের দুই পুত্র জন্মিল—কয়িন ও হেবল (Cain and Abel)। কয়িন ভূমিকর্ষক ও হেবল মেষপালক হইলেন। কয়িন ঈশ্বরের উদ্দেশে উপহার স্বরূপ ভূমির ফল ও হেবল আপন পালের প্রথমজাত কয়েকটি পশু ও তাহার মেদ উৎসর্গ করিলেন। তখন ঈশ্বর হেবেলকে ও তাঁহার উপহার গ্রহণ করিলেন। তাহাতে কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিষন্ন হইয়া ভ্রাতাকে ভুলাইয়া ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তথায় হত্যা করিল। ঈশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া কয়িনকে শাপ দিলেন এবং তাহার জন্য ভূমি আর চাষ উপযোগী রাখিলেন না। কয়িন বিতাড়িত হইয়া এদনের পূর্ব্বদিকে নোদদেশে বাস করিলেন। এখানে কয়িনের স্ত্রী হনোক নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। কয়িন তাহার নামে এক নগর পত্তন করিয়া তাহা হনোক নামে অভিহিত করিলেন। এই নগরে তাঁহার পৌত্র-প্রপৌত্রাদিক্রমে বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই বংশের সপ্তম পুরুষ যাবল তাম্বুবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। তাহার সহোদর যবল, বীণা ও বংশীধারী সকলের

* ভিন্ন ভিন্ন যুগের মনীষীগণ মানুষের এই পতনের এত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন যে তাহার সংখ্যা নাই। অনেকে ইহার রূপক ভাষার মধ্যে নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পাইয়া স্ব স্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে যে সকল ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের দিক বাদ দিলেও প্রাচীন য়িহুদীদিগের পাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা বিলক্ষণ কৌতুহলজনক। এদনের বর্ণনা হইতে জানা যায় উহা মেসোপটেমিয়ার কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ঠিক কোন্ সীমার মধ্যে উদ্যানটি ছিল এখন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। মেসোপটেমিয়া হইতেই ইস্রায়েলীয়দের পূর্ব্বপুরুষগণ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিলেন।—History of Judaism (Bettany)

আদিপুরুষ। তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুবল-কয়িন পিত্তল ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্রগঠন করিত।

অনন্তর আদম একশত ত্রিশ বৎসর বয়সে আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে হবার গর্ভে পুনরায় পুত্রের জন্ম দিলেন। কয়িন কর্ত্তৃক হত পুত্র হেবলের বিনিময়ে ঈশ্বর তাঁহাকে আর এক সন্তান দিলেন বলিয়া তাহার নাম শেথ (Seth—বিনিময়) এই নাম রাখিলেন। আদম আটশত বৎসর জীবিত থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিয়া ৯৩০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। শেথ ১০৫ বৎসর বয়সে ইনোশের জন্ম দেন। তৎকালে লোকেরা "সদাপ্রভুর" (Jehovah—The Lord) নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে শেথ আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিয়া ৯১২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ইনোশ কৈনন প্রভৃতি বহু পুত্রকন্যার জন্ম দিলে ৯০৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কৈণনের মহলল প্রমুখ বহু পুত্রকন্যা জন্মিলে ৯১০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহললের পুত্র যেরদ ও আরও পুত্রকন্যা জন্মিলে ৮৯৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। যেরদের পুত্র হনোক ও আরও বহু পুত্রকন্যা জন্মিলে ৯৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। হনোকের মথূশেলহ প্রমুখ বহু সন্তান জন্মিলে ৩৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মথূসেলহের পুত্র লেমক প্রভৃতি। লেমকের পুত্র নোহ (Noah—বিশ্রাম) প্রভৃতি। নোহ ৫০০ বৎসর বয়সে শেম, হাম ও যেফতের (Shem, Ham, Japhet) জন্ম দিলেন। আদমের বংশতালিকা হইতে জানা যায়, ৬৫৭ বৎসর

বয়সের ক্রমে কেহই সন্তান উৎপাদন করেন নাই এবং সকলেই বহুশত বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। *

এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক কন্যা জন্মিল তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তানগণ পুরাকালের প্রসিদ্ধ বীর। ঈশ্বর তাহাদের পরমায়ু ১২০ বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

ক্রমে পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা এবং তাহার চিন্তা নিরন্তর মন্দ দেখিয়া ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টির জন্য অনুতাপ করিলেন এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে ভ্রষ্টাচারী হইতে দেখিয়া তিনি জলপ্লাবন দ্বারা ভূমণ্ডল হইতে মনুষ্যের সহিত জীবজন্তু সমস্ত লোপ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ ছিলেন এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন।

ঈশ্বর নোহকে বলিলেন আমি সাতদিন পরে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি বৃষ্টি বর্ষাইয়া জলপ্লাবন আনিব সুতরাং তুমি গোফর কাষ্ঠ দ্বারা ৩০০ হাত দীর্ঘ, ৫০ হাত প্রস্থ ও ৩০ হাত উচ্চ, ছাদের এক হাত নীচে বাতায়ন ও পার্শ্বদ্বারযুক্ত ত্রিতল কক্ষ বিশিষ্ট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ লইয়া

* পণ্ডিত ওয়েন্ (Owen) প্রমুখ অনেক জীববিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ববিশারদ বলেন এই বিবরণের সহিত বর্ত্তমান মানুষের দৈহিক গঠন, বিশেষতঃ দাঁতের সামঞ্জস্যই নাই এবং এরূপ গঠনের মানুষের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না যাহার বয়স এত অধিক হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য যদি তখনকার দিন গণনার প্রণালী আমাদের হইতে ভিন্ন হয় তবেই এই অসঙ্গতি দূর হইতে পারে।

প্রবেশ করিবে এবং শুচিপশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া এবং খেচর পক্ষীদিগের স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থ আপনার সঙ্গে লইবে। নোহ তাহাই করিলেন। নোহের বয়সের ছয়শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে পৃথিবীতে জলপ্লাবন (The Universal Deluge) হইল। মহাজলধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল এবং গগনস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল। আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল ও সকল প্রাণী মরিল। ১৫০ দিনে জল হ্রাস পাইল, তাহাতে সপ্তমাসের সপ্তদশ দিনে আরারট পর্ব্বতের (Mnt. Ararat) উপরে জাহাজ (Noah's Ark) লাগিয়া রহিল। জল শুষ্ক হইলে ঈশ্বরের আদেশে নোহ সকলকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার শুচি পশু পক্ষীর মধ্যে কতকগুলি লইয়া বেদির উপর হোম করিলেন। তাহাতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হইয়া পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী তোমাদের হইতে ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইবে; সে সকল তোমাদেরই হস্তে সমর্পিত। প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে। কিন্তু সপ্রাণ অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না।"

পরে ঈশ্বর নোহের সহিত এই নিয়ম (Law) স্থির করিলেন যে পৃথিবীর বিনাশার্থ আর জলপ্লাবন হইবে না। মেঘে ঈশ্বর, আপন ধনু স্থাপন করিবেন তাহাই পৃথিবীর সহিত তাঁহার নিয়মের চিহ্ন হইবে। মেঘধনু হইলে ঈশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর সহিত তাঁহার চিরস্থায়ী নিয়ম স্মরণ করিবেন।

নোহের যে তিন পুত্র জাহাজ হইতে বহির্গত হইল—শেম, হাম ও যেফৎ ইহাদেরই বংশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল। ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা জাতি পৃথিবীতে বিভক্ত হইল। জলপ্লাবনের ৩৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৯৫০ বৎসর বয়সে নোহের মৃত্যু হইয়াছিল।

পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ উচ্চারণ ছিল। পরে লোকেরা পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক সমস্থলীতে বসতি স্থাপন করিল এবং তথায় ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সকলে এক নগর ও গগনস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইল, যাহাতে তাহারা আপনাদের নাম বিখ্যাত করিতে পারে ও সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন না হয়। তাহারা যে নগর ও উচ্চগৃহ (Tower) নির্ম্মাণ করিতেছিল তাহা দেখিবার জন্য ঈশ্বর নামিয়া আসিলেন। তিনি মনুষ্য সকলকে একজাতি ও একভাষাবাদী ও এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া বলিলেন ইহার পরে ইহারা যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে তাহা হইতে নিবারিত হইবে না; সুতরাং ঈশ্বর তাহাদের ভাষায় ভেদ জন্মাইলেন তাহাতে এক অন্যের কথা বুঝিতে পারিল না। তাহারা তখন নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। ঈশ্বর ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন এজন্য সেই নগরের বাবিল (Babel—ভেদ) এই নাম রহিল।

অনন্তর শেম বংশোৎপন্ন অব্রাম ঈশ্বরের আদেশে আপন দেশ জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যা সারী, ভ্রাতুষ্পুত্র লোট এবং আপনাদের উপার্জ্জিত ধন ও লব্ধ প্রাণিগণকে লইয়া হারণ (Araon) হইতে কানান (Canaan) দেশে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে মোরির উদ্যানে ঈশ্বর অব্রামকে দর্শন দিলেন। অব্রাম তাঁহার উদ্দেশে তথায় এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং পর্ব্বতে

গিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিকে এবং অয় নামক স্থানের পশ্চিমে ঈশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি স্থাপন করিয়া "সদাপ্রভুর" নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে অব্রাম দক্ষিণে যাত্রা করিলেন এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি কনানদেশ ত্যাগ করিয়া মিসরে যাত্রা করিলেন ও কিছুকাল পরে সস্ত্রীক ধনসম্পত্তি সহ ফিরিয়া আসিলেন।

অব্রামের ৯৯ বৎসর বয়সে ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত নিয়ম স্থির করিলেন। বলিলেন—"তুমি বহু জাতির আদি-পিতা হইবে। তোমার নাম অব্রাম (মহাপিতা) আর থাকিবে না। তোমার নাম অব্রাহাম (বহুলোকের পিতা) হইবে। রাজারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইবে। আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব। কনান দেশের সমুদয় আমি তোমাকে দিব, তুমি ও তোমার বংশ পুরুষানুক্রমে আমার নিয়ম পালন করিবে। সে নিয়ম এই যে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আটদিন বয়সে ত্বক্‌ছেদ হইবে। তোমাদের গৃহজাত বা মূল্য দ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বক্‌ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে তোমাদের মাংসে আমার নিয়ম চিহ্ন চিরস্থায়ী হইবে। অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ উৎসন্ন যাইবে। তোমার ইস্‌হাক (হাস্য) নামে পুত্র জন্মিবে, তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে। ইস্‌হাকের সহিত আমি আমার নিয়ম স্থির করিব।" এই বলিয়া ঈশ্বর অব্রাহামের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। অব্রাহাম সেই দিনই সকল পুরুষের ত্বক্‌ছেদ করিলেন। কিছুকাল পরে অব্রাহামকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "তুমি তোমার পুত্র ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশের এক পর্ব্বতে গিয়া তাহাকে হোমার্থ বলিদান কর।" অব্রাহাম নির্দ্দিষ্টস্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় যখন পুত্রকে বধ করিতে

খড়্গ উত্তোলন করিলেন তখন আকাশ হইতে বাণী হইল "হে অব্রাহাম, যুবককে বধ করিও না, কেননা এখন বুঝিলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নহ।" এমন সময় অব্রাহাম দেখিলেন পশ্চাদ্দিকের ঝোপে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ রহিয়াছে। তিনি সেই মেষকে লইয়া পুত্রের পরিবর্ত্তে হোমার্থ বলিদান করিলেন। তখন ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব, তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে। অব্রাহামের সারা ও কটূরা নাম্নী দুই স্ত্রী ছিলেন। কটূরার গর্ভে অব্রাহামের ৬ পুত্র জন্মে। ১৭৫ বৎসর বয়সে অব্রাহামের এবং ১২৭ বৎসর বয়সে সারার মৃত্যু হয়। কথিত হইয়াছে, অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

ইসহাক অব্রাহামের জন্মস্থান নাহোর হইতে আনীত স্ববংশীয় রিবিকাকে বিবাহ করেন। রিবিকার গর্ভে দুই যমজ পুত্র হয়— এষৌ ও যাকোব। যাকোব স্বীয় মাতুল ল্যাবণের দুই কন্যা লেয়া ও রাহেলকে বিবাহ করিলেন। লেয়ার গর্ভে - রুবেন, শিমিয়োন, লেবি ও যিহূদার (ঈশ্বরের স্তব) ও আর দুই পুত্রের জন্ম হয়। যাকোবের বিল্হা ও সিল্পা নাম্নী দুই দাসীর গর্ভে ৪টি পুত্র জন্মে। রাহেলের গর্ভে যোষেফ ও বিন্যামীনের জন্ম হয়। যাকোব ধার্ম্মিক ছিলেন ও ঈশ্বরকে ভয় করিতেন। একদিন সমস্ত রাত্রি এক পুরুষ যাকোবের সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন কিন্তু তিনি জয় করিতে না পারিয়া যাকোবের উরুফলকে আঘাত করিলেন, তাহাতে তাহা স্থানচ্যুত হইল। প্রভাত হইলে সেই পুরুষ যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদৃশ্য

হইলেন। তিনি বলিলেন "তুমি যাকোব (পাদগ্রহণকারী) নামে আর বিখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল (Israel—ঈশ্বরজয়ী) নামে বিখ্যাত হইবে। পরে যাকোব শিখিমে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তথায় যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "এল্-ইলোহে-ইস্রায়েল" (ঈশ্বর ইস্রায়েলের ঈশ্বর) নাম রাখিলেন। যাকোব পরে ঈশ্বরাদেশে আপন পরিজন ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে ইতর দেবতা সকলকে লইয়া শিখিমের নিকটবর্ত্তী এলাবৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিয়া কনান্‌দেশস্থ বৈথেলে (ঈশ্বরের গৃহ) সপরিবারে গিয়া বাস করিলেন। এখানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে পুনরায় দেখা দিয়া বলিলেন তোমার নাম যাকোব আর কেহ বলিবে না। তোমার নাম অতঃপর ইস্রায়েল হইবে।

ইস্রায়েলের কনিষ্ঠ পুত্র যোষেফ তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। এজন্য যোষেফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহার হিংসা করিত। একদিন ইস্রায়েলের অন্যান্য সন্তানগণ পশুপাল চরাইতে গিয়া গৃহে ফিরিতে বহু বিলম্ব দেখিয়া যোষেফকে তাহাদের সন্ধানে প্রেরণ করেন। যোষেফ সন্ধান করিতে করিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, একাকী পাইয়া তাহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ স্থির করে কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই কুকার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলে তাহারা যোষেফকে এক মিশরীয় বণিকের নিকট বিক্রয় করে, তিনি পরে মিশরে নীত হন। ধার্ম্মিক যোষেফ নানা দুর্ঘটনার পর দাসত্ব হইতে মুক্ত হন এবং মিশররাজ ফরৌণের সুনজরে পড়িয়া মিশরের সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত হন। ফরৌণ ওন নগরবাসী পোটীফের নামক যাজকের আসনৎ নাম্নী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর। যোষেফ ঈশ্বরের কৃপায় জানিতে

পারেন মিশরে সাত বৎসর শস্যপ্রাচুর্য্য ও পরবর্ত্তী সাত বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া প্রাচুর্য্যের সময় সমস্ত শস্য রক্ষা করিয়া মিশরকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করেন। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেই যোষেফের, দুই পুত্র জন্মিয়াছিল।

মিশরে শস্যপ্রাচুর্য্যের সংবাদ পাইয়া দুর্ভিক্ষের সময় সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া শস্য ক্রয় করিতে লাগিল। যাকোবও তাঁহার দশটি পুত্রকে শস্য ক্রয় করিবার জন্য মিশরে পাঠাইলেন। কিন্তু যোষেফের শোকে বিহ্বল বৃদ্ধ পিতা যাকোব যোষেফের সহোদর বিন্যামীনকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সঙ্গে যাইতে দিলেন না। যখন যোষেফের ভ্রাতারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত করিল তখন তিনি তাহাদিগকে চিনিলেন, কিন্তু তাহারা চিনিল না। যোষেফ তাহাদের প্রতি কর্কশকণ্ঠে বলিলেন "তোরা চর, দেশের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিস্।" তাহারা কহিল না প্রভো আপনার এই দাসেরা খাদ্যদ্রব্য কিনিতে আসিয়াছে, আমরা এক পিতার সন্তান, আমরা বিশ্বাসী, আপনার এই দাসেরা চর নহে। আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কনানদেশনিবাসী একজনের পুত্র, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অদ্যাপি পিতার কাছে আছে, আর একজন নাই।" যোষেফ বলিলেন "তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা না আসিলে তোরাও যাইতে পারিবি না। তাদের একজনকে পাঠাইয়া তাহাকে আন্ আর তোরা বদ্ধ থাক। এইরূপে তোদের কথার পরীক্ষা হইলে তোরা সত্যবাদী কি না, তাহা জানা যাইবে।" কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ৩ দিন কারাগারে বদ্ধ রাখার পর কেবল শিমিয়োনকে বদ্ধ রাখিয়া আর সকলকে ছালা ভরিয়া শস্য দিলেন ও বলিলেন "তোমাদের গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্য শস্য লইয়া যাও। পরে তোমাদের

কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকট আনিও। পথে গিয়া তাহারা ছালা খুলিতেই দেখিল শস্য সহ প্রত্যেকের টাকা ফেরত আসিয়াছে। তাহাতে পিতা ও পুত্রগণ সকলেই ভীত হইলেন। শস্য ফুরাইলে পুনরায় মিশরে যাইতে হইল, তথা তাহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দ্বিগুণ টাকা ও উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইল।

যোষেফ যথাসময়ে আত্মপরিচয় দিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে পরম আদরে পান ভোজনাদি করাইয়া পিতাকে আনিতে আদেশ দিলেন। হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ যাকোব সবংশে কনান দেশ ত্যাগ করিয়া মিশর যাত্রা করিলেন এবং ফরৌণের আদেশে ও যোষেফের পরামর্শে সকলে গোশন প্রদেশে বাস স্থাপন করিলেন। ইস্রায়েল মিশর দেশে বাস করায় ও তথায় অধিকার পাওয়ায় তাহার বংশ তথায় বহু বিস্তৃত হইল।

ইহাই হইল আদি পুস্তকের মূল আখ্যান বস্তু। ইহার মধ্যে জগতের সৃষ্টি, প্রথম নরনারীর বিবরণ, মানব জাতির পতন, পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবন ও ধ্বংস, পৃথিবীতে প্রাণীবর্গের পুনরুৎপত্তি, বাবিলে ভাষাভেদ ও দেশ কাল ও ভাষাভেদে নানা জাতির সৃষ্টি। একাদশ (১-১১) পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী উনচল্লিশটি (১২-৫০) পরিচ্ছেদে আরমবংশীয় অব্রাহাম ইস্‌হাক এবং যাকোব—ইস্রায়েলীয়দিগের এই তিন আদি গোষ্ঠিপতির জীবনচরিত ও বংশচরিত বিবৃত হইয়াছে। * এই সকল বৃত্তান্তের মধ্যে কতটা পৌরাণিক

* আদি পুস্তকের ২ (৪), ৫ (১) ৬ (৯), ১০ (১), ১১ (১০) ১১ (২৭), ২৫ (১২), ২৫ (১৯), ৩৬ (১) ও ৩৭ (২) দ্রষ্টব্য। এই সকল স্থলে বংশবৃত্তান্তের আরম্ভ।

ও কতটা ঐতিহাসিক তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহার কাহিনীগুলি শেমিতীয় ঐতিহ্যভাণ্ডারের সাধারণ সম্পত্তি।

জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মমাত্রেই বিশ্বোৎপত্তি এবং মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর উৎপত্তিবিবরণ আছে এবং উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; শূন্য হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সৃষ্টির আদিবৃত্তান্ত বর্ণনায় ভাষার সুস্পষ্টতা, মানবের আদিম অবস্থার উপযোগী সহজ-বোধ্যভাব, বিষয়ের অজটিলতা, ঘটনা-পারম্পর্য্যের শৃঙ্খলা ও বংশাবলীর আনুক্রমিকতা ইব্রীয় ধর্ম্মের আদিগ্রন্থের বিশেষত্ব সূচিত করে। সৃষ্টির এই শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারা পর্য্যালোচনা করিলে উহা আমাদের চক্ষে একখানি বিরাট চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

ইব্রীয়ধর্ম্মগ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকের নাম যাত্রাপুস্তক (Exodus)। ইহার আখ্যান বস্তু সংক্ষেপে এই,—

যাকোব ও যোষেফ এবং মিশরের তৎকালীন ফরৌণের মৃত্যুর পর ইস্রায়েলীয়দিগের অতিশয় ধন ও বংশবৃদ্ধি দেখিয়া মিশরের নূতন রাজা তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তিনি ইস্রায়েল সন্তানগণকে নানা প্রকার দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

কিছুকাল পরে লেবীয় কুলের এক পুরুষ এক লেবীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে সেই স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করিলেন। কিন্তু ফরৌণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ইব্রীয় প্রজা সকলকে তাহাদের নবজাত প্রত্যেক পুত্র সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ প্রচার করায় এই পুত্রের জননী শিশুকে অত্যন্ত সুন্দর দেখিয়া তিন মাস গোপনে রক্ষা করেন। পরে তাহা

অসম্ভব দেখিয়া এক নলতৃণের পেটরা মধ্যে বালককে রাখিয়া তাহা নদীতীরস্থ নলবনে স্থাপন করেন। ফরৌণের কন্যা সহচরিগণসহ স্নানার্থ নদীতে আসিয়া নলবনের মধ্যে ঐ পেটরা দেখিতে পাইয়া আপন দাসী দ্বারা আনাইয়া শিশুকে দেখিলেন। বালকটি ক্রন্দন করিতেছিল। তাহাতে তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন এটি ইব্রীয়দের বালক। শিশুর ভগিনী দূর হইতে ইহাদের লক্ষ্য করিতেছিল। রাজকুমারীকে সদয় দেখিয়া নিকটে আসিয়া সে বলিল ইহাকে স্তন্য দিবার জন্য কি এক ইব্রীয় স্ত্রীলোককে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিব? ফরৌণের কন্যা সম্মত হইলে সেই বালিকা শিশুর মাতাকে ডাকিয়া আনিল। ফরৌণের কন্যা নির্দ্ধারিত বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। পরে বালকটি বড় হইলে ধাত্রী তাহাকে ফরৌণের কন্যাকে ফিরাইয়া দিলেন। তাহাতে সেই বালক তাঁহারই পুত্র হইল। তিনি বালকের নাম মোশি [Moses = আকর্ষিত] রাখিলেন, কারণ তিনি বলিলেন আমি তাহাকে জল হইতে আকর্ষণ করিয়াছি।

কালক্রমে মোশি বড় হইলে একদিন আপনার ভ্রাতৃগণের নিকট গিয়া তাহাদিগের ভার বহন কার্য্য ও দুর্দ্দশার একশেষ প্রত্যক্ষ করিলেন। একজন ইব্রীয়কে তখন এক মিস্রীয় প্রহার করিতেছিল; মোশি সেই প্রহারককে বধ করিলেন। ফরৌণ এই কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু মোশি পলায়ন করিয়া মিদিয়ন দেশে গমন করিলেন এবং তথায় মিদিয়নীয় যাজক যিথ্রোর কন্যা সিপ্পোরাকে বিবাহ করিয়া তথায় প্রবাসী হইলেন।

অনেক দিন পরে মিস্রীয় রাজার মৃত্যু হইল এবং ইস্রায়েল সন্তানগণের দাস্য কর্ম্ম জন্য কাতরোক্তি ঈশ্বর শুনিলেন। মোশি আপন শ্বশুরের মেষপাল চরাইতেন। একদিন মেষপাল লইয়া হোরেব নামক

পবিত্র পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তথায় এক ঝোপের ভিতর অগ্নিশিখার মধ্যে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ঈশ্বর মোশিকে বলিলেন "আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। আমি মিশরস্থ আপন প্রজাদের দুঃখ দেখিয়াছি, তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়াছি। আমি মিস্রীদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে এবং সেই দেশ হইতে উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে অর্থাৎ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহী দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে নামিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি গিয়া ফরৌণের রাজ্য হইতে ইস্রায়েল সন্তানদিগকে বাহির করিবে।" এই বলিয়া ঈশ্বর মোশিকে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি দিয়া ফরৌণের কাছে পাঠাইলেন। তাহাতে কিন্তু ফল হইল না। মোশি ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ঈশ্বর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বলিলেন—"আমি 'যিহোবা' (Jehovah the Lord সদা প্রভু)। আমি অব্রাহামকে, ইসহাক্‌কে ও যাকোবকে "এল শদ্দয় [God Almighty = সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর Elohim] রূপে দর্শন দিতাম। আমার যিহোবা নাম লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না।"

পরে ঈশ্বর তাঁহার বক্তব্য ইস্রায়েল-সন্তানদিগের ও ফরৌণের নিকট বলিতে মোশি ও তাঁহার ভ্রাতা হারোণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু ফরৌণ কোন কথা না শুনায় ঈশ্বর মিশরের উপর দশ প্রকার আপদ প্রেরণ করিলেন।

মিশরের যাবতীয় নদী ও জলাশয় সকলের জল রক্তে পরিণত ও কাষ্ঠপ্রস্তরময় পাত্র রক্তে পূর্ণ করিয়া, দেশ ভেক, পিশু ও দংশকে পূর্ণ করিয়া, মহামারী, ক্ষতযুক্ত স্ফোটক, ও ভীষণ শিলাবৃষ্টি প্রেরণ

করিয়া, পঙ্গপাল ও গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া মিশরে মহা প্রজাক্ষয়কর দণ্ড বিধান করিলেন। তাহাতেও ফরৌণের চৈতন্য সম্পাদন না হওয়ায় তিনি পরিশেষে ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান হইতে কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে বধ করিলেন। মিশরময় মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। মোশি ও হারোণকে তিনি যে সকল অলৌকিক ক্ষমতা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার বলে তাঁহারা উক্ত বিপদ সমূহ আনয়নে উপলক্ষ হওয়ায় উভয়ে মিশরীয়গণের ভয় ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। সন্তান বিয়োগে ফরৌণ ঈশ্বরের প্রভাব অনুভব করিলেন এবং রাত্রি কালে ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া বলিলেন তোমরা উঠিয়া ইস্রায়েল সন্তানদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও। তখন মিস্রীয়েরাও তাহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তখন ইস্রায়েলীয়রা মেষপাল, গোপাল ও ধনরত্ন এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতাসহ ন্যূনাধিক ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ হইতে সুক্কোতে যাত্রা করিল।

ইস্রায়েল সন্তানরা ৪৩০ বৎসর কাল মিশর দেশে বাস করিবার পর ঐ রাত্রিতে সকলে বাহির হইল। মিশর দেশ হইতে সদাপ্রভুর বাহিনী সকল বাহির হওয়ায় সমস্ত ইস্রায়েলসন্তান ঈশ্বর-আদেশে পুরুষানুক্রমে এই রাত্রি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতীব নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকে। মিশর হইতে বাহির হইবার কালে সকলে ছানা ও ময়দার তাল মাখিয়া উঠিবার পূর্ব্বে তাহা লইয়া কাঠুয়া সকল আপন আপন বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়াছিল, তাহা দ্বারা তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পথে আহার করিয়াছিল। তজ্জন্য ঐ নিস্তার পর্ব্ব দিনে ইস্রায়েলীয়দের তাড়ীশূন্য রুটি ভোজন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

পরে তাহারা সুক্কোৎ হইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের প্রান্তস্থিত এথমে শিবির স্থাপন করিল। সদাপ্রভু দিবাতে পথ প্রদর্শনার্থ মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তিদানার্থ অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা দিবারাত্রি গমন করিল।

কিছুদিন পরে ফরৌণ ও তাঁহার প্রজাগণের অন্তর বিকার প্রাপ্ত হইল, তাহারা ইস্রায়েলীয়দিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করায় অনুতপ্ত হইল। ফরৌণ তখন সৈন্যসামন্তসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং সমুদ্রের নিকটে তাহাদের শিবির আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঈশ্বরের নির্দ্দেশক্রমে মোশি সমুদ্রের উপর স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলে সদাপ্রভু প্রবল পূর্ব্ববায়ুদ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন, ও তাহাকে শুষ্কভূমি করিলেন; তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। আর ইস্রায়েল সন্তানগণ শুষ্কপথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল। পরে মিস্রীদের রথ অশ্ব পদাতিকাদি তাহাদের পশ্চাতে শুষ্ক সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, "তুমি সমুদ্রের উপর হস্ত বিস্তার কর।" মোশি তাহা করিলে, সমুদ্র পুনরায় সমান হইয়া গেল। তাহাতে মিস্রীয়েরা তাহার অভিমুখে পলায়ন করিলে সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিলেন; আর জল তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল। তাহাতে ফরৌণের পক্ষের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু ইস্রায়েলসন্তানেরা শুষ্কপথে সমুদ্রমধ্যদিয়া চলিল। তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল। এইরূপে সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগের হস্ত হইতে ইস্রায়েলসন্তানদিগকে নিস্তার করিলেন। সকলে সদাপ্রভু ও তাঁহার দাস মোশিকে বিশ্বাস করিল। সদাপ্রভুর বাহিনী

বিজয় সঙ্গীত ও ঈশ্বরের মহিমাগান করিতে করিতে সূফ সাগর হইতে যাত্রা করিয়া শূর প্রান্তরের দিকে গমন করিল এবং প্রথমে মারাতে, পরে এলীম, এবং এলীম ও সীনয়ের মধ্যবর্ত্তী সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল। এখানে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল। উহা ধন্যাকৃতি ও শুক্লবর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল। ইস্রায়েলীয়গণ, ৪০ বৎসর যাবৎ কনান দেশের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন করিয়াছিল। সীন হইতে তাহারা রফীদীমে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। এখানে অমালেকের সহিত যুদ্ধ হয় ও তাহাতে ঈশ্বরের বাহিনীর জয় লাভ হয়। ঈশ্বর মোশির পক্ষে ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন মোশির শ্বশুর মিদিয়নীয় যাজক যিথ্রো তাহা শুনিয়া মোশির ভার্য্যা সিপ্পোরা ও দুই পুত্র গের্শোম ও ইলীয়েষরকে লইয়া মোশির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে যিথ্রো ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম দ্রব্য ও বলি উপস্থিত করিলেন এবং হারোণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ আসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে মোশির শ্বশুরের সহিত আহার করিলেন। পরদিন মোশি লোকদের বিচার করিতে বসিলেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকেরা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাতে মোশির শ্বশুর বলিলেন "এ কার্য্য অতি গুরুতর এবং একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। তুমি এই লোক সমূহের মধ্য হইতে কর্ম্মক্ষম, ঈশ্বরভীত, সত্যবাদী ও অন্যায়লাভঘৃণাকারী ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপর সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর। এরূপ করিলে ও ঈশ্বর এরূপ আজ্ঞা দিলে, তবে তুমি সহিতে পারিবে, এবং এই সকল লোকও কুশলে আপনাদের

স্থানে গমন করিবে।” তাহাতে মোশি সেইরূপ করিলেন। নিয়োজিত লোকেরা ক্ষুদ্র কথা সকলের বিচার করিতেন এবং কঠিন বিচার সকল তাঁহারা মোশির কাছে আনিতেন। পরে মোশির নিকট বিদায় লইয়া যিথ্রো স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।”

মিশর হইতে বাহির হইবার পর তৃতীয় মাসের প্রথম দিনেই ইস্রায়েল-সন্তানগণ রফীদীম হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইল। এখানে সীনয় পর্ব্বত [Mt Sinai] শিখর হইতে সদাপ্রভু তাহাদের নিকট দশ আজ্ঞা প্রচার করিলেন এবং মোশিকে পর্ব্বত শিখরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত নিয়ম স্থাপন করিলেন। তিনি মোশিকে হোম বলি, বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান; ঈশ্বরোদ্দেশে উপাসনা তাম্বুর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত তাম্বু ও পাত্রাদি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এবং আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় বিধান ও মূর্ত্তি পূজা করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে যাজকদিগের নিয়োগ বিষয়ে আদেশ ও দৈনিক উপহার ইত্যাদি বহুবিধ নিয়ম পালনের আজ্ঞা দিলেন। তিনি যে দশ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে এই ;—

১। আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। ২। তুমি খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত বা আরাধনা করিও না। ৩। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর [Jehovah] নাম অনর্থক লইও না। ৪। তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। তুমি ছয় দিন শ্রম করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার সদা-প্রভুর উদ্দেশে বিশ্রাম দিন। সে দিন তুমি পরিবার পরিজনসহ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইবে। ৫। তুমি আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম করিও। ৬। তুমি নরহত্যা করিও না। ৭। তুমি ব্যভিচার করিও না। ৮। তুমি চুরি করিও না। ৯। তুমি আপন প্রতি-

বাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। ১০। তুমি আপন প্রতিবাসীর গৃহে, স্ত্রীতে বা ধনে লোভ করিও না।

এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করা সত্ত্বেও মোশির পর্ব্বত হইতে নামিতে বিলম্ব দেখিয়া ইস্রায়েলীয়রা হারোণের নিকট একত্র হইয়া বলিল, উঠুন আমাদের জন্য দেবতা নির্ম্মাণ করুন। তখন হারোণ স্বীয় কর্ণ হইতে স্বর্ণ কুণ্ডল লইয়া একটী গোবৎস ও তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। সকলে বলিল হে ইস্রায়েল, এই তোমার ঈশ্বর যিনি মিশর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া লোকেরা হোম বলি উৎসর্গ করিল, মঙ্গলার্থ নৈবেদ্য মানিল; ভোজন পান করিল এবং ক্রীড়া করিতে উঠিল। তখন সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন তুমি নামিয়া যাও, কেননা তোমার লোকেরা ভ্রষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে মোশির প্রার্থনায় বিরত হইলেন। অনন্তর মোশির সহিত ঈশ্বরের নিয়ম পুনঃস্থাপিত হইল। তখন মোশি ঈশ্বরের যাবতীয় আদেশ লিখিলেন। এবং লোকের মধ্যে প্রচার করিলেন।

এই আখ্যান বস্তু যাত্রাপুস্তকের ৪০টি অধ্যায়ে বিস্তারিত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে দেখা যায় মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত প্রত্যক্ষভাবে আলাপ করিতেন এবং পরে মোশি শিবিরে ফিরিয়া আসিতেন কিন্তু তিনি ঈশ্বরের মুখ দেখিতে পান নাই, কারণ ঈশ্বর মোশিকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যায় না।"

যাত্রাপুস্তকের আদ্যোপান্ত ইস্রায়েলীয়দিগের ইতিহাস। মিশরে তাহাদের প্রতিষ্ঠাকারী যোষেফের মৃত্যু হইতে সীনয়-প্রান্তরে উপাসনাতাম্বু [Tabernacle] প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ব্যাপার ইহাতে ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই খণ্ডকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, যোষেফের মৃত্যু অবধি মিশর হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় শূর প্রান্তরে শিবির স্থাপন হইতে মোশির শ্বশুর যিথ্রোর রফীদীমের শিবির হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত; এবং তৃতীয়, রফীদীম হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে শিবির স্থাপন ও তথায় উপাসনা তাম্বুর [Tabernacle] প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত। * এই তৃতীয় বিভাগের মধ্যে ইব্রীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনতম সংহিতা চতুষ্টয় নিহিত আছে। প্রথম, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা [The Decalogue] † ; দ্বিতীয়.

* যাত্রাপুস্তক ১—১৩ (১৬); ১৩ (১৭)—১৮; ১৯—৪০।

† যাত্রাপুস্তক ২০ (১-১৭)। "Moses gave the Israelites a series of positive precepts, the 'Ten words' which have kept their place at the head of legislation, and have influenced a large part of the world's population. * * They constitute the greatest contribution to pratical morality, apart from Christianity * * * Till monotheism is universal, the first commandment has its mission; till images and representations which may be worshipped cease to be bowed down to or worshipped, the non-Christian world falls below the Mosaic standard, and such Christian churches as permit this are behind the Jews"—Bettany.

দশ আজ্ঞা নিহিত নিয়ম, যাহা পুনঃস্থাপনার্থ মোশি ৪০ দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাস ও সদাপ্রভুর সহিত অবস্থিতি করিয়া দুইখান প্রস্তরখণ্ডে লিখিয়া লয়েন [Law of the ten Commandments] ‡; তৃতীয়, নিয়ম গ্রন্থ [The Book of the Covenant] ¶। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় স্থূলতঃ এই ;—

আমার প্রতিযোগী কিছু নির্ম্মাণ করিও না। (২) আমার জন্য মৃত্তিকায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে ও তাহার উপর হোম বলি, মঙ্গলার্থক বলি, তোমার মেষ গরু উৎসর্গ করিবে। (৩) প্রস্তরের বেদি করিলে তাহা খোদিত প্রস্তরে করিও না কারণ তাহার উপর অস্ত্র তুলিলে তাহাকে অপবিত্র করিবে। (৪) আমার বেদির উপর সোপান দিয়া উঠিও না, পাছে তাহার উপর তোমার নগ্নতা অনাবৃত হয়। (৫) তোমার পক্ক শস্য ও দ্রাক্ষারস নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না, তোমার প্রথমজাত পুত্রগণ আমাকে দিও। (৬) তোমার গো মেষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিও, তাহা সাত দিন আপনার মাতার সহিত থাকিবে, অষ্টম দিনে তাহা আমাকে দিও। (৭) তুমি আপন ভূমিতে ছয় বৎসর যাবৎ বীজ বপন করিও, ও তদুৎপন্ন শস্যাদি সংগ্রহ করিও কিন্তু সপ্তম বৎসর তাহাকে বিশ্রাম দিও, আর তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সম্বন্ধেও তাহাই করিও। (৮) ছয় দিন কর্ম্ম করিও সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিও ও তোমার অধীন সকলকে বিশ্রাম দিও; (৯)

‡ যাত্রাপুস্তক ৩৪ (১৭-২৮)।

¶ যাত্রাপুস্তক ২০ (২২-২৬), ২২ (২৯-৩০), ২৩ (১০-৩৩)।

ইতর দেবগণের নাম উল্লেখ করিও না। তোমার মুখে যেন তাহা শুনা না যায়। (১০) তুমি বৎসরের মধ্যে ৩ বার আমার উদ্দেশে উৎসব করিও; অবীব মাসে ৭ দিন রুটির উৎসব পালন করিও কারণ সেই সময় তুমি মিশর হইতে বাহির হইয়াছিলে। (১১) কেহ রিক্ত হস্তে আমার নিকট উপস্থিত হইও না। (১২) বৎসরান্তে ক্ষেত্র হইতে ফল সঞ্চয়ের ও শস্যচ্ছেদনের উৎসব পালন করিও। (১৩) বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার সমস্ত পুংজাতি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে। (১৪) তুমি আমায় বলির রক্ত তাড়ীযুক্ত দ্রব্যের সহিত নিবেদন করিও না। (১৫) তোমার ভূমির আশু পক্ক ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও ও ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না। (১৬) আমার দূত তোমার অগ্রে অগ্রে যাইয়া ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে প্রবেশ করাইবেন, আর আমি তাহাদিগকে উচ্ছন্ন করিব, তুমি তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না, কারণ তাঁহার অন্তরে আমার নাম রহিয়াছে; (১৭) তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না। (১৮) তোমরা আপনাদের সদাপ্রভুর আরাধনা করিও। (১৯) তোমার দেশে কাহারও গর্ভপাত হইবে না, কেহ বন্ধ্যা হইবে না, আমি তোমার আয়ুর পরিমাণ পূর্ণ করিব। (২০) আমি তোমার শত্রুগণকে ব্যাকুল করিব তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে ও বন্যপশুকে খেদাইয়া দিব। (২১) সূফসাগর হইতে পলেষ্টীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং প্রান্তর হইতে ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব কেননা সেই দেশবাসীদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। (২২) তাহাদের সহিত কিম্বা তাহাদের দেবগণের সহিত কোন নিয়ম স্থির করিবে না।

(২৩) তাহারা তোমার দেশে বাস করিবে না, পাছে তাহারা আমার বিরুদ্ধে তোমাকে পাপ করায়, কেননা তুমি যদি তাহাদের দেবগণের পূজা কর তবে তাহা অবশ্য তোমার ফাঁদ স্বরূপ হইবে।

সংহিতাচতুষ্টয়ের চতুর্থ অংশ স্মৃতিগ্রন্থ [The Book of Judgments]। * ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই—

তুমি ইব্রীয় দাস ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর দাসত্বে থাকিবে, পরে সপ্তম বৎসরে বিনা মূল্যে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিবে, সে যদি একাকী আসিয়া থাকে তবে একাকী, যদি সস্ত্রীক আসিয়া থাকে তবে সস্ত্রীক যাইবে। (২) যদি তাহার প্রভু তাহার বিবাহ দিয়া থাকে, এবং সেই স্ত্রী তাহার জন্য পুত্র কি কন্যা প্রসব করিয়া থাকে, তবে সেই স্ত্রীতে ও তাহার সন্তানগণে তাহার প্রভুর স্বত্ব থাকিবে। সে একাকী চলিয়া যাইবে। (৩) কিন্তু সে যদি বলে আমি আপন প্রভু ও স্ত্রী ও সন্তানগণকে ভালবাসি, মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইব না, তাহা হইলে তাহার প্রভু তাহাকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া গিয়া গুঁজি দ্বারা তাহার কর্ণ বিদ্ধ করিবে, তাহাতে সে চিরকাল সেই প্রভুর দাস থাকিবে। (৪) যদি কেহ আপন কন্যাকে দাসীরূপে বিক্রয় করে, তবে দাসেরা যেমন যায়, সে তদ্রূপ যাইবে না। তাহার প্রভু তাহাকে আপনার জন্য নিরূপণ করিলেও যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে। তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করাতে অন্য জাতির কাছে তাহাকে বিক্রয় করিবার অধিকার তাহার হইবে না; কিম্বা যদি সে আপন পুত্রের জন্য তাহাকে নিরূপণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার প্রতি

* যাত্রাপুস্তক ২১—২৩ (১—৯)।

কন্যাগণ সম্বন্ধীয় নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করিবে। যদি সে অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তবে উহার অন্নের ও বস্ত্রের এবং সহবাসের বিষয়ে ত্রুটি করিতে পারিবে না। আর যদি সে তাহার প্রতি এই তিনটী কর্ত্তব্য না করে, তবে সে স্ত্রী অমনি মুক্তা হইয়া চলিয়া যাইবে, রৌপ্য লাগিবে না। (৫) কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এরূপ আঘাত করে যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে, আর যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা না পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে মরিতে দেন, তবে যে স্থানে সে পলাইতে পারে এমন স্থান তাহার নিমিত্ত আমি নিরূপণ করিব। (৬) যদি কেহ ছলে আপন প্রতিবাসীকে বধ করণার্থ তাহার উপর ঢোউ হয়, তবে সে ব্যক্তি প্রাণদণ্ড করণার্থ তাহাকে আমার বেদির নিকট হইতেও লইয়া যাইবে। (৭) কেহ আপন পিতা বা মাতাকে প্রহার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। (৮) যে কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে শাপ দেয় তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। (৯) মনুষ্যেরা বিবাদ করিয়া একজন অন্যকে প্রস্তারাঘাত বা মুষ্ঠ্যাঘাত করিলে সে যদি না মরিয়া শয্যাগত হয়, পশ্চাৎ উঠিয়া যষ্টি অবলম্বন করিয়া বাহিরে বেড়ায়, তবে সেই প্রহারক নির্দ্দোষ হইবে, কিন্তু তাহার কার্য্যক্ষতির ও চিকিৎসকের ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে। (১০) কেহ আপন দাস বা দাসীকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে, তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে, কিন্তু সে যদি দুই এক দিন বাঁচে, তবে তাহার প্রভু দণ্ডার্হ হইবে না; কেননা সে তাহার রৌপ্য স্বরূপ। (১১) পুরুষরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপদ না ঘটে, তবে ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুসারে তাহার অর্থদণ্ড অবশ্য হইবে, ও সে বিচার কর্ত্তাদের বিচার মতে টাকা দিবে, কিন্তু

যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তাহার প্রাণের পরিশোধে প্রাণ দিতে হইবে। চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ, দাহের পরিণামে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা হইবে। (২) কেহ আপন দাস কি দাসীর চক্ষুতে আঘাত করলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার চক্ষু নাশের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে, আর আঘাত দ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐ দন্তের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে। (১৩) গোরু কোন পুরুষ কি স্ত্রীকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে তবে গোরু অবশ্য প্রস্তার ঘাতে বধ্য হইবে এবং তাহার মাংস অখাদ্য হইবে, কিন্তু ঐ গরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে সাবধান না রাখাতে যদ সে কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গরু প্রস্তরাঘাতে বধ্য হইবে এবং তাহার স্বামীরও প্রাণদণ্ড হইবে। যদি তাহার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির নিমিত্ত নিরূপিত সমস্ত মূল্য দিবে। তাহার গোরু যদি কাহারও পুত্র কি কন্যাকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে ঐ বিচারানুসারে তাহার দণ্ড হইবে। আর তাহার গরু যদি কাহারও দাস বা দাসীকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে সে তাহার প্রভুকে ত্রিশ শেকল রৌপ্য দিবে আর গোরু প্রস্তারাঘাতে বধ্য হইবে। (২৪) যদি কেহ কোন কূপ অনাবৃত করে, কিম্বা কূপ খনন করিয়া তাহা আবৃত না করে, তবে তাহার মধ্যে কোন গোরু কিম্বা গর্দ্দভ পড়িলে কূপের স্বামী তাহার স্বামীকে রৌপ্য মূল্য দিবে, কিন্তু মৃত পশু তাহারই হইবে। (১৫) একজনের গোরুকে অন্য জনের গোরু শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে তাহারা জীবিত গরু বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দুই অংশ করিবে, এবং মৃত গোরুও দুই অংশ করিয়া লইবে। (১৬) কিন্তু যদি

জানা যায়, সেই গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানে রাখে নাই, তবে সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য গরু দিবে কিন্তু মৃত গোরু তাহারই হইবে। (১৭) কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ করিলে, কিম্বা বিক্রয় করিলে, সে এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু ও এক মেষের পরিশোধে চার মেষ দিবে। (১৮) চোর যদি সিঁধ কাটিবার সময় ধরা পড়িয়া আহত হয়, ও মারা পড়ে, তবে তাহার জন্য রক্তপাতের দোষ হইবে না, কিন্তু যদি তাহার উপর সূর্য্য উদিত হয়, তবে রক্তপাতের দোষ হইবে। (১৯) চুরির দ্রব্য পরিশোধ করা চোরের কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি তাহার কিছু না থাকে, তবে চৌর্য্যহেতু সে বিক্রীত হইবে। (২০) গোরু গর্দ্দভ বা মেষ চুরির কোন বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবিত পাওয়া যায়, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। (২১) যদি কেহ শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পশু চরায়, আর আপন পশু ছাড়িয়া দিলে যদি তাহা অন্য ক্ষেত্রে চরে, তবে সে ব্যক্তি তাহার পরিবর্ত্তে আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে। (২২) অগ্নিদাহে যদি কাহারও শস্যরাশি বা শস্যের ঝাড় বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দাহকারী অবশ্য তাহার মূল্য দিবে। (২৩) কেহ মুদ্রা বা জিনিষপত্র আপন প্রতিবাসীর কাছে গচ্ছিত রাখিলে যদি তাহার গৃহ হইতে কেহ তাহা চুরি করে, এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে, যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসীর দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য সে ঈশ্বর সাক্ষাতে আনীত হইবে। (২৪) সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মের বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ মেষ কিম্বা বস্ত্র, যে কোন হারানো বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ বলে, এ সেই দ্রব্য, তবে উভয়ের কথা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে, ঈশ্বর যাহাকে দোষী

করিবেন,সে আপন প্রতিবাসীকে তাহার দ্বিগুণ দিবে। (২৫) কেহ আপন গর্দ্দভ বা গোরু বা মেষ কিম্বা যে কোন পশু প্রতিবাসীর কাছে প্রতি-পালনার্থ রাখিলে যদি লোকের অগোচরে সে পশু মরিয়া যায়, বা ভগ্নাঙ্গ হয়, কিম্বা অন্তরিত হয়, তবে আমি প্রতিবাসীর দ্রব্যে হস্তার্পণ করি নাই, ইহা বলিয়া একজন অন্য জনের কাছে সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিবে, আর পশুর স্বামী সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, ঐ ব্যক্তি পরিশোধ করিবে না; কিন্তু যদি তাহার নিকট হইতে উহা চুরি যায়, তবে সে তাহার স্বামীকে তাহার মূল্য দিবে,যদি সেটি বিদীর্ণ হয়,তবে সে প্রমাণার্থ তাহা উপস্থিত করুক, সেই বিদীর্ণ পশুর মূল্য তাহাকে দিতে হইবে না। (২৬) কেহ যদি আপন প্রতিবাসীর পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকিবার সময়ে সে ভগ্নাঙ্গ হয় কিম্বা মরিয়া যায়, তবে সে অবশ্য তাহার মূল্য দিবে; যদি তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে, তবে তাহার মূল্য দিবে না; আর যদি ভাড়া করা পশু হয়, তবে তাহার ভাড়াতে শোধ হইবে। (২৭) কেহ যদি অবাগ্দত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে হইবে। (২৮) তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না। (২৯) পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। (৩০) যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। (৩১) তুমি বিদেশীকে ক্লেশ দিও না, তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিশর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে। (৩২) তোমরা কোন বিধবাকে বা পিতৃ-হীনকে দুঃখ দিও না, তাহাদিগকে কোন মতে দুঃখ দিলে যদি তাহারা

আমার নিকট ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের ক্রন্দন শুনিব, আমার ক্রোধ প্রজ্জলিত হইবে। আমি তোমাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিব, তাহাতে তোমাদের ভার্য্যাসকল বিধবা ও তোমাদের সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে। (৩৩) তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন দুঃখীকে টাকা ধার দাও, তবে তাহার কাছে সুদ গ্রাহকের ন্যায় হইও না, তোমরা তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না। (৩৪) যদি তুমি আপন প্রতিবাসীর বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরাইয়া দিও, কেননা তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন ও নগ্নতাবরক বস্ত্র, সে কিসে শয়ন করিবে? আর যদি সে আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান। (৩৫) তুমি ঈশ্বরকে ধিক্কার দিও না এবং স্বজাতীয় লোকদের অধ্যক্ষকে শাপ দিও না। (৩৬) তুমি অলীক জনশ্রুতি উত্থাপন করিও না, এবং অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জ্জনের সহায়তা করিও না। (৩৭) তুমি দুষ্কর্ম্ম করিতে বহুলোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করনার্থে বহুলোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না, দরিদ্রের বিচারে তাহারও আদর করিও না। (৩৮) তোমার শত্রুর গোরু বা গর্দ্দভকে পথহারা দেখিলে তুমি অবশ্য তাহার নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবে। (৩৯) তুমি আপন বৈরীর গর্দ্দভকে ভারের নীচে পতিত দেখিলে যদ্যপি তাহাকে ভারমুক্ত করিতে অনিচ্ছুক হও, তথাপি অবশ্য উহার সঙ্গে তাহাকে ভারমুক্ত করিবে। (৪০) দরিদ্র প্রতিবাসীর বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না। (৪১) মিথ্যা কথা হইতে দূরে থাকিবে, এবং নির্দ্দোষের কি ধার্ম্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না। (৪২) তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও

না, কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে এবং ধার্ম্মিকদের কথা সকল উল্টায়।

আধুনিক নিরপেক্ষ সমালোচকগণ মূল গ্রন্থে তিনটি বিভিন্ন লিখনক্রম লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, যাত্রাপুস্তক যে যুগেরই ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হউক না, উহা তিনটি বিভিন্ন সময়ের লেখক কর্ত্তৃক লিখিত এবং তাঁহারা আপনাপন যুগ ও অবস্থার দ্বারা এতদূর প্রভাবান্বিত ছিলেন যে উহাকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহার অধিকাংশ উপকরণ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ইব্রীয়ধর্ম্মগ্রন্থের তৃতীয় পুস্তকের নাম লেবীয় পুস্তক [Leviticus]। ইহা প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দিগের স্মৃতিশাস্ত্র—সীনয় প্রান্তরে ঈশ্বরের উপাসনামন্দির বা সমাগমের তাম্বু [Tabernacle] প্রতিষ্ঠার পর ঈশ্বর মোশিকে যে সকল উপদেশ ও আদেশ দিয়াছিলেন তৎসমুদয়ের সংগ্রহ পুস্তক। হোমবলির নিয়ম, ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের নিয়ম, মঙ্গলার্থ, পাপনাশক, দোষার্থক, ও বিবিধ বলি এবং বলিদান সম্বন্ধীয় বিধি, অপরাধ এবং পাপও তাহার দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত, খাদ্য অখাদ্য জীবের নির্ণয়, শুচি ও অশুচির বিধান, কুষ্ঠরোগ বিষয়ক নিয়ম, সহবাস সম্বন্ধীয় নিয়ম, বিশ্রাম ও মানত বিষয়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি ধর্ম্ম সমাজ ও নীতি বিষয়ক বিবিধ তথ্য ইহার প্রতিপাদ্য। ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার এই সমুদয় বাক্য মোশি গ্রন্থগত করিয়া ইস্রায়েলীয়-দিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরাতন ধর্ম্মপুস্তকের এই অংশ ইব্রীয়-দিগের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহা বহু পরবর্ত্তী যুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। পৌরোহিত্যের প্রাধান্য সংস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা যে সময় যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে, তৎকালে স্মৃতিগ্রন্থের মূল অংশ উপর্য্যুপরি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা অনুমান করেন উহা ৫৪০ হইতে ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের সঙ্কলন এবং যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংশের কালে উহার যে সংস্করণ সম্পাদিত হয় তাহা মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এবং পরিশেষে বহু সম্পাদক দ্বারা পুনঃ পুনঃ সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ চারিটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(১) বলির ব্যবস্থা [The Law of Sacrifice], (২) যাজক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, [The Law of the consecration of the Priesthood], (৩) শুদ্ধিতত্ত্ব [The Law of clean and unclean], (৪) নৈষ্ঠিক আচারতত্ত্ব [The Law of Holiness]।

চতুর্থ গ্রন্থের নাম গণনা পুস্তক [Numbers]। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে এই,—

(১) লেবীয় পুস্তক ১-৭। (২) লেবীয় পুস্তক ৮-১০। (৩) লেবীয় পুস্তক ১১-১৫। (৪) লেবীয় পুস্তক ১৭-২৭।

মিশর দেশ হইতে ইস্রায়েলসন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরে সমাগমের তাম্বুতে মোশিকে বলিলেন "তোমরা লোকদের গোষ্ঠী অনুসারে ও পিতৃকুলানুসারে ও নামসংখ্যানুসারে ইস্রায়েলসন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের ২০ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক যুদ্ধ-গমন-যোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ কর। এই লোক গণনায় রূবেন বংশের গণিত লোক সংখ্যা হইল ৪৬৫০০, শিমিয়নের ৫৯৩০৬, যিহূদার ৭৪৬০০, ইষাখরের ৫৪৪০০, সবুলূনের ৫৭৪০০, ইফ্রয়িমের ৪০৫০০, মনঃশির ৩২২০০, বিন্যামীনের ৩৫৪০০, দানের ৬২৭০০, আশেরের ৪০৫০০, ও নপ্তালির ৫৩৪০০। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৩৫৫০ জন লোক গণিত হইল। ইহারা ইস্রায়েলসন্তান। লেবীয়েরা গণিত হইল না। কারণ সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কেবল লেবি বংশের গণনা করিও না এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাক্ষের আবাস ও তাহার সকল পাত্র ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যের তত্ত্বাবধানার্থে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও। আবাস তুলিবার সময় লেবীয়েরা তাহা ভাঙ্গিবে, এবং স্থাপনের সময় লেবীয়েরা তাহা স্থাপন করিবে। তাহারা আপনাদের যাজকত্ব পদ রক্ষা করিবে। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।" হারোণ যাজকের পুত্র ইলিয়াসের লেবীয়দের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষকদিগের উপরে নিযুক্ত ছিলেন। অনন্তর মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে লেবীয়-দিগের স্বক্ষ গোষ্ঠী অনুসারে গণনা করিলে তাহাদের গণিত এক মাস ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ বাইশ সহস্র জন হইল। সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন তুমি ইস্রায়েল সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাতের

পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, ও তাহাদের পশুধনের পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুধন গ্রহণ কর; লেবীয়েরা আমারই হইবে। অনন্তর পৌরোহিত্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান ও কার্য্যভার সমস্ত লেবীয়দিগের উপর অর্পণ করিয়া এই শ্রেণীকে অন্য সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা হয়।

ক্রমে ইস্রায়েলীয়দের আচরণে তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়ায় তিনি ৪০ বৎসরের মধ্যে ভ্রষ্টাচারী সমুদয় লোক নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন। ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোকদের কনান দেশের নানা স্থানে স্থাপন করা হইল এবং ভূভাগের সীমানির্দ্দেশ করা হইল। দৈনিক ও সাময়িক বলি-দানাদির নিয়ম, ব্রত বিষয়ক আদেশ, যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ দেশের বিভাগ, ইস্রায়েলীয়দের উত্তরণ স্থানসমূহ, কনান দেশের সীমা ও বিভাগ নিরূপণ, লেবীয়দিগের নগর ও আশ্রয়নগর নিরূপণ এবং পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের নিয়ম সম্বন্ধে সদাপ্রভুর আজ্ঞা, শাসন এবং ঘন ঘন লোক-গণনা ইহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তন্মধ্যে (১) সীনয় প্রান্তরে শিবির স্থাপন, (২) মরুময় প্রান্তরে দীর্ঘকাল ভ্রমণ এবং (৩) মোয়াব প্রদেশে বিশ্রাম কালে লোকসংখ্যা ও গোষ্ঠী গণনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।*

যে সকল বিচ্ছিন্ন উপকরণ হইতে এই ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহার কাল নির্ণয় করা দুরূহ; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন তৎসমুদয়ের বয়স ৮৫০ হইতে ৪৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ

(১) গণনা পুস্তক ১-১০ (১-১০)। (২) ১০ (১১)—১৯। (৩) ২০-৩৬।

হইবে। পণ্ডিতগণ ইতিহাস হিসাবে এই পুস্তকের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করেন।

পঞ্চম পুস্তকের নাম দ্বিতীয় বিবরণ [Deuteronomy]। ইহার আখ্যানবস্তু সংক্ষেপে এইরূপ ,—

মোশি ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়া সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভুর দশ আজ্ঞা পুনঃ প্রচার করিলেন ও ইস্রায়েলসন্তানদিগকে আজ্ঞাবহ হইতে অনুরোধ করিলেন। * মোশি বলিলেন তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে এই আজ্ঞা বিধি ও শাসন আদেশ করিয়াছেন; যেন তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে সে সমস্ত পালন কর, আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিও, গৃহে বসিবার বা পথে চলিবার সময় এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থানকালে ঐ সমস্তের কথোপকথন করিও, আপন হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপে সে সকল বাঁধিয়া রাখিও। তোমার গৃহদ্বারের কপালে ও তোমার বহির্দ্বারে তাহা লিখিয়া রাখিও, তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিও, তাঁহারই আরাধনা করিও ও তাঁহার নাম লইয়া দিব্য করিও। তোমরা ইতর দেবগণের, চতুর্দ্দিকস্থ জাতিদের দেবতাদের, অনুগামী হইও না। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর, তাঁহার ক্রোধ তোমার প্রতিকূলে প্রজ্জ্বলিত হইলে তিনি ভূমণ্ডল হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করিবেন। যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, যখন ঈশ্বর

* মোশি ৪০ বৎসরের একাদশ মাসের প্রথম দিনে যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে মোয়াব দেশে এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তোমাকে সেই দেশে প্রবেশ করাইবেন ও সদাপ্রভু কনানীয় পরিষীয়, ইমোরীয় প্রভৃতি তোমা হইতে বৃহৎ ও বলবান সাত জাতিকে দূর করিবেন, তখন তুমি তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে, তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবে না, বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না, আর তাহাদের সহিত বিবাহ আদান প্রদান করিবে না। তাহাদের যজ্ঞাদি সকল উৎপাটন করিও, তাহাদের বস্তু সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও, তাহাদের আশের মূর্ত্তিসকল ছেদন করিও, তাহাদের খোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিও, আর সদাপ্রভু তোমাকে প্রেম করিবেন, আশীর্ব্বাদ করিবেন ও বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন, আর তোমা হইতে সমস্ত ব্যাধি দূর করিবেন এবং মিস্রয়দের যে সকল উৎকট রোগ তুমি জ্ঞাত আছ, তাহা তোমাকে দিবেন না, কিন্তু তোমার বিদ্বেষীদিগকে দিবেন। আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে সমস্ত জাতিকে সমর্পণ করিবেন তুমি তাহাদিগকে কবলিত করিবে, তোমার চক্ষু তাহাদের প্রতি দয়া না করুক, আর তুমি তাহাদের দেবগণের সেবা করিও না, তুমি তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী, তিনি মহান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর।

অতঃপর অখাদ্যভোজন, দেবপূজা নিষেধ, বার্ষিক প্রধান পর্ব্বত্রয়ের নিয়ম, বিচারক ও রাজগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যুদ্ধবিষয়ক ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, ঈশ্বরীয় নিয়মের পুনঃ প্রচার, ঈশ্বরের অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ, এবং ইস্রায়েলের প্রতি মোশির আশীর্ব্বাদ—এই সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পরে ঈশ্বরের আদেশে মোশি মোয়াবের অরাবা তলভূমি হইতে নাবা পর্ব্বতে পিস্‌গা-শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে সদাপ্রভু তাঁহাকে দান অবধি গিলিয়দ দেশ, সমস্ত নপ্তালি, ইফ্রয়িম ও মনঃশির দেশ পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহূদার সমস্ত দেশ, দক্ষিণ দেশ ও সোয়র পর্য্যন্ত খর্জ্জুরপুর যিরীহোর অঞ্চল ও সমস্থল দেখাইয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এ সেই দেশ; আমি উহা তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম, কিন্তু তুমি পার হইয়া ঐস্থানে যাইবে না। তাহাতে সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেইস্থানে অবশিষ্ট দিন যাপন করিয়া মোয়াব দেশেই মরিলেন। মরণকালে মোশির বয়স ১২০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই ও তেজের হ্রাস হয় নাই। মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হন নাই।*

* * * * * **As** a religious leader and originator, above any man we have previously described. He practically created a nation out of an enslaved people, * * * From him was derived, in its essence at least, that sublime conception of a people ruled directly by God, which in its developed form constitutes the grandest ideal of human life : for what conception can be more perfect than that of a race knowing the laws of its creator and voluntarily obeying them ?

* * * * Of all men up to his time Moses may be regarded as the man who came into closest relation with the Divine ; * * * * * we may wonder that Moses was never deified by his countrymen ; this fact in itself proves that his teaching about the one God, and the move in which **He** must be served, had a powerful effect, and prevented the tendencies that were so strong in Egypt from having their natural effect in relation to him."—Judaism and Christianity C. Bettany).

ইব্রীয় ভাষায় মোশির এই শেষ উক্তি সমূহের নাম "এই সমুদয়ই বাক্য" অথবা "বাইবেল" [The Word (সুসংবাদ)]। বাইবেলের পুরাতন গ্রন্থপঞ্চক [The Pentateuch] এইখানে সমাপ্ত হইয়াছে। এই পঞ্চম পুস্তকের ঐতিহাসিক মূল্য গণনা-পুস্তকেরই তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পুস্তকের ১ (৬) হইতে ৩০ (২০) পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত মোশির বক্তৃতা ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। পরবর্ত্তী বিষয়গুলি * মোশির চিরবিদায় গ্রহণ ও আশ্বাসবাণী, মোশির লিখিত ব্যবস্থা সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহক লেবিবংশজাত যাজকগণকে ও সমস্ত ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গকে সমর্পণ, সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যিহোশূয়কে মোশির স্থলে নিয়োগ; ঈশ্বরের মহিমা ও প্রতাপ বিজ্ঞাপক মোশির গীত, ইস্রায়েলের প্রতি মোশির আশীর্ব্বাদ এবং মোশির মৃত্যুকাহিনী গৌনভাবে সংযোজিত হয়। এই পুস্তকখানি পরবর্ত্তী লেখকগণের হস্তে যে বহুল প্রক্ষেপ দ্বারা এবং প্রথম পঞ্চ পুস্তক হইতে উদ্ধার সমূহ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং যিহোশূয়ের পুস্তকের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আরও আধুনিক সময়ে ছয়খানি পুস্তককে এক সূত্রে গ্রন্থন করত গ্রন্থষট্‌কে [Hexateuch] পরিণত করা হইয়াছিল তাহা ইহার

* দ্বিতীয় বিবরণ ৩১ (১-৮), ৩১ (৯-১৩), ৩১ (১৪-২৯), ৩১ (৩০-৩২ (৪৭), ৩২ (৪৮)—৩৩ (২৯), ৩৪।

সাহিত্যাংশ পরীক্ষা করিয়া সূক্ষ্মদর্শী সমালোকগণ স্বীকার করিয়াছেন।*

সাধারণতঃ এই পঞ্চ পুস্তক মোশি [Moses] লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এক্ষণে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীবর্ণিত ঘটনা ও বিষয়াবলীর তারিখ যে ক্রমানুসারেই লিখিত থাকুক না কেন, গ্রন্থকার বা সঙ্কলনকর্ত্তারা পুরাতন পুরাতন গ্রন্থপত্রাদিও কিছু কিছু পাইয়াছিলেন। পেণ্টাটিউকের বহুস্থলে এরূপ নির্দ্দেশ আছে যাহা হইতে জানা যায় যে মোশির বহু পরবর্ত্তীকালে ইহার অন্ততঃ বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছিল আর ঐ গ্রন্থপঞ্চকের

* "Some little time after the kernel (5-26, 28) was composed, it was enlarged by a second writer," who added passages of his own, "excerpts from J E. (1) the song (32 1-43) with its setting (31 16-22 32 44) Finally, at a still later date the whole thus constituted was brought formally into relation with the literary frame work of the Hexateuch as a whole, by the addition of the extracts from P.(2) (Driver, Deut, p. lxxvii.)"———Sacred Literature by Geo. L. Hurst.

(1) J—Jehovistic history. E—Elohistic history. JE—Popular history of Early Hebrews including both Jehovistic and Elohistic histories.

(2) Element of the Hexateuch based on excerpts from the Pentateuch symbolised as P. Viz :—Genesis 1 (1)—2 (4), 5 (1-28, 30-32), 28-29 and parts of Chap 6-17, 19, 21, 23, 25-29, 31, 33-37, 41, 46-50 ; Exodus 1 (1-5, 7, 13-14) and parts of Chap 2, 6, 7-9 ; Leviticus 1-16 and parts of Chap 23-25 ; Numbers 1-10 (1-28, 34), 33-36 and parts of Chap. 13-22, 25-32 ; Deut 39 (48-52) and 34 (17 8-9).

কোথাও এরূপ লেখা নাই যে গ্রন্থগুলি একমাত্র মোশিই লিখিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে যে মোশি ঘটনাবলীর কাহিনী ও প্রভু জিহোবার প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের নানা স্থানে এ কথা স্পষ্ট ভাবেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যিনিই তৎসমুদয় লিখুন না, মিসর সম্বন্ধীয় এবং মিস্র-দিগের আচার ব্যবহারাদির জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ ছিল; এবং সমসাময়িকদিগের মধ্যে এই জ্ঞান ও বহুদর্শন লাভের সুযোগ মোশি অপেক্ষা আর কাহারও ততটা ছিল না। পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। ইহার অন্তর্গত বহু তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক অনুসন্ধানদ্বারা, বিশেষতঃ পলেষ্টীয় অনুসন্ধান-সভার * প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম বা ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের এই প্রথম পাঁচখানি পুস্তক ইব্রীয় প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিমূল, এমন কি ইহা প্রামাণিক ইব্রীয় ইতিহাস বলিয়াই গ্রাহ্য। ইহার সমসাময়িক শিলালেখ, ভগ্নস্তূপ প্রভৃতি নিদর্শন যাহা অন্যান্য দেশের ধর্ম্মেতিহাসের বহু উপকরণ উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছে, এখানে তৎসমুদয়ের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয় এবং ইব্রীয় ইতিহাসের বহু প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলজনক তথ্যের জন্য অনুসন্ধিৎসুকে কাল্ডীয়, আসূরীয়, ফিলিষ্টীয় ও মিসরীয় ধর্ম্মেতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

* Palestine Exploration fund.

পেণ্টাটিউকের আধুনিক সমালোচকগণ স্থির করিয়াছেন যে উহাতে দুই শ্রেণীর লেখক বা রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, এক শ্রেণী পরমেশ্বরকে ইলোহিম, সংক্ষেপে ইল বা এল [Elohim, Il, * El, God Almighty] অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জন্মখণ্ডের ২ (৪) হইতে ৩ (২৪) পরিচ্ছেদাংশের বর্ণনায় পূর্ব্বাংশ হইতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এখানে বিংশতিবার জিহোবা বা ইলোহিম শব্দের ব্যবহার আছে। যাত্রাপুস্তকের মধ্যে এই উভয় নামের সংযোগও এক স্থানে দেখা যায়। শুদ্ধ ইলোহিম এই নামও তিনবার উক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দিগের প্রধান উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বরের এই নাম ছিল। অপর শ্রেণীর লেখক তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতাকে জিহোভা [Jehovah the Lord] অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বর (বাইবেলের ভাষায় "সদাপ্রভু") বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাই যে পরবর্ত্তী ইব্রীয়দিগের প্রধান দেবতার নাম তাহা যাত্রা-পুস্তকের † এক স্থান হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তথায় সদাপ্রভু (জিহোবা) মোশিকে বলিতেছেন "আমি অব্রাহামের নিকট ইস্‌হাকের নিকট এবং যাকোবের নিকট "এল্ শাদ্দাই" [El Shaddai—El Elohim] অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলাম কিন্তু আমার নাম যে "জিহোবা" [Jehovah] অর্থাৎ সদাপ্রভু তাহা তাহাদের জানা ছিল না।

* Assyrian tablets.

† Exodus VI. 3.

ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে তিনি মোশির নিকট প্রকাশিত হইবার পর জিহোবা বলিয়া পূজিত হন। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু এখনও সর্ব্বজনকর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। কাল্ডীয় পীঠিকার [Chaldean tablets] আবিষ্কর্ত্তা জর্জ্জ স্মিথ্ মহোদয় সাধারণতঃ এই মতেরই পোষক ছিলেন। আরও অনেক সূক্ষ্মদর্শীর ইহাই মত। তাঁহারা একবাক্যে বলেন, আদি গ্রন্থোক্ত সৃষ্টি বিবরণ* এবং যে সকল স্থানে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ ইলোহিম আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন তাহা প্রাচীনতম এবং এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর লেখক বা লিপির নির্দ্দেশক। তাহাকে ইলোহীয় ইতিহাস বলা যায়। যে বর্ণনায় ঈশ্বর সদাপ্রভু বা জিহোবা বলিয়া পূজিত তাহা অন্য এক শ্রেণীর লেখক বা লিপির নির্দ্দেশক। তাহা জিহোবীয় বলিয়া কথিত এবং তাহারও পরবর্ত্তি এক তৃতীয় শ্রেণীর লেখক বা লিপির পরিচয় পাওয়া যায় যথায় ইলোহিম ও জিহোবা এই দুই নাম মিলিত হইয়াছে। †

* It is generally conceded that the account of the creation is based upon two, if not more, documents or authors—the old called, from the designation of God as Elohim, "the Mighty," corresponding to the Il of the Assyrian tablets the Elohistic ; and the other, where God is denominated Jehovah or Yahuah, "the Lord" and called the Jehovistic. There is also a third, where both appellations are found together. The oldest of these is the Elohistic."—Rev. E. D. Price, F. G. S.

† History of Judaism and Christianity by G. T. Bettany, M. A. B. Sc. vide also Sacred Literature by George L. Hurst,

গ্রন্থ পঞ্চক বা পেন্‌টাটিউকের পর ষষ্ঠ প্রাচীনতম গ্রন্থ যিহোশূয়ের পুস্তক [Joshua] বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা ২৪টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ইহার আখ্যান বস্তু সংক্ষেপে এই,—

মোশির পর নূনের পুত্র যিহোশূয় ঈশ্বরের আদেশে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে লইয়া মোয়াব প্রান্তর হইতে লিবানোন পর্য্যন্ত এবং মহানদী ফরাৎ হইতে সূর্য্যাস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। সদাপ্রভু যেমন মোশির সহবর্ত্তী ছিলেন এখন হইতে যিহোশূয়ের সেইরূপ সহবর্ত্তী হইলেন। যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়দের অধিনায়ক হইলেন।

অনন্তর সদাপ্রভুর কৃপায় ইস্রায়েল-সন্তানগণ যর্দ্দন নদী পার হইয়া একে একে পশ্চিম দেশসমূহ এবং উত্তরদেশনিবাসী কনানীয়দের পিতৃ পুরুষদের কাছে যে সম্বন্ধে দিব্য করিয়াছিলেন সেই সমস্ত দেশ তিনি ইস্রায়েলকে দিলেন এবং তাহারা তাহা অধিকার করিয়া তন্মধ্যে বাস করিল। মোশি যে সকল গোষ্ঠীকে যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ দেশ সকলে বাস করাইয়াছিলেন এবং যাহাদিগকে যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়দিগের দ্বারা যর্দ্দনের পশ্চিম পারস্থ দেশসমূহ অধিকারার্থ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহারা যুদ্ধ শেষে স্বদেশ যাত্রা করিল; এবং যর্দ্দনের পশ্চিমদিকের দেশসমূহ অধিকার করিয়া ইস্রায়েলগণ বিভাগ করিয়া লইল। এইরূপে সদাপ্রভু ইস্রয়েলকে তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত শত্রু হইতে বিশ্রাম দিলে বহু কালের পর যখন যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গত বয়স্ক হইলেন তখন তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে, অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীনবর্গ, অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্ত্তৃগণ ও শাসকগণকে ডাকাইয়া তাহাদের প্রতি অনেক প্রবোধবাক্য কহিলেন, সদাপ্রভুর আদেশ ও নিয়মসমূহ স্মরণ

করাইয়া দিলেন, সদাপ্রভুর সেবায় নিষ্ঠাবান হইতে অনুরোধ করিলেন এবং ঐ সকল কথা ঈশ্বরের ব্যবস্থা-গ্রন্থে লিখিলেন এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর লইয়া সদাপ্রভুর ধর্ম্মধামের নিকটবর্ত্তী এলা বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া বলিলেন এই প্রস্তরখানি আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হইবে।

এই সকল ঘটনার পর যিহোশূয় ১১০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। যিহোশূয়ের মরণের পর যে সকল প্রাচীন ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, তাঁহাদেরও জীবনকালে ইস্রায়েলগণ সদাপ্রভুর সেবা করিল।

যিহোশূয়ের এই পুস্তক লইয়া গ্রন্থষট্ক [Hexateuch] সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ষষ্ঠ গ্রন্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সেই সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে যখন তাহারা প্যালেষ্টাইনের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করিয়া * তাহা আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল † এবং যিহোশূয়ের বিচার মান্য করিয়া তাঁহারই অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ‡ এই পুস্তকের উপদেশগুলি বিচার করিয়া দেখিলে ইস্রায়েলীয়দিগের দিগ্বিজয়ের দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। একটি এই যে ইস্রায়েলীয়দের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী স্ব স্ব প্রচেষ্টার দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যর্দ্দনের পশ্চিম-পারস্থ দেশসমূহ আংশিকভাবে অধিকার করিয়াছিল এবং অন্যটি এই যে যিহোশূয়ের অধি-

* যিহোশূয়ের পুস্তক ১-১২।

† যিহোশূয়ের পুস্তক ১৩-২১।

‡ যিহোশূয়ের পুস্তক ২২-২৪।

নায়কত্বে সমস্ত ইস্রায়েলসন্তানগণ সমবেত প্রচেষ্টাদ্বারা সমুদয় জাতিকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম কাহিনীই প্রাচীন ইতিহাসমূলক। বৈজ্ঞানিক সমালোচকগণ বলেন, এই পুস্তকখানি সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে সমাপ্ত হয় নাই।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর যিহূদা ইস্রায়েলসন্তানগণের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে একে একে প্রাচীনগণের মৃত্যু হইলে, নূতন বংশ উৎপন্ন হইল। ইহারা সদাপ্রভুকে জানিত না এবং ইস্রায়েলের জন্য তাঁহার কৃত কার্য্যসমূহ জ্ঞাত ছিল না। তাহারা সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই কদাচারী হইল এবং তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিল। তাহারা বালদেবের ও অষ্টারোৎ দেবীর সেবা করিত। তাহার ফলে তাহারা নানাপ্রকারে উত্যক্ত ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কদাচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কঠোর শাস্তি পাইতে লাগিল তথাপি চৈতন্য হইল না। সদাপ্রভু কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিলেন না। পরে অবীমেলক ইস্রায়েলের উপর তিন বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিলেন। তাহার পর ইষাখরবংশীয় তোলয় ইস্রায়েলের নিস্তারার্থ উৎপন্ন হইলেন। এবং এইরূপে এক এক জন বিচারকর্ত্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। কিন্তু ইস্রায়েলসন্তানগণ পুনঃ পুনঃ ভ্রষ্টাচার করিতে ছাড়িলনা। তৎকালে অচ্ছিন্নত্বক পলেষ্টীয়গণ ইহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। শেষে ইফ্রয়িমীয় ইল্‌কানার পুত্র সদাপ্রভুর পরিচর্য্যাকারী শমূয়েল ও তাঁহার পুত্রগণ তাহাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন। শমূয়েল

বৃদ্ধ হইলে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ শমূয়েলকে কহিলেন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আপনার পুত্রেরা আপনকার পথে চলে না, অতএব অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করিতে আপনি আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন। তাহাতে সদাপ্রভুর আদেশে শমূয়েল বিন্যামীনবংশীয় শৌলকে রাজা করিলেন। শৌল ৩০ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া পলেষ্টীয় ও অন্যান্য বিপক্ষগণকে স্বীয় বীর্য্যবলে বশীভূত করিলেন, কিন্তু শৌল উত্তরকালে ঈশ্বরের নিয়ম অবহেলা করিবার জন্য সদাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন এবং পলেষ্টীয়দের হস্তে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইস্রায়েল-রাজ্য, যিরূশালেম ও যিহূদা রাজ্যের বিনাশ হইল। তখন সদাপ্রভু যিশয়ের পুত্র ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দায়ূদকে রাজা করিলেন। তিনি ৩০ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া পলেষ্টীয় শমরীয় প্রভৃতিকে জয় করিয়া ৪০ বৎসর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজত্ব করিলেন। দায়ূদের পর তৎপুত্র বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ শলোমন রাজা হন। শলোমনের রাজত্বকালে ইস্রায়েলীয়গণ সুখী হইল। তাঁহার সময়ে রাজ্য মহাঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল।

শলোমনের অধিকারে স্বর্ণের বাহুল্যজনিত রৌপ্য গণনার মধ্যে আসিত না, ঐশ্বর্য্যে ও জ্ঞানে শলোমন রাজা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজার মধ্যে প্রধান হইলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে এরূপ জ্ঞানী করিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্ঞানের উক্তি শ্রবণ জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিতেন। শলোমন রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিনে যিরূশালেমে মোরিয়া পর্ব্বতে সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। গৃহের দীর্ঘতা ৬০ হস্ত ও প্রস্থতা ২০ হস্ত করা হইল আর গৃহের প্রস্থতানুসারে ২০ হস্ত দীর্ঘ ও ১২০ হস্ত উচ্চ এক বারাণ্ডা গৃহের সম্মুখে নির্ম্মিত হইল, তাহার ভিতর নির্ম্মল

স্বর্ণে মণ্ডিত হইল। বৃহৎ গৃহের গাত্র উত্তম স্বর্ণমণ্ডিত দেবদারু কাষ্ঠে আবৃত ও মূল্যবান্ প্রস্তরে অলঙ্কৃত হইল। কড়িকাষ্ঠ, গোবরাট, ভিত্তি ও কবাটও স্বর্ণে মোড়া হইল। মন্দির মধ্যে যে পবিত্র গৃহ নির্ম্মিত হইল তাহা দীর্ঘে ২০ হস্ত ও প্রস্থে ২০ হস্ত হইল, তাহা ছয় শত মন উত্তম স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইল। প্রেকের স্বর্ণ পরিমাণ পঞ্চাশ শেকল। উপর তলের কক্ষসমূহও স্বর্ণমণ্ডিত হইল। গৃহের পক্ষসমূহ ও গৃহের সম্মুখে ৩৫ হস্ত উচ্চ দুই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। ২০ হস্ত দীর্ঘ, ২০ হস্ত প্রস্থ ও দশ হস্ত উচ্চ এক পিত্তলময় যজ্ঞবেদি এবং ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্রপাত্র নির্ম্মিত হইল। ঐ পাত্রের এক কানা হইতে অন্য কানা পর্য্যন্ত ১০ হস্ত, পরিধি ৩০ হস্ত ও উচ্চতা ৫ হস্ত। উহা ১২টী গোরুর উপরে স্থাপিত, প্রতি দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনটী করিয়া গোরু, সকলের পশ্চাদ্ভাগ পাত্রের তলদেশে কেন্দ্রীভূত। পাত্রটি চারি অঙ্গুলি পুরু। তাহার কানা শোষণ পুষ্পাকার পানপাত্রের কানার ন্যায় ছিল, তাহাতে তিন সহস্র মণ জল ধরিত। উহা যাজকদের স্নানার্থ ছিল। হোম বলি-দানের সামগ্রী প্রক্ষালনার্থ ৫টি দক্ষিণে ৫টি বামে রাখিবার দশটি প্রক্ষালন পাত্র, ১০টি স্বর্ণময় দীপাধার ও ১০খানি মেজ এবং ১০০ স্বর্ণময় বাটি, স্থালী, হাতা, ত্রিকণ্টক শূল ও অন্যান্য পাত্র সমূহ নির্ম্মিত হইল। আর যাজকদের প্রাঙ্গণ বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও পিত্তল মণ্ডিত কবাটযুক্ত প্রাঙ্গণদ্বার নির্ম্মিত হইল।

এত সংখ্যক পাত্র নির্ম্মিত হইল যে পিত্তলের পরিমাণ নির্ণয় করা গেল না। কিন্তু ঈশ্বরের গৃহের জন্য সমস্ত সামগ্রী, স্বর্ণময় বেদি, দর্শনীয় রুটী রাখিবার মেজ, বাণীস্থানের সম্মুখে যথাবিধি জ্বালাইবার জন্য নির্ম্মল স্বর্ণের দীপবৃক্ষসকল ও প্রদীপসকল এবং স্বর্ণময় পুষ্প, প্রদীপ, চিমটা, কর্ত্তরী, বাটী, চমস ও অঙ্গারপাত্র, গৃহদ্বার মহাপবিত্রস্থানের ভিতরের

কবাট ও মন্দিরের কবাট স্বর্ণে নির্ম্মিত হইল। এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে যথাবিধানে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং তথায় ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে দায়ুদনগর অর্থাৎ সিয়োন হইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক সমাগমের তাম্বু ও তন্মধ্যস্থ পবিত্র পাত্রসমূহ লেবীয়গণ কর্ত্তৃক আনীত হইল। নিয়মসিন্দুক গৃহের মহাপবিত্র বাণী-স্থানে স্থাপিত হইল। সেই সিন্দুকের মধ্যে হোরেবে মোশি যে দুইখানি প্রস্তরফলক তন্মধ্যে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ মিশর হইতে নির্গমনকালে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত সদাপ্রভুর কৃত যে নিয়মপত্র হইয়াছিল মাত্র তাহাই ছিল। অতঃপর গীত বাদ্য ও মহাউৎসবের মধ্যে মন্দিরে সদাপ্রভুর আবির্ভাব হইল। *

রাজা শলোমন যিরূশালেমে ৪০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর দেহ-ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিষয় নাথন ভাববাদীর পুস্তকেও শীলোনীয় অহিয়ের ভাববাণীর্তে লিখিত আছে।

শলোমনের পুত্র রহবিয়াম, তৎপুত্র অবিয়াম এবং এইরূপে পুরুষানু-ক্রমে আসা, যিহোশাফট, যিহোরাম, রাজা হইলেন, যিহোরাম ভ্রষ্টাচারী হওয়ায় সদাপ্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। পলেষ্টীয় ও আরবীয়রা যিহূদার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া যেরূশালেমের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাজার সম্পত্তি, পুত্র ও স্ত্রীগণকে লইয়া গেল। রাজা উৎকট পীড়ায় মরিলেন। তৎপুত্র অহসিয়, তৎপুত্র যোয়াশ এবং পরে পরে অমৎসিয়, উষিয়, যোথম, আহস রাজা হইলে তৎপুত্র হিষ্কিয় রাজা হইলেন। তাঁহার বৃত্তান্ত ও সাধুকার্য্য আমোশের পুত্র যিশায়াহ (Issiah) ভাববাদীর দর্শন পুস্তকে লিখিত আছে। হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি ও তৎপুত্র আমোন

* বংশাবলী (chronicles) দ্বিতীয় খণ্ড ৩—৫।

এবং তৎপুত্র যোশিয় পরে পরে রাজা ছিলেন। যোশিয় ৮ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া ৩১ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের পথে চলিতেন। তিনি উচ্চস্থলী ও আশেরা-মূর্ত্তি, খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া যিহূদা ও যিরূশালেমকে শুচি করিতে লাগিলেন তাহার সাক্ষাতে লোকেরা বালদেবগণের যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তিনি তদুপরি স্থাপিত সূর্য্য প্রতিমা ছেদন করিলেন ও তাহাদের যজ্ঞ-বেদির উপর যাজকদের অস্থি দগ্ধ করিলেন। তিনি সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে সদাপ্রভুর পূজা হোমবলি প্রভৃতি আনুষ্ঠাণিক কর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত ও সাধুকার্য্য আমোনের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদীর পুস্তকে লিখিত আছে। যোশিয় রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে যিরূশালেমের মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া তাহাকে অধিক সম্পন্ন করিলেন ও সদাপ্রভুর সেবাকার্য্যের অধিক সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণকে লইয়া নিস্তার পর্ব্ব ও সাতদিন তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব এরূপ সমারোহে পালন করিলেন যে শমূয়েল ভাববাদীর সময়াবধি এপর্য্যন্ত সেরূপভাবে পালিত হয় নাই। পরে মিশররাজ নখো ফরাৎ নদীর নিকট কর্কমীশে যুদ্ধ-করিতে আসিলে যোশিয় তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে যোশিয় আহত হইয়া ফিরিলেন ও রাজধানীতে আসিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। যিরমিয় (Jeremiah) যোশিয়ের জন্য বিলাপ গীত রচনা করিলেন ও সেই গীত বিলাপ সংহিতাভুক্ত হইল। এখনও তাহা প্রচলিত আছে।

যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস রাজা হইলেন। মিশররাজ যিরূশালেমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ইলীয়াকীমকে যিহূদা ও যিরূ-

শালেমের উপরে রাজা করিলেন ও তাহার নাম যিহোয়াকীম রাখিলেন এবং নখো ও তাঁহার ভ্রাতা যিহোয়াহসকে ধরিয়া মিশরে লইয়া গেলেন। যিহোয়াকীম রাজা হইয়া আপন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতে লাগিলেন। তিন মাস দশদিন রাজত্ব করিলে পর বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর যিরূশালেমে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ও সদাপ্রভুর গৃহস্থিত মনোরম পাত্রসকল বাবিলে লইয়া গেলেন, আর তাঁহার পিতৃব্য সিদিকিয়কে যিহূদা ও যিরূশালেমের উপর রাজা করিলেন। সিদিকিয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন। তিনি নবূখদ্‌নিৎসর রাজার বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। প্রধান যাজকেরা ও প্রজারা অত্যন্ত ভ্রষ্টাচারী হইয়া উঠিল ও যিরূশালেমের মন্দির অশুচি করিল। এই সময় কাল্‌দীয়দের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া যুবা বৃদ্ধ যুবতী জরাজীর্ণ সকলকে বধ করিলেন, ঈশ্বরের গৃহের ছোট বড় সমস্ত পাত্র, মন্দিরের ধনকোষসকল এবং রাজা ও অমাত্যগণের ধনকোষ সমুদয় বাবিলে লইয়া গেলেন, আর তাঁহার লোকেরা ঈশ্বরের গৃহ দগ্ধ করিল; যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন করিল, অট্টালিকাসমূহ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল। পরিশেষে তিনি খড়্গ হইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে বাবিলে লইয়া গেলেন; তাহাতে পারসীক রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত লোকেরা তাঁহার ও তাঁহার সন্তানদের দাস থাকিল। সত্তর বৎসর পরে পারস্য-রাজ কোরসের মনে ঈশ্বর প্রবৃত্তি দিলে তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন যে স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি যিহূদাদেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইবার ভার আমাকে দিয়াছেন।

অতঃপর পারস্যরাজ কোরসের অনুমতিতে যিহূদীগণ যাহাদিগকে বাবিলরাজ, নবূখদ্‌নিৎসর বাবিলে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহারা

যিরূশালেমে ও যিহূদাতে আপন নগরে ফিরিয়া আসিল। এবং সাত মাস পরে মোশির বিধানানুসারে সকল ইস্রায়েল-সন্তান যিরূশালেমে একত্র হইয়া হোমীয় বলি উৎসর্গ করণার্থ ঈশ্বরের যজ্ঞ-বেদি ও মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিল। বাবিল হইতে প্রত্যাগত ভাববাদী ইষ্রা ও নহিমিয় লোকের মনে এই প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। বাবিলরাজ কোরস নবূখদ্‌নিৎসর গৃহীত যাবতীয় পাত্রাদি যিরূশালেমে ফিরাইয়া দিলেন। নির্ম্মাণ কার্য্যে মধ্য অবস্থায় শমরীয়গণ বিঘ্ন উৎপাদন করিল কিন্তু নির্ম্মাণ কার্য্যে উদ্যোগিগণ তখন বাবিলরাজ দারিয়াবস রাজার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলে তিনি মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সত্বর সমাধা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং বিহিত সাহায্য দান করিলেন। দারিয়াবস রাজার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের যজ্ঞ-বেদী ও মন্দির সমাপ্ত হইল। এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাজকগণ লেবীয়গণ ও নির্ব্বাসিত লোকদের অবশিষ্ট সন্তানগণ পরমানন্দে ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে যিরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মিত হইল এবং মোশিলিখিত ব্যবস্থামত কার্য্য পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল। বহুকাল যিহূদীজাতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

ক্রমে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে পাপ প্রবেশ করিলে তাহাদের অজ্ঞানতা, দুষ্টতা, ব্যাভিচার, চঞ্চলতা, ভক্তিহীনতা, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইল। তাহাদিগকে নানাপ্রকার ক্লেশের মধ্য দিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সদাপ্রভু কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের পরিত্রাণের পূর্ব্বাভাস দান করিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিয়াছ তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে? আর তিনি দর্শন

দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? দেখ, সদাপ্রভুর মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকট এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব। সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয় ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাইবে; পাছে আমি আসিয়া পৃথিবীকে অভিশাপ দ্বারা আঘাত করি।"

প্রথম পাঁচখানি গ্রন্থে [Genesis to Joshua] সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কনানদেশে উপনিবেশ স্থাপন পর্য্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর যিহূদার অধিনায়কত্বের কাল অবধি ইস্রায়েল-সন্তানগণের ইতিহাস ও মনুষ্যের পরিত্রাণার্থ মশীহের আগমন বিষয়ক ভাব-বাণী পর্য্যন্ত ইতিহাস গ্রন্থষট্‌কের [Hexateuch] পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত আছে। সেই সমুদয় পুস্তক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা,—

(১) পুস্তকষট্‌ক [Hexateuch] ব্যতীত অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ—

বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ (Judges), রূৎ (Ruth), ১ শমূয়েল (Samuel I), ২ শমূয়েল (Samuel II), ১ রাজাবলী (Kings I), ২ রাজাবলী (Kings II), ১ বংশাবলী (Chronicles I), ২ বংশাবলী (Chronicles II), ইষ্রা (Ezra) নহিমিয় (Nehemiah), ইষ্টের (Esther).

(২) ভাববাদিগণের পুস্তকাবলী—

যিশায়াহ (Isaiah), যিরমিয় (Jeremiah), যিহিষ্কেল (Ezekiel), হোশেয় (Hosea), যোয়েল (Joel), আমোষ (Amos), ওবদিয়

(Obadiah) যোনাহ্ (Jonah), মীখা (Micah) নহূম (Nahum) হবক্কূক (Habakkuk), সফনিয় (Zephaniah), হগয় (Haggai), সখরিয়া (Zechariah), মালাখি (Malachi),

(৩) কাব্য গ্রন্থাবলী বা ছন্দোবদ্ধ রচনাবলী—

গীতসংহিতা (The Book of Psalm), বিলাপ (Lamentations), পরম গীত (Canticles), ইয়োব (Job).

(৪) জ্ঞান গ্রন্থাবলী [The Books of "Wisdom"]—

হিতোপদেশ (Proverbes), উপদেশক (Ecclesiastes), দানিয়েল (Daniel).

প্রথম ছয়খানি এবং পরবর্ত্তী এই চারি শ্রেণীর ক্ষুদ্র বৃহৎ ৩৩ খানি প্রাচীন ইব্রীয়দিগের ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস। এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ [Judges]—

এই গ্রন্থে ১৩ জন নায়কের বৃত্তান্ত আছে। ইহারা যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর ইস্রায়েলের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ভূমিকার আদি অংশ কনানদেশ অধিকারের প্রাচীন খণ্ড খণ্ড বিবরণের সংকলন। তৎসমুদয় যিহোশূয়ের আখ্যানের অনুরূপ। অপরাংশ বিচারকদিগের সমসাময়িক সাধারণ ইতিবৃত্ত। ইস্রায়েল সন্তানগণ কৃত পাপ ও দেশে শান্তি স্থাপন ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। শমূয়েল প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মূলে একই পুস্তক। ইহা শমূয়েলের শাসনাধীন কৃতোপনিবেশ ইস্রায়েল সন্তানগণের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পুস্তক। শমূয়েল ইহাদিগকে শৌলের

(Saul) একচ্ছত্র রাজ্যশাসনে শাসিত হইবার উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে একাধিক লোকের কৃতিত্ব নিদর্শন আছে। ইহার তিনটি প্রধান বিভাগ যথা,—রাজশাসন প্রবর্ত্তন [১ (১-১৪)], শৌল ও দায়ুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা [১ (১৫-৩১)], দায়ুদের রাজত্ব [২ (১-২০)] এবং তাহার পরিশিষ্ট ভাগ [২ (২১-২৪)]। ইহাও একজন ঐতিহাসিকের লেখা নহে। ইহা ইব্রীয়দিগের ইতিহাস সঙ্কলন ও সম্পাদনের ধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা খৃঃ পূঃ নবম হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। পরিশিষ্ট ভাগ সম্পাদকগণের পরবর্ত্তী সংযোজনা।

রাজাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড [Kings I and II]—

রাজা দায়ুদের সময় হইতে ৫৬২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলীয়দের ঐশ্বর্য্য-কাহিনী। সলোমনের জীবনচরিত ও শাসনেতিহাস প্রথম খণ্ডের প্রথম একাদশ পরিচ্ছেদের বর্ণিত বিষয়। তাহার সমসাময়িক খণ্ডরাজ্যগুলির ইতিবৃত্ত প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এবং যিহূদার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের পরবর্ত্তী আটটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতন ধর্ম্ম নিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে রাজাবলী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং অনেকাংশে প্রমাণসিদ্ধ। যে সকল উপকরণের প্রমাণে ইহা সঙ্কলিত তাহা ইহার স্থানে স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। *

বংশাবলী ১ম ও ২য় পুস্তক [Chronicles I and II],—

আদম হইতে পারস্যরাজ কোরসের (Cyras) রাজত্বের প্রথম বৎসর অর্থাৎ ৫৪৯ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস। গ্রন্থকার

* ১—১১ (৪১), ১৪ (১৯), ১৪ (২৯) ইত্যাদি।

পুরাতন মালমসলা লইয়া ইহাকে একটি আদর্শ উপন্যাসে পরিণত করিয়াছেন। ইহার ভাষা, ভাব ও বিশেষ বিশেষ উল্লেখাদি বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলেন ইহা ৩০০ হইতে ২৫০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে লিখিত।

ইষ্রা ও নহিমিয় [Ezra and Nehemiah]—

মূলে একই গ্রন্থ ছিল এবং সম্ভবতঃ বংশাবলীর তৃতীয় খণ্ড ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার বর্ণনাভঙ্গী রাজাবলীর রচনাপারিপাট্যের সদৃশ এবং দুইখানির মধ্যেই একই ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত দেখা যায়।

রূথ ও ইষ্টের [Ruth and Esther]—

এই দুইখানি অবশিষ্ট ঐতিহাসিক রচনা। রূথ একখানি সুন্দর গ্রাম্যগীতি এবং সম্ভবতঃ ইষ্রা, নহিমিয়প্রোক্ত সংস্কারের প্রতিবাদ। ইষ্টের সমালোকদিগের মতে ইহা ইব্রীয় ইতিহাসমূলক গল্পের দৃষ্টান্ত স্থল।*

ভাববাদিগণের পুস্তকাবলী [Prophets]—

এই সকল গ্রন্থের ভাবোক্তিসমূহ নিম্নলিখিত ভাবে কালানুক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে ;—

১। অসূরীয় যুগের ভাববাদী আমোষ ৭৬০ হইতে ৭৫০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে আবির্ভূত হন। তিনি যিহূদীয় মেষপালক ছিলেন।

*"An example of Jewish story founded upon one of those semi historical incidents of which the Persian chronicles seem to have been full".—Quoted by G. L. Hurst in "Sacred Literature".

তিনিও তাঁহার দুইটি বক্তৃতা (৩-৬), পাঁচটি দর্শন (৭-৯), বৈথেলের ধর্ম্মধাম হইতে তাঁহার নির্ব্বাসন ও যিহুদাদেশে পলায়ন [৭ (১০-১৭)] এবং ইস্রায়েলের দুর্ব্বিপাক সম্বন্ধীয় ভাববাণী গ্রন্থগত করেন। তাঁহার পর ৭৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ মধ্যে হোশেয় আবির্ভূত হন। তিনি উত্তরস্থ রাজ্যের অধিবাসী। হোশেয় স্বগৃহচরিত হইতে আরম্ভ করিয়া পৌত্তলিকতার ফলে ধর্ম্মের বিকারজনিত জাতীয় অধঃপতনের চিত্র ও তাহার ভাবী পরিণাম বিবৃত করিয়াছেন। আমোষের পুত্র যিশায়াহ (Isaiah I) ৭৪০—৭০০ খৃঃ পূঃ অব্দ মধ্যে আবির্ভূত হন, ইনি যিরূশালেমের দেশভক্ত প্রজা ছিলেন। বহুভাববাণী সম্ভবতঃ বহু ব্যক্তির রচনা ইঁহারই নামে প্রচলিত আছে। ইঁহার পুস্তক দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বভাগ, নির্ব্বাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১-৩৯) ঘটনাবলী বিভিন্ন লেখকগণের পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ইস্রায়েলের পাপ ও তাহার ভয়াবহ পরিণামসম্বন্ধীয় ভাবোক্তি ও প্রত্যাদেশ, অশূরীয়দের পতন, মশীহের আগমনবিষয়ক দর্শন এবং রাজা হিষ্কিয়ের * জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে (৪০-৬৬) বাবিল হইতে ইস্রায়েলের নিস্তার, বাবিলে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ এবং মশীহের (ত্রাণকর্ত্তা) আগমনসম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহার ১৬টি পরিচ্ছেদ (৪০-৫৫) স্বতন্ত্র ভাববাদীর (দ্বিতীয় যিশায়াহ) উক্তির নিদর্শন। ইহাতে মশীহের কথা ও প্রজাগণের প্রতি সান্ত্বনা বাক্যই প্রধান ভাবোক্তি। পরবর্ত্তী একাদশটি পরিচ্ছেদ (৫৬-৬৬) ভিন্ন ভিন্ন ভাববাদীর সংগ্রহ। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের মতে ৪০ হইতে ৬৬ পরিচ্ছেদাংশ ৫৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বের রচনা

* Hezekiah King of Judah.

হইতেই পারে না। সুতরাং পুস্তকের অন্যান্য অংশ দুই শতাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বকালের রচনা। ৭৩৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত মীখার ভাববাণীর প্রধান বিষয় সমরীয়ার পতন (৭২১ খৃঃ পূঃ); যিহূদারাজ্যের পতন এবং তাহার ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইহার প্রথম তিন পরিচ্ছেদের বিষয় পরবর্ত্তী দুই পরিচ্ছেদে পুনরুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দুই পরিচ্ছেদের বিষয় (৬-৭ (৬)) মীখার জীবনীর সহিত সম্বন্ধহীন। অবশিষ্টাংশ সম্ভবতঃ ৬৮৬-৬৪১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের বিষয়। সফনিয়া রাজবংশীয় ভাববাদী। ৬২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আবির্ভূত হন। ইনি সম্ভ্রান্ত সমাজের দোষ সমূহের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। নহূমে নিনেভার (Nineveh) অবরোধ ও লুণ্ঠন উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় চিত্রবৎ বর্ণিত হইয়াছে। নহূমের আবির্ভাবকাল ৬০৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। ২। কালদীয় যুগের ভাববাদিগণ,—যিরমিয় ৫১টি পরিচ্ছেদে স্বীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা ইহার জীবনচরিত কিন্তু ইহার কোন অংশই উক্ত ভাববাদির লেখা বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহার আবির্ভাবকাল ৬২৬-৫৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। বহু সম্পাদকের কৃতিত্ব নিদর্শন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনুমান ৬০৬ হইতে ৬০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে ভাববাদী হবক্কূকের আবির্ভাব হয়। কাল্‌দীয় দৌরাত্ম্যে সদাপ্রভু জিহোবার অভিসম্পাৎ ও দর্শকের ভাববাণী ও তৎকর্ত্তৃক সদাপ্রভুর স্তুতি গান ইহার বর্ণনীয় বিষয়। ইহার পরবর্ত্তী ভাববাদী যিহিষ্কেলের রচনাকাল ৫৯৩ হইতে ৫৭৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইখানি আদ্যোপান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা প্রকৃতপক্ষে যাজকীয় আদর্শের ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষের ইতিহাস। ৩। পারসীক যুগের ভাববাদিগণ—পূর্ব্বোক্ত প্রথম যিশায়াহ। যিশায়াহ পুস্তকের কোন কোন অংশ [১৩-১৪, ২১ (১-১০), ৩৪-৩৫] দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় যিশায়াহ। যিশায়াহ

গ্রন্থের ৪০-৬৬ পরিচ্ছেদাংশ ইহার আবির্ভাবকাল ৫৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। হগয় ৫২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের রচনা। ইহা সমরীয় ও পারসীকদিগের দ্বারা এবং অন্যান্য প্রকারে প্রদত্ত বাধাবিঘ্ন হেতু ১৬ বৎসরের জড়তার পর যিরূশালেমের মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রত্যাগত ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রতি উৎসাহ দানের বিবরণ। সখরিয় পুস্তকে প্রথম অষ্ট পরিচ্ছেদের ভাবোক্তি হগয়ের সমসাময়িক রচনা এবং মালাখিতে পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মবিচ্যুতি ও ভক্তি হীনতার নিন্দাবাদ। কিন্তু তিনজনেরই উক্তির মধ্যে মিল আছে। ইহা ৪৬০ হইতে ৪৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের রচনা। (৪) যিহূদা ও যিরূশালেমের পুনরুদ্ধারের পরবর্ত্তীকালের ভাববাদিগণ,—যোয়েল ভাববাদির পুস্তক সদাপ্রভুর ধর্ম্মোপদেশমূলক। যোনাহ্ একখানি লোকপ্রচলিত পৌরানিক বীররচিত। ওবাদিয়া ইদোমের পতন সম্বন্ধীয় ভাববাণী। যিশায়াহ ২৪ হইতে ২৭ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিচার সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ পুস্তক এবং সখরিয় ‡ ৯-১৪ পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সময়ের

* "The second Isaiah or "Great unknown" who wrote part of the book of Isaiah in the period of the Babylonish Exile of the Jews in the sixth century B. C. when as the prophet writes Jerusalem and the Temple were in ruins, the Babylonian empire was apparently secure, and the Exiles were in despair or indifferent thinking God had forgotten them, supposed to have been written bet. 549-538 B. C. during which cyrus was growing in success and fame. Comfort is proclaimed for the people of Jehovah."—Bettany.

‡ "In Zechariah we find the Messianic principles renewed and amplified, Zion is bidden to rejoice : 'Behold thy king cometh unto thee ; He is just, and saved ; afflicted, and riding upon an ass, even upon a colt, the foal of an ass ; and a great future is predicted for his people'. Latter is a prophecy of the domination of foreign king over Israel through native princes. Jerusalem will be destroyed and the

ভবিষ্য দর্শনের সংগ্রহ, যাহা প্রকৃতপক্ষে ভাববাণীর যুগের অবসান সূচিত করে। সখরিয় হগয় এবং মালাখি—তিনজনেই একজন দূতের আগমনের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন "যিনি আসিয়া তাহাদের বাঞ্ছিত ত্রাণকর্ত্তার আগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। সকলেই আশা করিয়াছিলেন ভাববাদী ইলাইজা তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইবেন যিনি সদাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে মানবকে সুপথের পথিক করিয়া দিবেন; পাছে তিনি আসিয়া পৃথিবীকে দারুণ অভিসম্পাতে দণ্ডিত করেন।" এইভাবে ধর্ম্মনিয়মসম্বন্ধীয় পুস্তক (Old Testament) সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্য গ্রন্থাবলী বা ছন্দোবদ্ধ রচনাবলী [The Poetical Books]—

সকল জাতির প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় হিব্রু ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি ছন্দোবদ্ধ। তাহার নিদর্শন জন্মখণ্ড বা আদিপুস্তক ৪ (২৩-২৪), ৯ (২৫-২৭), ১৬ (১১-১২), ২৫ (২৩), ২৭ (২৭-২৯), গণনা পুস্তক ২ (৬-৮), ২১ (১৭-১৮), ২৩ (৭-১০), ২৪ (৩-৯, ১৫-২৪), বিচার কর্ত্তৃগণের বিবরণ, ৫, ১৪ (১৪-১৮), যিশায়াহ ২৩ (১৬), ৬৫ (৮) ১ শমূয়েল ২৫ (৪-৬), এবং ২ শমূয়েল ১৩ (২৩-২৫) প্রভৃতি স্থলে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের (old Testament) বিশুদ্ধ কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গীতসংহিতা * যাহা যিরূশালেমের মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর

people dispersed into all lands. At another time they shall look upon Me (or Him) whom they have pierced, and they shall mourn for Him, as one mourneth for his only son."—Bettany.

* The Psalm is called the Biblle within the Bible c. f. গীতা। সমামখ্যাত এডওয়ার্ড আর্ভিং উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া-

সঙ্কলিত হইয়াছিল গীত (১-৪১) নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ৫৩৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে কোরহের গীত (৪২-৪৯) ও আসফের গীত (৫০, ৭৩-৮৩) একত্রে সম্পাদিত এবং কোরহসন্তানদের সঙ্গীত (৮৪-৮৯) সংযোজনার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইবার পর বহু বিচ্ছিন্ন সঙ্গীত (৯০-১৫০) ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এবং নির্ব্বাসনের পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত রচনা খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী হইতে তৃতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্বাপর সমস্ত রচনাবলী একখানি গ্রন্থের আকারে সম্পাদিত হইয়া গীতসংহিতা নামে অভিহিত হয়। ইহাতে পুনর্জ্জন্মের বিশেষ উল্লেখ নাই, কিন্তু কোন কোন গীতে মৃত্যুর পর মানবের সত্তাভাব কল্পিত হইয়াছে। মৃত্যু হইলে ঈশ্বরের স্মৃতি বা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের উপায় থাকে না। অন্যত্র [গী সং ১৭ (১৫), ৪৯ (১৫), ৭৩ (২৪)] ধর্ম্মাত্মার সুখ কল্পিত হইয়াছে এবং

হেন "আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে ইহার ন্যায় অমৃত আর নাই।" বিশপ পেরোঁ (Bishop Perowne) বলিয়াছেন,—"Nowhere in the Psalms are the redemption of the world and Israel's final glory bound up with the coming of the Messiah. The advent to which Israel looks forward is the Advent of Jehovah. It is He who is Israel's true King. It is His coming which shall be her redemption and her glory." ক্যালভিন্ ৭২ সংখ্যক গীতের টীকায় লিখিয়াছেন—"They who will have this to be simply a prediction of the Kingdom of Christ seem to tw the words very violently." বেট্টানী (Bettany) বলেন—"We may here give the messianic foreshadowings from the Psalms given in the New Testament. xxii-18 (John xiii, 18); xxxiv 20 (John xix. 36). xli. 9 (John xiii. 18) lxix·10 (Rom. xv.3); lxix.21 (John xix.28) অধিকন্তু "In Ps. xxxv.11 we have a foreshadowing of the false testimony against Jesus; in Ps. xxii. 7-8; lxix-12 of the revilings; in Ps. xxii.16, of the piercing of the hands and feet, in Ps lxix.21 of the offering of the gall and vinegar". (Cheyne).

ঈশ্বর বিচার পূর্ব্বক সাধুকে পুরস্কৃত ও দুষ্কৃতদের দণ্ড বিধান করিবেন বলিয়া উক্ত বিলাপ কাব্য ৫৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কাল্‌দীয়গণ কর্ত্তৃক যিরূশালেম লুণ্ঠন উপলক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঁচটি কবিতায় একখানি কোষকাব্য। ধর্ম্মালয়ে যে সঙ্গীত গান করা হয় এবং যাহা শলোমনের গীত বা পরম সঙ্গীত বলিয়া উক্ত হয়, তাহা বহু পরবর্ত্তী কালের রচনা এবং কয়েকটি পরিণয় সঙ্গীতের সমষ্টি। ইহার সঙ্গীতগুলি চারি অঙ্কের নাট্যাকারে সাজাইলে ইহা প্রকৃতপক্ষে একখানি গীতনাট্যে পরিণত হয় *।

ইয়োবের বিলাপ একখানি ক্ষুদ্র চম্পূকাব্য। ইহার কিয়দংশ [.-২ ৩২ (১-৬), ৪২ (৭-১৭)] গদ্য। প্রারম্ভিক গদ্যাংশের (১-২) পরই ইয়োবের বিলাপ (৩), তাহার পর তিনটি উক্তি প্রত্যুক্তিতে [৪ (১৪), ১৫-২১, ২২-৩১]। ইয়োবের বাক্য সমাপ্ত হইলে ইলীহূর † ছয়টি বক্তৃতা (৩২-৩৭) আছে। অবশিষ্টাংশ ৩৮ হইতে ৪২ (১৭) পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত ইয়োবের কথোপকথন। পরিশিষ্টভাগ [৪২ (৭-১৭)] গদ্যে রচিত। ইহাতে প্রেতলোকের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে তাহা

	অঙ্ক	দৃশ্য		অঙ্ক	দৃশ্য	
*	১ম অঙ্ক	১ম দৃশ্য	—১ (১-৮)	৩য় অঙ্ক	৩য় দৃশ্য	—৪ (৮)-৫(১)
		২য় "	১ (৯)-২(৭)		৪র্থ "	৫ (২-৮)
	২য় "	১ম "	২ (৮-১৭)	৪র্থ অঙ্ক	১ম দৃশ্য	—৫ (৯)-৬(৩)
		২য় "	৩ (১-৫)		২য় "	৬ (৪-১০)
	৩য় "	১ম "	৩ (৬-১১)		৩য় "	৭ (১-৯)
		২য় "	৪ (১-৭)		৪র্থ "	৭ (১০-৮(৪)

† "Elihu, equally with Job, believes that God cannot be unjust. The next question to be solved was, should man impose his law upon God, or God His upon man? Yet in any case he shows that it is best in many ways for men to be righteous, but a man ought rather to suspect himself of sin than God of injustice".—Bettany. See also commentaries by Dean Bradley and the Rev. S. Cox.

অন্ধকারের রাজ্য, সে দেশে মৃত্যুর কালিমায় সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ, নিয়ম শৃঙ্খলা তথায় নাই। অন্ধকারই তথায় আলোকের স্থান অধিকার করে (ইয়োব ১০)। কিন্তু গ্রন্থের পঞ্চদশ ও উনবিংশ পরিচ্ছেদের তিনটি শ্লোকে (২৫-২৭) পরলোকের আভাস ও তাহাতে বিশ্বাসসূচক উক্তি থাকায় তাহা শত শত মানবের সান্ত্বনা ও আশার স্থল হইয়া আছে। ইহা প্রাচীন কুলপতিশাসিত যুগের গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা যে খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর * রচনা তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইলীহুর বাক্যাবলী শেষভাগে সংযোজিত হইয়াছিল। যাহা হউক ইয়োবের গ্রন্থ ওল্ড্‌টেস্‌টামেণ্টের মধ্যে কাব্যকলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

জ্ঞান গ্রন্থাবলী [The Books of wisdom]—

সৃষ্টির সময়ে প্রজ্ঞাদেবী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি মনুষ্য সন্তানগণের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। † কল্পনা রূপকচ্ছলে হিতোপদেশের (Proverbs) আকারে রচিত এবং প্রায় ২৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রজ্ঞামঙ্গল (১-৯), শলোমনের গীত [১০-২২ (১-১৬)],

* "Some say it is pre-Mosaic, some that it was written by Moses, many put it in solomon's time, while another refer it to the period of the Exile".—G. T. Bettany, M. A. B. Sc.

† "Probably only put together three centuries after the age of Solomon"—Dean Plumptre. "And it is a question whether any of the actual sayings of Solomon are preserved in it, for much of the matter scarcely agrees with his character, or the thought of his age."—G. T. Bettany, M. A. B. Sc.

জ্ঞানীর উক্তি ও তাহার পরিশিষ্টভাগ [২২ (১৭) ২৪ (১-২২), ২৪ (২৩-৩৪)] শলোমনের উত্তরকালীন উপদেশ (২৫-২৯), আগূরের হিতোপদেশ (৩০), লমূয়েল রাজার নীতি কথা [৩১ (১-৯)] এবং চিত্রালঙ্কারে (acrostic) রচিত "গুণবতী ভার্য্যার লক্ষণ [৩১ (১০ ৩.)] এই ছয়টি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিতোপদেশের বিশেষত্ব ইহার হিতবাদ (Utilitarianism)। ইহাতে একপত্নীক বিবাহ প্রথার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা ও পরিণাম দর্শিতার সুফল ও তদ্বিপরীত স্থলে কুফল ইহাতে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নারীর প্রতি সম্মান, পারিবারিক সুশাসন বা কুলতন্ত্র, নারীত্বের সমুন্নত ও পূর্ণ আদর্শ-দুঃখীর দুঃখ দূর চেষ্টা ও তৎপ্রতি দয়া সহানুভূতি ও সাহায্য ইত্যাদি ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপদেশক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কলিত রাজা দায়ূদের প্রজ্ঞাপূর্ণ আত্মকথা। যে যুগে দেশময় কু-শাসন, অবিচার, অত্যাচার ও গোলামীর রাজ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং হতাশ প্রজাকুল যখন মূক সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল সেই যুগোচিত চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল "সংসার অসার" এই মতবাদ সাধারণের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাই এই গ্রন্থে প্রতিফলিত দেখা যায়। এই গ্রন্থ ইব্রীয় সাহিত্যের চিরদুর্ভেদ্য সমস্যা স্বরূপ বিদ্যমান আছে। কারণ ইহার প্রত্যেক ভাষ্যকারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাভাষ্যকারগণের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ইহার স্বতন্ত্র অর্থদ্যোতনা করেন। ডীন প্লাম্‌প্‌টার্‌ বলেন যে গ্রন্থখানি গ্রীক ভাব ও ভাষায় আদ্যোপান্ত প্লাবিত। তিনি ও টাইলার সাহেব ইহা ২০০ হইতে ১৮০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের রচনা বলিয়া মনে করেন। ইহা পরমার্থের কোন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে না, বরং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া ইহা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। উপদেশক বলেন সংসারের বিধান নৈরাশ্যজনক এবং বুদ্ধির অগম্য, কথন

যে ইহার সংশোধন বা সংস্কার হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর শেষ গ্রন্থ দানিয়েল। ইব্রীয় প্রত্যাদেশ পুস্তকের এই মুকুটমণি ১৭৫-১৬৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বিরচিত যিহিস্কেল ও সখরিয়র মধ্যে এই প্রকার রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শেষ পুস্তক ন্যায়াবতার দানিয়েলের পৌরাণিক উপাখ্যান (১৬) এবং নিগূঢ় রহস্যাত্মক দৈব দর্শনাবলী (৭-১২) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ শাসন হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের দৈবশক্তির অধীন হওয়া এবং রূপকের বহুল ব্যবহার এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

এ পর্য্যন্ত আমরা প্রাচীন যিহূদীদের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলাম ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে কুলপতিগণের (Patriarchs), পৌরোহিত্যের (Priesthood), এবং ভাববাদিদিগের (Prophets) যুগত্রয় ধারাবাহিক ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কুলপতিগণ যখন ক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত হইলেন তখন কলপুরোহিতের আবির্ভাব হইল, কুলপতি-গণের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ পৌরোহিত্যে বৃত হইতে লাগিলেন। আরোণ প্রথম প্রধান পুরোহিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা স্ব স্ব চরিত্র বলে যতদিন জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন ততদিন ধর্ম্মের মর্ম্ম উপদেশ দিবার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার ও জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অধিকারী থাকিতেন; কিন্তু ক্রমে যখন যাজকতা বাহ্য অনুষ্ঠান ও গোঁড়ামিতে পরিণত হয়, তখন তাহাদের অধিকার ভাববাদিদিগের হস্তে গমন করে। সময়ে সময়ে অধিকার লইয়া যাজক ও ভাববাদিগণের মধ্যে

সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধিত।। শলোমনের মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে প্রধান যাজকের নাম পাওয়া যায় না। নূতন রাজকীয় প্রভাব তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। বাবিলের নির্ব্বাসন হইতে প্রধান যাজকের প্রাধান্য নবীভূত হয়। মহামতি আলেকজান্দারের সময় প্রধান পুরোহিত জাদ্দূয়া (Jaddua) সম্রাট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। প্রধান পুরোহিত ন্যায়াবতার সীমোন (Simon the Just) পুরাতন ধর্ম্মনিয়মসম্মত বিধিব্যবস্থার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ইলিয়াসরের পৌরোহিত্য কালে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্তোলেমাই ফিলাদেল্‌ফুস্ (Ptolemy Philadelphus); সেপ্টুয়াজিণ্ট্ (Septuagint) নামক ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন! ইলিয়াসরের পরবর্ত্তীদিগের অধঃপতনের পর মক্কাবী (Maccabee) বংশে পৌরাহিত্যের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল ; এবং তাহার প্রভাব ১৫৩ হইতে ৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু এরিষ্টোবিউলাস্, তাঁহার ভগ্নীপতি হেরোদ রাজার আজ্ঞায় নিহত হইবার পর হইতে প্রধান যাজকত্বের অধঃপতন সাধিত দিয়াছিল। কারণ তখন হইতে হেরোদ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ইচ্ছামত প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত এবং পদচ্যুত করিতেন। তাঁহারা যাঁহাদিগকে, নির্ব্বাচন করিতেন তাঁহারা প্রায়ই নীচ কুলোদ্ভব। টাইটাস্ যিরূশালেমের ধ্বংসের পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ বৎসরের মধ্যে ২৮ জন প্রধান পুরোহিতের নাম পাওয়া যায়। প্রথমে পৌরোহিত্য কুলগত ছিল এবং আরোনের কুল ও বংশধরগণের

মধ্য হইতে প্রধান যাজকগণ নির্ব্বাচিত হইতেন। কিন্তু যিরোবোম (Jeroboam) পরে ইস্রায়েল রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে নূতন যাজক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিলেন। ইঁহাদের দেহ মন পবিত্র রাখা শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান, ছুত বিচার, চিরদিন যজ্ঞাগ্নি রক্ষা, স্বর্ণ দ্বীপ জ্বালাইয়া রাখা, সকাল সন্ধ্যায় হোম-বলিদান,যাত্রীদের জন্য পূজা করা, জলপড়া দ্বারা দোষীর বিচার,শূন্য পদে মন্দিরে প্রবেশ করা এবং লোককে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া তাঁহাদের কাজ ছিল। এই কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ তাঁহারা লেবীয়দিগের প্রাপ্যের দশমাংশ ও বলি নৈবেদ্যাদি পাইতেন। রাজা দায়ুদের সময় ইঁহারা ২৪টি সম্প্রদায় এবং পরবর্ত্তী কালে অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। তাঁহাদের অধিকাংশ দরিদ্র, মূর্খ এবং সাধারণ কর্ত্তৃক ঘৃণীত ছিলেন। ভাববাদীদিগের উক্তি হইতে জানা যায় প্রধান যাজকের পদ আরোণের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তাঁহারা বালদেবের মন্দিরের পূজারী হইতেন এবং চন্দ্র সূর্য্যও যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহের পূজা করিতেন। আরোণের বংশধরগণের হস্ত হইতে পৌরোহিত্য স্খলিত হইয়া ইহা লেবীয়দিগের একাধিকৃত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ মোশির অদর্শনে আরোণের নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়গণের স্বর্ণ গাভীর পূজায় ঈশ্বরের ক্রোধ। কিন্তু লেবীয়গণ মন্দির ধ্বংসের পর হইতে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট একাধিকৃত অধিকার হইতে বিচ্যুত এবং সাধারণের মধ্যে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাসিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

পৌরোহিত্যযুগের পর ভাববাদিগণের যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

শাস্ত্রে একেশ্বরবাদ তাঁহাদেরই সৃষ্টি, পবিত্রতা, ন্যায় ও দয়া তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, শমূয়েল ও দায়ূদের পর ইলাইজার নামই উল্লেখযোগ্য। তঁহারাই ছিলেন দর্শক বা ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিতেন। তাঁহারাই ছিলেন উন্নতির পথ প্রদর্শক এবং প্রাচীন মত বজায় রাখিয়াও আমূল সংস্কারক। তাঁহারা স্ব স্ব মতানুসারে শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভাববাদিগণের সম্প্রদায় হইতে নূতন নূতন ভবিষ্যদ্বক্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের গূঢ় এবং সাধারণের অজ্ঞাত বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য সকলের নিকট সম্মানিত এব সকলের পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। ইলাইজার সময়ে তাঁহারা সংখ্যায় বহু বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। তাঁহারা, ইস্রায়েলদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত গোবৎস ও মূর্ত্তি পূজার এবং যিরূশালেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ম্মিত দান ও বেথেলের মন্দির প্রতিষ্ঠার বিরোধী বলিয়া অভিহিত ছিলেন। তাঁহারা লোকের এই নূতন পথাবলম্বনের নিন্দা করিতেন ও নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ধ্বংস হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেন। পরবর্ত্তী ভাববাদী ইলীষা ধর্ম্ম বিষয়ে অধিক উদার ছিলেন। তিনি স্বসাম্প্রদায়িক নাআমনকে (Naaman) রিম্মনের মন্দিরে যাইতে অনুমতি দান করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ নবম ও অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আমোষ, হোশেয় এবং যোয়েলের সময় যিহোবার নিকট পশু বলি, খুব ধুমধামের সহিত পার্ব্বন উৎসব, মূর্ত্তি পূজা, গোবৎস

পূজা, বালদেব ও আষেরা পূজা, ব্যভিচার ও লাম্পট্যমূলক আচারানুষ্ঠান, ডাকিণী বৃত্তি বা অভিচার এবং দৈবজ্ঞ বৃত্তির ভূরি প্রচলন ছিল। উক্ত ভাববাদিগণ সেই সকলের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রবল প্রতিবাদসহ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত জঘন্য প্রথাসমূহের সংস্কার না করিলে ইস্রায়েলের অধঃপতন যে অবশ্যম্ভাবী তাহা প্রচার করায় অনেকেই তাঁহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাববাদিদিগের অতি উচ্চ ধারণাই ছিল। তাঁহাদের বিবেচনায় তিনিই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। শুদ্ধসত্ব ও পবিত্র। নিরাকার পূজাই প্রশস্ত, দয়াবৃত্তি ও ক্ষমার অনুশীলন এবং সাধুতা ও পুণ্যানুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, উৎসব এবং জনতা ও মাতামাতি নিন্দনীয়। তাঁহাদের সকল শিক্ষার প্রধান ধূয়া—"আমি চাই দয়া, বলি নয়।"

অমিতাচার, ব্যসন, দীনহীন বিধবা এবং অনাথের ধনাপহরণ, ব্যবসায়ে অসাধুতা, লোভ, অধমর্ণের প্রতি কঠোরতা এবং বিবিধ পাপ কার্য্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তিতে বিচার এবং দণ্ডের কথা যেমন থাকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাও যে না থাকিত, তাহা নহে। কিন্তু ভাববাদিগণ কর্তৃক সতর্কীকরণ ও কৃতপাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও তাঁহারা ইস্রায়েলীয়দিগের অধঃপতন নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই।

ভাববাদীদিগের পরবর্ত্তী ইব্রীয় ধর্ম্ম এবং বিবিধ সম্প্রদায়।

ভাববাদীদিগের পরবর্ত্তী যিহূদী ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ইস্রায়েলীয়দের অধঃপতন যীশুর আগমন-পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। * কিন্তু পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের বিকার ও সংস্কার এবং নূতন ধর্ম্ম নিয়ম প্রবর্ত্তনের মধ্যে যিহূদীগণ নানাদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া যে ইতিপূর্ব্বেই প্রাচীন বিশ্বাসের নিগড় ভগ্ন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অধিকার ও প্রাধান্য লোপ হওয়ায় লোক মশীহ বা ত্রাণ-কর্ত্তার আগমন এবং ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত প্রজার নবীভূত প্রাধান্য লাভের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বুক বাঁধিয়াছিল। য়িহূদীগণ এসিয়া মাইনর, সীরিয়া ও মিশরের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। বিশেষতঃ মিশর দেশে যিহূদীরা গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক তত্ত্ব জ্ঞানের সংস্রবে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল এবং খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে

* "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।"—গীতা, ৪অ-৭।

প্রথম প্তোলেমায়ের সময় পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের প্রথম গ্রন্থপঞ্চক (Pentateuch) এবং সম্ভবতঃ সমগ্র ওল্ডটেষ্টামেণ্ট্ (Old-Testament) খানি আলেকজান্দ্রিয়াতে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহাই সপ্ততি পণ্ডিত কর্ত্তৃক অনূদিত সুবিখ্যাত গ্রীক বাইবেল সেপ্টুএজিণ্ট্ (Septuagint)। ইহা দ্বারা ইব্রীয় মূলগ্রন্থের পরিবর্ত্তন বা প্রক্ষেপাদি দ্বারা ভবিষ্য বিকৃতি সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া মান্য হইয়াছিল। নূতন ধর্ম্ম নিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লেখকগণ এই অনুবাদ গ্রন্থই অবলম্বন ও ইহা হইতেই যাবতীয় উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রিয়া ও প্যালেস্টাইনে যে য়িহূদীদিগের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা বিশেষভাবেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদিগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সেপ্টুএজিণ্ট্ তাহারই নিদর্শন।

ইষ্রার সময় হইতে স্ক্রাইব (Scribe) নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাঁহারা মোশির উক্ত এবং শ্রৌতধর্ম্ম নিয়মের (traditional law) ব্যাখ্যা ও শিক্ষা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারাই পৌরোহিত্যকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্ব যাজক সম্প্রদায় ক্রমে প্রভূত ধনশালী, বিলাসী ও জ্ঞানানুশীলনে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িলে, এই স্ক্রাইব সম্প্রদায়ই তাঁহাদের স্থানাধিকার করিয়া বসেন। শিষ্য সেবক ও জনসাধারণের নিকট ইঁহারা রাব্বি (Rabbi অর্থাৎ আমার প্রভু) বলিয়া সম্বোধিত হইতে হইতে এবং সকলের নিকট অহৈতুকী

ভক্তি ও পূর্ণমাত্রায় সেবা গ্রহণ করিতে করিতে আরামপ্রিয়, আভিজাত্যগর্ব্বস্ফীত ও প্রভুত্বপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিনা-মূল্যে এবং উপরপড়া হইয়া ব্যবস্থা দান করিতে লাগিলেন এবং কোন না কোন ব্যবসায় দ্বারা ঐশ্বর্য্যসম্পদ বর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। শাস্ত্রার্থ প্রকাশে, পাঁতি প্রদানে ও বিচারে তাঁহারা আত্মমত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ও গোঁড়ামি বা ধর্ম্মোন্মাদের জোরে তাহা আর সকলকে মানিয়া লইতে বাধ্য করিতেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান-প্রধানগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রচার ও শিক্ষদানের টোল সমূহ গঠিত হইতে লাগিল। শাম্মাই ও হিল্লেল (Shammai and Hillel) সেই সকল মহামহোপাধ্যায়ের অন্যতম ও প্রখ্যাত। হিল্লেল খৃঃ পূঃ প্রায় ৭৫ অব্দে বাবিলোনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৩৯ বৎসর বয়সে যিরূশালেমে আগমন করিয়া তথায় খৃঃ পূঃ ৩০ হইতে খৃষ্টীয় দশম অব্দ পর্য্যন্ত যিহূদীয় প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের (Sanhedrin) অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্রার্থের সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বিরোধ ও সন্দেহ দূর করণে ও জটিল স্থলগুলির প্রকৃতার্থ প্রকাশে অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাম্মাই এই সময় তাঁহার সহকারী ছিলেন, কিন্তু প্রায়ই উভয়ের মধ্যে মতের মিল হইত না। হিল্লেল অপেক্ষা সাম্মাই কম উদার ও অধিক ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। হিল্লেলের মতে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সকলের নিকট বিনীত থাকা, কেহ নিন্দা করিলেও তাহার প্রতি নিন্দা না

করা। * এই যুগে যিহূদীদের ধর্ম্মে বিশ্রাম বারের নিয়ম পালন, শৌচাশৌচ ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিয়া চলা এবং আচার নিষ্ঠা সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছিল।

ওল্ড্ টেস্ট্যামেণ্টের পরেই তালমদ (Talmud) নামক মোশি-উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থান। কথিত আছে মোশি যিহোশূয়কে (Joshua) যে লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র দেন, তাহা ছাড়া তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে যে মৌখিক উপদেশ সীনয় পর্ব্বত হইতে পাইয়াছিলেন তাহাও তিনি যিহোশূয়কে দেন। যিহোশূয় প্রাচীন কুলপতি (Elders) দিগকে দেন, প্রাচীনরা ভাববাদিগণকে দেন, ভাববাদিগণ প্রধান ধর্ম্ম মন্দিরের (Great synagogues) অধিকারীদিগকে দেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এবং গ্রন্থপঞ্চক (Pentateuch) অন্তর্গত আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক বিধি ব্যবস্থা টীকা ভাষ্য সহিত কাল্দীয় ভাষায় সম্পাদিত শাস্ত্রই সুপ্রসিদ্ধ তালমদ। এই বাবিলোনীয় তালমদ যাহা অধিক প্রামাণ্য এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য, পঞ্চম শতাব্দীর শেষে সমাপ্ত হইয়াছিল। পলেষ্টীয়দিগের তালমদ এক শতাব্দী পূর্ব্বে সমাপ্ত হয়। ইহাতে খৃঃ পূঃ ৫০ হইতে ১৫০ খৃঃষ্টাব্দের মধ্যে প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের চিন্তাগর্ভ রচনাবলী ও সুপণ্ডিত রাব্বিগণের সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রন্থবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা মিশ্না বা দ্বিতীয় শাস্ত্র

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ও গেমারা বা পরিশিষ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত। মিশনা মুলাংশ, গেমারা তাহার টীকা ও ভাষ্য; তাহা সরল ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ। গেমারারও দুটি অংশ আছে। এক অংশের নাম যিরূশালেম, অন্য অংশ বাবিলোনীয়া। অনেকেই নূতন ধর্ম্ম নিয়ম অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের উপর তালমদের অসাধারণ প্রভাব স্বীকার করেন। বহু উক্তি যাহা খৃষ্টধর্ম্মের নিজস্ব বলিয়া স্বীকৃত হয়, তৎসমুদয় তালমদের বহু পুরাতন ও চলিত কথা ছিল। পুরোহিত ও ধর্ম্মধ্বজী যিহূদীগণের বিরুদ্ধে, মৌখিক ও কপট ধর্ম্মানুরাগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মকে লোকের ভার স্বরূপ চাপাইয়া দিবার বিরুদ্ধে তালমদ অতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। যীশু খৃষ্ট যখন দশ বৎসর বয়স্ক, বালক হিলেত তখন "তুমি যেমন ব্যবহার পাইতে চাহ অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ কর". এই মহাবাক্য ধর্ম্মের সার বস্তু বলিয়া পুরাতন সুপরিচিত অনুশাসন স্বরূপ তাঁহার লেখার মধ্যে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তালমদের মতে অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ জাগতিক নিয়মে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসঙ্গতি ঘটায় না। আত্মা প্রাগ্‌ভাবী ও মৃত্যুর পর পুনরায় দেহধারণ করে। ইহাতে আত্মার অমরত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মাত্মা পরলোকে উৎকর্ষ লাভ করে। ধার্ম্মিকের ইহলোক পরলোক কোথাও উন্নতির বিরাম নাই। তাঁহারা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে করিতে স্বর্গধামে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। স্বর্গ ও নরকের মধ্যে দুই অঙ্গুলির মাত্র ব্যবধান আছে। অনুতপ্ত পাপী অনুতাপ করিবামাত্র স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাইবে।

পরলোকে পানভোজন নাই, অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, ভালবাসাবাসি নাই, ধর্ম্মাত্মা তথায় ঈশ্বরের মহিমার জ্যোতিতে মহিমান্বিত হইয়া মাথায় মুকুট দিয়া বসিবেন। তুমি অভিশাপদাতা না হইয়া বরং অভিশপ্ত হও, তুমি ধর্ম্মার্থে কাহারও নির্য্যাতক না হইয়া বরং ধর্ম্মের জন্য নিগৃহীত হও। যে ঈশ্বর ও মানুষকে বিনয় দান করে সে সর্ব্বস্ব দানের মহাফল প্রাপ্ত হয়। স্বর্গদ্বার যদি প্রার্থনার প্রতি ও রুদ্ধ হয়, তথাপি অনুতাপের অশ্রুর প্রতি উন্মুক্ত হয়। ধার্ম্মিক মরিলে পৃথিবীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রত্ন চিরদিনই রত্ন থাকে, কিন্তু তাহা হারাইলে তাহার অধিকারীকেই কাঁদিতে হয়। অকপট অনুতাপকারী স্বর্গে যে উচ্চ লোক পাইবে পরম ধার্ম্মিকেরও সে লোক লাভ হইবে না। মানুষকে যেমন ভয় কর তেমনি তুমি ঈশ্বর-ভীরু হও। যখন তুমি মানুষের সম্মুখে পাপ করিতে বিরত হও তখন তুমি সর্ব্বদর্শীর দৃষ্টিতে সকল পাপ হইতে বিরত থাক। আত্মবৎ স্বীয় পত্নীকে ভালবাস। তাহাকে আপনার অপেক্ষা অধিক সম্মান কর। গৃহে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ একমাত্র নারীর কল্যাণেই বর্ষিত হয়। নারীই সন্তানগণকে শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মোপদেশ ও পূজার স্থানে নারীই স্বামীকে ত্বরান্বিতা হইয়া প্রেরণ করে এবং গৃহে ফিরিলে সাদরে গ্রহণ করে, গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং যেরূপ আচরণ অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ হয়, নারী তাহাই করিয়া থাকে। যে অর্থের জন্য বিবাহ করে, সন্তানগণ তাহার কষ্টের কারণ হয়। যে গৃহের দ্বার দরিদ্রের প্রতি রুদ্ধ হয়,

হয়, তাহা চিকিৎসকগণের জন্য উন্মুক্ত হইবে। কৃপণকে ব্যোমচারী পক্ষীরাও ঘৃণা করে। যিনি মুক্ত হস্তে দান করেন, তিনি স্বয়ং মোশি হইতেও বড়। তোমার প্রতিবেশীর সম্মান তোমার নিজের মতই জ্ঞান করিবে। কাহাকেও সামাজিক কলঙ্কে পাতিত করা অপেক্ষা স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়া বরং ভাল। বিনয়ী মাথা তুলিবে, দুর্ব্বিনীতের মাথা হেঁট হইবে। যে বড় হবার জন্য ধাবিত হয়, মহত্ত্ব তাহা হইতে পলায়ন করে। যে বড়াই হইতে পলায়ন করে, মহত্ত্ব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। এইরূপ বহু সার বচন ইহাতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার আদ্যোপান্ত এইরূপ বচনরত্নে পূর্ণ নহে, ইহাতে শিশুসুলভ যুক্তিতর্ক, অযৌক্তিক কথা, অশ্লীল কাহিনী, অসম্ভব ঘটনাবলী এবং নাম তারিখাদির অসঙ্গতির সংখ্যা নাই। তালমদের অন্যান্য অংশ হালাকা (উপদেশ ও যুক্তিমূলক), হাগাদা (আলঙ্কারিক) এবং কাবালা (গুহ্যতন্ত্রমূলক)।

ইতিপূর্ব্বে স্ক্রাইব (scribe) নামক প্রচারক সম্প্রদায়ের যে উল্লেখ করা ছিল, তাহাদের সমসাময়িক আর এক তন্ত্রের লোক ছিল, তাহারা কঠোর নিষ্ঠা ও ধর্ম্মের গোঁড়ামীর জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহারা সকল বিষয়ে অন্যান্য যিহূদী বা অপর সাধারণ

* "Anything more utterly unhistorical than the Talmud cannot be conceived. It is probable that no human writings ever confounded names, dates and facts with a more absolute indifference."

—Life of christ (Dean Farrar).

হইতে স্বতন্ত্র থাকিত বলিয়া তাহারা ফরীসীয় (Phariseés) নামে উক্ত হইয়াছিল। *

তাহাদের বিশ্বাস আত্মা অবিনাশী, কেবল ধার্ম্মিকের আত্মাই দেহান্তর গ্রহণ করে ও দুরাত্মারা অনন্তকাল দণ্ডভোগ করে। তাহারা স্বর্গদূত ও প্রেতাত্মার বিশ্বাস করিত। সমস্তই ভগবৎ ইচ্ছায় ও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেও কোন কোন বিষয় মানবেচ্ছার অধীন বলিয়া স্বীকার করিত। স্বধর্ম্মে লোককে আনয়নের চেষ্টা ইহাদের এতদূর বলবতী ছিল যে "একজনকে দীক্ষিত করিবার জন্য সমুদ্রপারে ও দেশদেশান্তরে গমন করিত" —যীশুর এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। সাধারণ ফরীসীয়দের মধ্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, লোভ ও স্বার্থপরতা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ঘৃণা করিত, তাহাদের সহিত কোন সংস্রবই রাখিত না এবং এই কারণেই ইহারা যীশুর নিকট বিশেষভাবে নিন্দাভাজন হইয়াছিল। ফরীসীদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক সম্প্রদায় ছিল। তাহারা সদ্দূকী (Sadducees) নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় প্রধান যাজকগণ দ্বারা গঠিত এবং ফরীসীদের অপেক্ষা অধিক

* It would appear that everyone wishing to be recognised as a Pharisee had a promise before three others that he would pay full tithes on everything and eat nothing that had not been tithed, and that he would scrupulously observe all the laws of ceremonial purity thus, practically, pharisaism was one great system of 'taboo' by which the member made themselves a sacred caste.

—Judaism (Bettany).

ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিল। তাহারা নূতন আচার ব্যবহার, স্ক্রাইবদিগের বিচার ও মিশ্‌নার মত অগ্রাহ্য করিত, ফরীসীয়রা যাহা যাহা বিশ্বাস করিত সদ্দূকীরা তাহা মানিত না। পরকালে ইহাদের বিশ্বাস ছিল না।

খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে শমরীয় সম্প্রদায়ের (Samaritan) উদ্ভব হয়। তাহারা যিহূদা ও গালিলীর মধ্যদেশের অধিবাসী ইফ্রয়িম ও মনঃশির বংশীয়। তাহারা শিখিমের নিকট গেরিজিম পর্ব্বতে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মোশির ব্যবস্থামত যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্ম করিত। কেবলমাত্র গ্রন্থপঞ্চক তাহাদের মান্য ছিল। মোশিকেই তাহারা ঈশ্বরের একমাত্র দূত ও ভাববাদী বলিয়া স্বীকার করিত এবং গেরিজিম পর্ব্বতে মন্দির (Tabernacle) প্রতিষ্ঠাকারী এক ত্রাণকর্ত্তা (Messiah) আসিবেন ইহা বিশ্বাস করিত।

খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বশতাব্দীতে এস্‌সেনা (Essenes) নামে অন্য একটী কঠোর তপশ্চরণকারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারা পুরোহিতদিগের ন্যায় শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিত, আহারের পূর্ব্বে ও অন্যান্য সময়ে স্নান করিত, কৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত, সামান্যভাবে কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবন যাপন করিত, তৈল ম্রক্ষণ করিত না, দাস রাখিত না এবং শপথ করিত না। অন্যান্য যিহূদী হইতে এস্‌সেনীদের বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহারা জীব বলি দিত না এবং উপাসনাকালে সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকিত। তাহাদের মতে সূর্য্যই ঐশ্বরিক

জ্যোতির প্রতিরূপ। এস্‌সেনীরা পারসীকদিগের মতই সূর্য্যভক্ত ছিল। তাহাদের উপর বৌদ্ধ, জরথুস্ত্রীয় এবং পাইথাগোরসের গ্রীক দর্শনের প্রভাবই এই পার্থক্যের হেতু বলিয়া বহু পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্‌সেনীরা মঠে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। শতবর্ষ পরে থিরাপিউটী (Therapeutæ) নামে আর এক নির্জ্জনবাসী যোগী সম্প্রদায় দেখা দেয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে কারাইত (Karites) নামে অন্য এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল। আনান্‌-বিন্‌-দায়ূদ ইহার প্রবর্ত্তক। ইহারা মোশিলিখিত শাস্ত্র ছাড়া, বা তাহার বিরোধী, বা অতিরিক্ত কিছুই মানিত না।

যিহূদীগণ যিরূশালেমের পতন ও বন্দীত্বের পর হইতে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। মহাত্মা এলেকজান্দারের উত্তরাধিকারী-দিগের আমলে যিহূদীরা বিশেষভাবে রাজানুকূল্য পাইয়াছিল ও এলেকজান্দ্রিয়া এবং আন্তিওকে ইহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে জলে স্থলে সর্ব্বত্র যিহূদীতে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। পম্পীর রাজত্বকালে অনেকেই রোমের অধিবাসী হইয়া রোমীয় নাগরিকের যাবতীয় অধিকার লাভ করিয়াছিল এবং আপনাদিগের মধ্যে এশিয়ামাইনর ও সীরীয়ায় জাতীয় শাসনপদ্ধতি আমলে আনিবার অধিকার পাইয়াছিল। সর্ব্বত্রই তাহারা মূর্ত্তিহীন পূজা ও বিশ্রামবার-পালন প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই সময় হইতে যেরূপ গতিতে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল,

খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় না হইলে বহু নরনারী যে ইব্রীয় ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪র্থ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্ম রোম সাম্রাজ্যের রাজধর্ম্মে পরিণত হইলে যিহুদীদের পতন আরম্ভ হয়। তদবধি তাহারা ক্রমাগত দলিত হইয়া আসিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে এই জাতির মধ্যে যিহূদী বিচারপতি ও ভাষ্যকারপুত্র মোশি মাইমোনিদি (Moses Maimonides) নামে এক মহাত্মার আবির্ভাব হয়। ইনি দ্বিতীয় মোশি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার নূতন মতবাদ ইব্রীয় ধর্ম্মেতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করে। ১১৩৫ অব্দে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় ইঁহার জন্ম। মাইমোনিদি ইব্রীয়, গ্রীক ও আরবী বিদ্যায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। মুসলমানকর্ত্তৃক যিহূদী-উৎপীড়ন চরমে পোঁছিলে মাইমোনিদি সপরিবারে প্রকাশ্যে মুসলমান-ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া ও পরে দেশ ত্যাগ করিয়া মিশরে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এখানে তিনি মিশ্‌নার মহাভাষ্য রচনা করেন, এবং তাহার আলোক (The Book of light) নাম দিয়া তাহা ১১৬৮ অব্দে প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে শিশু ও মূর্খের ন্যায় দণ্ড পুরস্কারের হিসাব করিয়া আমাদের সৎকার্য্য করিতে নাই, কিন্তু ঈশ্বরে প্রেমহেতু ও সাধুতার খাতিরেই সাধু কর্ম্ম করিতে হয়। তথাপি পরলোকে অমর আত্মা কর্ম্মফলের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। মাইমোনিদির মতাবলম্বীদের বিশ্বাস ত্রাণকর্ত্তা (Messiah) এখনও আসেন নাই, তাঁহারা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন,

মাইমোনিদি "দ্বিতীয় নিয়মগ্রন্থ" (Deuternomy, Second Law) নাম দিয়া পুরাতন ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন, উহা নূতন "তালমদ" নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁহার তৃতীয় কীর্ত্তি "সংশয়ীদিগের পথ প্রদর্শক" নামে একখানি মীমাংসা গ্রন্থ। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগসম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তৎসমুদয় রূপক বর্ণনা, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গূঢ়। পুরাতন মতাবলম্বী যাজক সম্প্রদায় এবং সাধারণ যিহূদীসমাজ এই মতের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় এবং ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টনরা মাইমোনিদির সমস্ত পুস্তক ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। ১২০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যেমন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মগুরু বলিয়া সর্ব্বজনমান্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ইব্রীয় ধর্ম্মগ্রন্থ লেখকগণ সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, মুসলমান শাসিত স্পেন ও পর্ত্তুগালে, যিহূদীরা পূর্ণ স্বাধীনতা, শিক্ষা-সভ্যতা-জনিত উন্নতি ও সুখ উপভোগ করিবার পর, মধ্যযুগের খৃষ্টানদিগের দ্বারা সর্ব্বত্রই ভয়ানক ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে পুড়াইয়া মারা, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৪৯২ অব্দে স্পেন রাজদম্পতি ফার্দ্দিনান্দ্ ও ইসাবেলা তাহাদিগকে ৪ মাসের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে অথবা ধনরত্ন সঙ্গে না লইয়া

দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দেন। তাহাতে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে ও বহু সহস্র নিঃস্ব অবস্থায় দেশত্যাগ করে, অনেকে পথের কষ্টে প্রাণ হারায়। ১৪৯৫ অব্দে পর্ত্তুগালের রাজা ইমানুয়েল্ যিহূদীদিগকে স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন এবং তাহাদের চতুর্দ্দশবর্ষের কম বয়স্ক সন্তান-গণকে তাহাদের জননীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আদেশ দেন। জননীগণ তখন উন্মাদিনী হইয়া স্ব স্ব পুত্রকন্যাগণকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া কূপ ও নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তথাপি উৎপীড়কদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। যিহূদীরা সর্ব্বত্রই অন্য সাধারণের পরিত্যক্ত, বাস ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, খৃষ্টান ভৃত্য রাখিবার ক্ষমতা ও ধর্ম্মিক সভায় প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষণশীল ও সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়ে।

নির্য্যাতনের কঠোরতাই তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার হেতু। বহুদিনের পর, স্প্যাইনোজা, হাম্বোল্ড্‌বংশ, মেণ্ডেল্‌সন্ বংশ, হেইন্, নিয়াণ্ডার, ডিস্‌রেলী প্রভৃতির ন্যায় অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হওয়ায়, অধঃপতিত যিহূদীজাতীর পুনরুত্থান সম্ভব হয়। এই সকল সংস্কারকের মধ্যে মোশি মেন্দেল্‌সনের নাম শীর্ষ স্থান অধিকার করে। ১৭২৯-৮৬ খৃঃ অব্দ তাঁহার আবির্ভাব কাল, জর্ম্মনির দেস্‌সাউ নগরে তাঁহার জন্ম। অল্প বয়সেই তিনি মাইমোনিদির "সংশয়বাদীদিগের পথপ্রদর্শক" গ্রন্থপাঠে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বজাতির সামাজিক

ও নৈতিক উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। তিনি সমসাময়িক যাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান ধর্ম্মসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তালমদের শাসন এবং যাজকীয় মতের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ উদার মত পোষণ করিতেন যে তাঁহার সমধর্ম্মীরা তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টান বলিতেন। তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন যে মোশির ধর্ম্মকে বিশ্বাসের ধর্ম্ম বলা যায় না, উহা বিধি নিষেধের শাস্ত্র মাত্র। জীবনের আদর্শ ও ধর্ম্মে তাঁহার উদার চিন্তা এবং অসাম্প্রদায়িক মতই মেণ্ডেল্‌সনকে অমরত্ব দান করিয়াছে। যিহূদীদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে মোশির পর মোশি এবং মোশির মধ্যে আর কেহই মোশির সমান জন্মগ্রহণ করেন নাই।* ইঁহার অভ্যুদয়ের ফলে ধর্ম্ম মন্দিরের প্রচারকগণের পুনরভ্যুদয়, বিস্তারিত উপাসনা-পদ্ধতির সংক্ষেপসাধন এবং সংস্কৃত প্রণালীর নূতন নূতন ভজনালয়, স্মৃতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ইব্রীয় শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইব্রীয় বিদ্যার অনুশীলন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৭৯০-১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের যিহূদীগণ ফরাসীজাতির নাগরিক অধিকার এবং ১৮৩১ অব্দ হইতে রাব্বিগণ ফরাসী রাজকোষ হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। নর্ম্মান্, অধিকারের পর বহু

* "True to the religion of his forefathers, wise as Socrates, teaching immortality, and becoming immortal like Socrates." "From Moses (the Law-giver) to Moses (Maimonides) and Moses (Mendelsohn) none hath arisen like Moses"—Ramler, on the Epitaph of Moses Mendelsohn.

যিহূদী ইংলণ্ডবাসী হইয়াছিল, কিন্তু ১২৯০ অব্দে তাহারা দেশ হইতে বিতাড়িত হয় এবং ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে। ১৬৫৭ অব্দে হল্যাণ্ডের রাব্বি মনঃশি-বিন্-ইস্রাইল ক্রমওয়েলের রাজদরবার হইতে অনুকূল আদেশ গ্রহণ করিলে পর, ইব্রীয়গণ পুনরায় ইংলণ্ডে প্রবেশ ও বাস করিবার অধিকার লাভ করে। যিহূদীজাতির নাগরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অযোগ্যতা রহিত হওয়ায়, তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ আধুনিক ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রায় ষাট সত্তর হাজার যিহূদীর বাস ছিল। তাহারা প্রধানতঃ আশ্‌কেনাজিম (Ashkenazim) অর্থাৎ জর্ম্মন-পোলীয় সম্প্রদায়। অন্য সম্প্রদায় স্পেনীয়-পোর্ত্তুগীজ বা সেফার্ডিম (Sephardim) নামে অভিহিত। উভয়ের মধ্যে ইব্রীয় উচ্চারণ ও অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে সামান্য প্রভেদ বিদ্যমান। আর একদল উন্নত ব্রিটিশ যিহূদী (Reformed British Jews) নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৪১ অব্দে এই নব্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। রুষ, অষ্ট্রিয়া, কন্‌স্‌টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ ও এশিয়াটিক্ টার্কীতে যিহূদীর সংখ্যা অধিক। রুমানিয়ায় ২ লক্ষ, স্মির্ণায় ২॥ লক্ষ, বোগদাদে ৩ লক্ষ, মরক্কো এবং ত্রিপলিতে কয়েক লক্ষ, যিরূশালেমে ১॥ লক্ষ। সকল সম্প্রদায়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহারা প্রায়ই ধনী ; তালমদ অধ্যয়নে ইহারা ব্যাপৃত থাকে এবং সমস্ত পৃথিবীস্থ স্বজাতির নিকট সাহায্য পায়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে অসংখ্য যিহূদীর বাস।

দক্ষিণ ভারতে প্রায় আটদশ হাজার যিহূদীর বাস। তাহারা অধিকাংশই শ্রমশিল্পী। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে আরবদেশ বা পারস্য উপসাগরের দিক হইতে সমুদ্রপথে আসিয়া জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় বোম্বায়ের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে নবগাঁও নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত হয়, তাহারা সংখ্যায় ছিল মাত্র সাত জন পুরুষ ও সাত জন স্ত্রীলোক *। তাহারা পবিত্র বিশ্রাম বার, মোশির ব্যবস্থা ও যাবতীয় ইব্রীয় পার্ব্বন নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকে এবং অশুদ্ধ মৎস্য মাংস গ্রহণ করে না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মারাঠী ভাষা ব্যবহার করে এবং অল্প লোকেই ইব্রানী বা হিব্রুভাষা জানে। অন্যান্য যিহূদীদিগের মধ্যে তাহারা বিবাহ আদান প্রদান বড় করে না। তাহাদের মধ্যে মূল যিহূদী জাতির আদর্শ মুখশ্রী বর্ত্তমান আছে। তাহারা বিন্-ই-ইস্রায়েল নামে পরিচয় দিয়া থাকে। †

* Lands of the Bible by Dr. J. Wilson. Vol II. p. 667. and Indian Antiquary, 1874, p. 321.

† In the Island of Bombay and on the adjoining coast on the continent from the Puna Road to the Bankot river, there is a population of Ben-i-Israel amounting to about 8,000 or 10,000 souls. * * * In Bombay, with the exception of a few shop-keepers and writers, they are principally artizans, particularly masons and carpenters. * * * They can easily be recognized. They are a little fairer than the other natives of India of the same rank of life with themselves ; and their physiognomy seems to indicate a

কোচিনের যিহূদীরা বলে, যে তাহারা যখন প্রথমে কোঙ্কন প্রদেশের রাজপুর নামক স্থানে আগমন করে, তখন তথায় অনেক বিন-ই-ইস্রায়েলকে বাস করিতে দেখিয়াছিল। কোচিনের যিহূদী উপনিবেশও বড় অল্প দিনের নহে। কিন্তু তাহাদের প্রথম উপনিবেশ স্থান ভারতের ক্রাঙ্গানোর। কথিত আছে ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে তাহারা এস্থান হইতে কোচিনে গিয়া বাস করে। * এখানে তাহারা সংখ্যায় এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ভাসকো-দ্য-গামা কোচিনের রাজাকে যিহূদীদের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত বার্ণেল্ মহোদয় ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইণ্ডিয়ান

union in their case of both the Abrahamic and Arabic blood. Their dress is a modification of that of the Hindus and Musalmans among whom they dwell. They do not eat with persons belonging to other communities, though they drink from vessels without any scruples of caste. They have generally two names, one of which is derived from the more ancient Israelitish personages mentioned in the Bible, and the other from Hindu usage. [1]

They denominate themselves Ben-i-Israel, or sons of Israel; and till lately they received the designation of Yehudi or Jew, as one of reproach. They have settled in India for many centuries."—The Indian Antiquary 1874, Page 321.

[1] "The Hebrew names are first conferred on the occasion of circumscision; and those of Hindu origin about a month after birth. Hebrew names—Abraham, Jacob, Daniel, Moshe, Solomon, Napthali, Zebulun, Benjamin, Elijah, Araon &c. Hindu names—Jitu, Rama, Bapu, Bandu, Nathu, Dada, Apa, Gouria, Anandia, Dhakelu &c."

* Dr. J. Wilson's Lands of the Bible, Vol. II. p.p. 204-221, 680.

এণ্টিকোয়েরী পত্রে এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতেই দক্ষিণ ভারতের যিহূদীদিগের বিষয়ে অনেক কৌতূহলজনক কথা জানা যায়। পাদটীকায় তাহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল। * দক্ষিণ ভারতে "কালা ইস্রায়েল" নামে আর এক

* "* * * * * It is beyond doubt that Jewish colonies were established many centuries ago on the South-West Coast of India. Arab travellers in the 10th Century mention them as numerous in Ceylon. Vasco-da-Gama in his first voyage found a Polish Jew at the Anjedives, and the early Portuguese appears to have called the King of Cochin King of the Jews on account of the numbers in his territory, Just as the king of Calicut was called king of the Moors (or Muhamedans). The great original settlement in South India was at Cranganore, but when that place fell under the Portuguese, the Jews met with such injustice that they left it and settled near Cochin which has always been the chief settlement since then, * * * they wear the dress used by the people of Bagdad and the Levant, and mostly talk Malayalam as their vernacular language, they do not in the least differ from their co-religionists elsewhere, either in rites, features, or in customs. * * * * The Black Jews or proselytes probably amount to several thousands even now. The plate printed at page 332 of the Indian Antiquary 1574 represent the grant by which the Jews originally settled at Cranganore, and is still in possession of one of the elders at Cochin. This grant is in Tamil * * The chief of Dravidian philologists Dr. H. Gaudert, translated it and his version was published in the Madras Journal Vol XIII. Part 1. Para 135—142 * * * * The actual date of this grant cannot be ascertained ['The Jews of Cochin themselves say it was granted in the year 4139 of their era of the creation or A.D. 379'—Wilson's 'Lands of the Bible' Vol II. P. 678—Ed] * * * but it cannot be later than the 8th Cen-

সম্প্রদায় আছে। তাহারা যিহূদী পিতার ঔরসজাত দেশীয়া নারীর গর্ভজ সন্তান। বিন্-ই-ইস্রায়েলদিগের সহিত ইহাদের ভোজন বা বিবাহ আদান প্রদান চলে না।

tury A. D."—The Original Settlement Deed of the Jewish Colonies at Cochin, by A. C. Burnell, Ph. D., D. M. C. S.

"* * * There were no Jews in the Dekkhan under the Marhatta Government, and it is a curious instance of the sort of official emigration that goes on under our Government that the whole Jewish Colony in the town of Puna traces its origin to a single inspector of Police. After him came a few of his own family, and then others, and now they number (in the second generation) about two hundred souls. Of these some are Government writers, some pensioners of the native army, and a good many carpenters. They call themselves—Beni-Israil, in a general way, because, they say, they don't know to what tribe they belong. These Indian Jews seem to have no great aptitude for trade, although many were formerly in business in the Kulaba district especially as dyers,

* * * * The Beni Israel do not marry or eat with the Kala-Israel but permit community of worship. The latter seem to prefer military service to any other profession. There is probably no race in India whose members so seldom come in the way of penal justice. I never saw or heard of a Jewish thief or beggar, or known bad character of any sort."—W. F. Sinclair, Bo. C. S. on Castes in the Puna & Solapur District.

ইব্রীয় আচার নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

ঈশ্বরের প্রতি সরল বিশ্বাস, নির্ভরতা ভক্তি এবং তাঁহার আজ্ঞাধীনতাই মোশির ধর্ম্মের বিশেষত্ব। মোশিপ্রবর্ত্তিত পূজা আড়ম্বরশূন্য। পূজায় প্রবৃত্তি এবং ভক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই যজ্ঞবেদির প্রতিষ্ঠা ও হোম বলির ব্যবস্থা। যজ্ঞবেদি মাটির বা অখণ্ডিত প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করিবার বিধানই মোশির আদিষ্ট ছিল, কারণ তাহা কৃত্রিমতাবর্জ্জিত। সরল বিশ্বাসী জাতির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মনুষ্য পশু ও বৃক্ষের প্রথম ফল ঈশ্বরকে নিবেদন করা হইত। কেহ কেহ বলেন প্রথমজাত পুত্রকে* বলি দেওয়ার নিয়ম তৎকালপ্রচলিত নরবলির নিদর্শন। অনেকে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া বলেন, ইহা জিহোবার নামে আত্মার উৎসর্গ মাত্র †। কুয়েনেন্ (Kuenen) প্রমুখ

* Exodus XXI. 29.

† "God meant Abraham to make the sacrifice in spirit, not in the outward act."

"In order to understand this event we must realize the circumstances, customs, and influences in which he was placed. He lived in a country where human sacrifices were common. He dwelt among idolators, who, to ward of evil, were accustomed

পণ্ডিতগণ ইব্রীয় ধর্ম্মের বহু প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং বহু শতাব্দীর পর মোশির আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু একথা নিশ্চয়, যে, মোশিই সমাগমের তাম্বু (Tabernacle) নিয়ম সিন্দুক (Ark of the Covenant), যাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম্মের নিয়ম এবং সামাজিক বিধানের মূল। মিশরীয় ধর্ম্মেও নিয়ম সিন্দুকের মিছিল বাহির হইয়া থাকে। নিয়ম সিন্দুকই ইব্রীয় ধর্ম্মের পবিত্রতম সামগ্রী এবং তাম্বু ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিভূস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। *

to sacrifice to their idols their choicest treasures, their most beloved sons and daughters."—Peloubet's Select Notes on the International lessons for 1913. Page. 103. "We learn from many sources that the most atrocious child-sacrifice was a prominent feature in the public religion of the Phœnicians both in their Palestine homeland ard in Carthage".—W.M. Nesbit, in Hasting's Bible Dictionary.

* ইহা একেশিয়া (Acacia Suma —শমী ?) কাষ্ঠের একটি চতুষ্কোণ আধার লম্বায় ৪ ফুট এবং প্রস্থে ও উচ্চতায় ২ ফুট ৬ ইঞ্চি পরিমাণ। ইহার ভিতর বাহির সোণার পাত মোড়া। আধারের উভয় প্রান্তে দুটি দেবযোনিবিশেষ (Cherub) উর্দ্ধদিকে পক্ষবিস্তার করিয়া পরস্পরের দিকে ফিরিয়া আছে, এবং ভিতরে দুইখানি প্রস্তরফলক আছে যাহাতে মোশি দশ আজ্ঞা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আধারের দুই প্রান্তে সোণার কড়া লাগান, তাহার মধ্য দিয়া সোনায় মোড়া একেশিয়া কাঠের দণ্ড পরিচালিত করিয়া লেবীয়গণ উহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যায়। এই সিন্দুক সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ মনে করিয়া ইব্রীয়গণ তৃপ্ত হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুট ও প্রস্থে ১৫ ফুট। প্রান্তভাগ খোলা। তাম্বু পূর্ব্বমুখ করিয়া স্থাপিত যেন উদীয়মান সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া আছে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। ভিতর অর্থাৎ পবিত্রতম ধাম (holy of holies) ও বহির্ভাগ। অভ্যন্তরভাগে কেবল পুরোহিত একাকী কখন কখন প্রবেশ করিতেন। এবং অন্য অংশ বহির্ভাগ বা বিস্তীর্ণ পবিত্রভূমি হইতে স্তম্ভাবলী ও পর্দ্দা দ্বারা পৃথক্ করা। ভিতরে সাতটি বাতিদানযুক্ত একটি ঝাড় এবং যজ্ঞবেদি।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অত্যাচার বা অবাধ্যতার জন্য প্রাণ-দণ্ডের বিধানই ইব্রীয় দণ্ডবিধির বিশেষত্ব ছিল। পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ প্রভুর সহিত ক্রীতদাসের সম্বন্ধবৎ ছিল। ফলে, সন্তানবাৎসল্য যেরূপ প্রবল ছিল, পিতৃমাতৃভক্তিও তেমনি আদর্শস্থানীয় ছিল। হত্যাপরাধ মৃত্যুদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত হইত; কেহ চক্ষু নষ্ট করিলে তাহর চক্ষু নষ্ট করিয়া, দন্ত ভগ্ন করিলে দন্ত উৎপাটন করিয়া এবং এইরূপে কোন অঙ্গহীন করিলে সেই অঙ্গ হীন করিয়া অপরাধের দণ্ড দেওয়া হইত।

বিচারকগণ প্রায়ই লেবীবংশীয় হইতেন। তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচার একমাত্র যাজকগণই করিতে পারিতেন [দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ (৮-১৩)]। দুইজন সাক্ষ্য ব্যতীত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইত না। যিরূশালেমের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য সভাপতি ও প্রধান যাজক ৭১ জন সদস্য পুরোহিতগণও লিপিকরগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। এই সান্হেদ্রিন্ ছিল ইব্রীয় চরম বিচারালয়।

প্রতিবেশী সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় ইব্রীয়দের মধ্যে চারিত্রনীতির তেমন বিকাশ হয় নাই। শত্রুর প্রতি প্রবঞ্চনা এমন কি অতিথিকে বঞ্চনা করিতেও তাহাদের বিবেকে বাধিত না। ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার মধ্যেও বঞ্চনা দূষনীয় ছিল না। স্বজাতীয়ের নিকট সুদগ্রহণ দূষনীয় ছিল, কিন্তু বৈদেশিকের নিকট হইতে গ্রহণ করা শাস্ত্রসঙ্গত ছিল। নিজেদের মধ্যে মৃত প্রাণীর মাংস অভক্ষ্য বিবেচিত হইলেও, তাহা নগর দ্বারের

মধ্যবর্ত্তী কোন বিদেশীকে ভোজনার্থ দেয় ও বিজাতীয় লোকের নিকট বিক্রেয ছিল। দাসত্ব প্রথা প্রাচীনদিগের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। ইব্রীয় ক্রীতদাসেরা সপ্তমবর্ষে মুক্তি পাইত। ক্রীতদাসীরা বিবাহিতা বা অরক্ষিতা হিসাবে গৃহপালিত গোমেষাদির ন্যায় ব্যবহৃত হইত। বাবিলের বন্দিত্বের পর হইতে যিহূদীদের মধ্যে ক্রীতদাসদাসী রাখিবার প্রথা রহিত হয়, এবং রক্ষিতাপালন ও দুই স্ত্রীকরণ বৈধ বিবেচিত হয়। এই সময় হইতেই কিন্তু তাহাদের চারিত্রনীতির উন্নতি লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে বিধবা, অনাথ, অসহায় ও নিঃস্ব সদ্ব্যবহার পাইতে এবং সকলেই বর্ণ ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাহায্য পাইতে থাকে, ও সকলকেই জিহোবার বলি উৎসবে যোগদান করিতে দেওয়া হয়; কুৎসা, ঘৃণা, মিথ্যাসাক্ষ্য, ধনীর প্রতি অযথা, সম্মানদান সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত হইতে থাকে। পূর্ব্ব হইতেই ব্যভিচার ও অগম্যা-গমনরূপ পাতকের কঠোর দণ্ডবিধান করা হইত।* স্ত্রী বর্ত্তমানে শ্যালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও এক পত্নীতে বিবাহই প্রশংসনীয় ছিল। ইব্রীয় স্ত্রীগণ সমাজে হীন হইয়া থাকিত না। তাহার প্রমাণ বহু নারীকে ভাববাদী হইতে এমন কি নেত্রীস্থানীয়া হইতেও দেখা যায়। জনসাধারণ হইতে প্রখ্যাত ভাববাদিগণ পর্য্যন্ত সকলেই নারীর সম্মান করিতেন। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে সদ্ভাব, ধর্ম্মে ঔদার্য্য, বৈদেশিকের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং কথায় ও কার্য্যে অকপটতা ও ন্যায় বিচার

* লেবীয় পুস্তক ১৮, ১৯ (৫—৬, ১০—২৯, ২৬)।

যে বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহাদের শাস্ত্রীয় বচনাবলী হইতে তাহা জানা যায়। প্রাচীন ইব্রীয় শাস্ত্রে মানুষে দেবত্বের আরোপ মৃতের স্মৃতিচিহ্ন-পূজা, সন্ন্যাস, পিতৃপূজা, ডাকিনীবৃত্তি ও যাদুবিদ্যা স্থান পায় নাই।

শলোমনের নির্ম্মিত মন্দির স্থাপনের পূর্ব্বে নিয়ম সিন্ধুক লইয়া ভ্রমণের কালে ইব্রীয়দিগের প্রাচীন, সরল এবং অজটিল ব্যবস্থা (Exodus xxxiii-7-11) এক একটি ঘটনা হইতে ক্রমে আচার ও অনুষ্ঠানবহুল হইয়া উঠে। পরে নানা জনের মত একত্র করিতে গিয়া বাইবেলের পুরাতন অংশে একই বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয় এবং তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ও পরস্পর বিরোধী মতের সমাবেশ দেখা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রমতে নিয়মিত জীব-বলি ব্যতীত জিহোবার নামে লোক ও বস্তু উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার এবং নানা ব্রত পালন ও মানসিক করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, * হিন্দুর ঠাকুরের দ্বার-ধরা বা দেবতার নামে উৎসর্গ-করা সন্তান বা সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদের মধ্যে রেকাবীয় (Rechabites) ও নাসরীয় (Nazarites) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। অঙ্গহানি বা শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিবার প্রথা এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ও মিশরে বহু প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইব্রীয় ধর্ম্মে ত্বক্‌চ্ছেদ ব্যতীত যাবতীয় দৈহিক পীড়ন নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের ধর্ম্মার্থে সকল কঠোরতা উপবাসেই পর্য্যবসিত হইত, কৃচ্ছ্রসাধনকালে ইব্রীয়গণ চট পরিধান করিত, মাথায় ভস্ম

* Ewald's Antiquities of Israel.

মাখিত, মানসিক করিয়া চুল রাখিত, মদ্যপান হইতে বিরত থাকিত, এবং নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। স্যাম্‌সন্ শমূয়েল, অবগাহক জন এই ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রত ধারণকালে নিকটতম আত্মীয়েরও শবদেহের নিকট যাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। পরে যথাবিধানে বিবিধ নৈবেদ্যসহ পাপ বলি স্বরূপ মেষশাবক এবং শান্তির জন্য মেড়া বলি দেওয়া ও পরে মাথা মুড়াইয়া ব্রত উদ্‌যাপন করা হইত *। যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংস ও নির্ব্বানের পর ছত্র ভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে ইব্রীয়দের হোম বলি রহিত হয় এবং দেহ ও আত্মার পবিত্রতা অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচির প্রতি ইব্রীয় আনুষ্ঠানিক জীবনের বিশেষ লক্ষ্য পতিত হয়। "তোমরা পবিত্র থাকিবে কারণ আমি পবিত্র," "আমি তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু"—ঈশ্বরের এই বাক্য ইব্রীয় শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে ["Holy shall ye be, for Holy am I" লেবীয় ১৯ (৭-৮)]। খাদ্যাখাদ্য বিচার এই ধর্ম্মে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আহার শুদ্ধি বিষয়ের অনুশাসনে দেখা যায় সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুর বিশিষ্ট ও রোমন্থনকারী সমস্ত পশু ইব্রীয়দের বৈধ ভোজ্য সুতরাং উষ্ট্র শশক ও শাফন রোমন্থক নহে বলিয়া অশুচি ও অভোজ্য। শূকরের শবও অস্পর্শীয়; পক্ষ ও শল্কযুক্ত জলচর ভক্ষ্য; গৃধ্রাদি মাংসাহারী পক্ষী, সারসাদি দীর্ঘগল পক্ষী, ক্ষুদ্র পানিভেলা, টিট্টিভ, চামচিকা ও যাবতীয় পতঙ্গ ব্যতীত সকল প্রকার পক্ষী শুচি ও ভোজ্য। বর্ত্তমান

* গণনা পুস্তক ৭ (৯—২১)।

ইব্রীয়দিগের মধ্যে যুগোপযোগী যতটুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে তাহা ছাড়া প্রাচীন রীতি নীতি ও আচার পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং তাহারা তৎসমুদয় আজিও দৃঢ়ভাবে বজায় করিয়া আসিতেছে। প্রধান যাজক বা রাব্বিগণই ধর্ম্মনায়ক আছেন, এখনও লেবীয়গণ লেবী হইতে স্বীয় বংশ প্রমাণে সমর্থ। সোফর বা লেখকগণ ইব্রীয় ভাষায় ধর্ম্মপত্রিকা মোশির ব্যবস্থানুযায়ী পাঁতি এবং ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজপত্র লিখিয়া থাকেন। তিনজন রাব্বি নির্ব্বাচিত শোচেৎ (Shochet)গণ যিহূদীদিগের ভক্ষ্য জীব হত্যা করিয়া থাকে। পূর্ব্ববৎই ইহাদের ত্বক্‌চ্ছেদ করা হয়। প্রায়ই এই কার্য্য আর জীববলি ধর্ম্মমন্দিরের পাঠক নামধারী সেবাইত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। তিনি পূজা পাঠ করেন, বিবাহ দেন এবং মৃত সৎকার ও শ্রাদ্ধ শান্তি কার্য্যে সহায়তা করেন। যিহূদী উপাসকগণ খৃষ্টানদিগের ন্যায় বেশভূষা করেন। ইঁহারা হ্যাট মাথায় দিয়াই উপাসনা করেন এবং গণনা পুস্তকের নির্দ্দেশ-মত উপাসনা ও আনুষ্ঠানিক কর্ম্মে বিশেষ পরিচ্ছদ ধারণ করে। † তাহারা প্রার্থনা বা ধ্যানের সময় ১০ ইঞ্চি চওড়া ও ৮ ইঞ্চি লম্বা পার্চ্চমেণ্টের ফালিতে যাত্রা পুস্তকের ১৩ (২-১০, ১১-১৭) ও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৬ (৪-৯,১৩-২৩)—এই কয়টি

* দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ (৩-২১)। লেবীয় ১৬ (১-৪৭)।

† Numbers XV. 37—41 I Exodus XIII, 2—108, 11—16, ১৩ (২-১০), Deuteronomy VI—4—9, ৬ (৪-৯. ১৩-২৩)

উদ্ধার লিখিয়া ললাটে ও বাম বাহুতে বাঁধে, ইহা তাহাদের ইষ্ট কবচ। ত্রয়োদশ বৎসরের প্রত্যেক যিহূদী বালক এই কবচগুলি ধারণ করিতে বাধ্য।

প্রাচীন ইব্রীয়দের প্রধান পর্ব্বত্রয় "নিস্তার পর্ব্ব বা বসন্তোৎসব (Passover), খন্দ পার্ব্বন (Penticost) এবং সমাগমের তাম্বু উৎসব (Tabernacle)। নিস্তার পর্ব্ব "নিসান" মাসের ১৪ই হইতে ২১শে তারিখ (চৈত্রের শেষভাগ হইতে বৈশাখের প্রথমাংশ) পর্য্যন্ত। মিশর হইতে নির্গমন কালে স্বর্গদূত মিশরীয়দিগের প্রথমজাত সন্তান বধ করিয়া যিহূদীদের গৃহ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ইহা ঐ দিনের স্মরণার্থ উৎসব। তাড়ীহীন রুটি ভোজন, নির্দ্দোষ মেষ বা ছাগ শিশুবলি ও তাহার রক্তে গৃহদ্বারাদি প্রোক্ষণদ্বারা ইহা পালন করিতে হয়। নিস্তার পর্ব্বের ৫০ দিন পরে "শিবান্" মাসের (জ্যৈষ্ঠ) ৬ষ্ঠ দিনে খন্দ পার্ব্বণ *। এই ৫০ দিনের মধ্যে যব গোধূমাদি সকল শস্য সংগ্রহের কাল। এই পর্ব্বে তাড়ী মিশ্রিত নূতন গমের রুটিতে ঈশ্বরের আরতি করিবার বিধি আছে। "তাম্বু উৎসব" তিস্রী (ভাদ্রের শেষ ও আশ্বিনের প্রথমাংশ) মাসের ১৫ই হইতে ২২শে পর্য্যন্ত চলিত। ঐ সময় শস্য, মদ্য, তৈল সংগ্রহ করিয়া গৃহজাত করা হইত। ৮ম দিনে বিশেষভাবে যজ্ঞ করা হইত। পার্ব্বণের প্রথম সাতদিন ইস্রায়েলীয়গণ জলপাই, তাল, দেবদারু, মেহ্দী প্রভৃতির ঘনপল্লব দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

* যাত্রাপুস্তক ৩৪ (২২)।

কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কল্পবাস করিত। * এই প্রধান পর্ব্বত্রয় ব্যতীত আর দুইটী ক্ষুদ্র পার্ব্বণ ছিল। দশদিন প্রায়শ্চিত্তের পর "তিস্রী" মাসের অমাবস্যার দিন নববর্ষের প্রথম দিনের পর্ব্ব, ও পূরীম পর্ব্ব। অদর (ফাল্গুন) মাসের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে নানা আড়ম্বরসহ এই পুরীম পর্ব্ব পালিত হয়। পারস্যদেশে হামান নামে এক ব্যক্তি যিহূদীদিগের প্রাণবধের চক্রান্ত করিলে রাজা অক্ষশ্বেরশের (Artaxerxes) যিহূদী জাতীয়া রাণী ইষ্টেরের প্রার্থনায় তাহারা রক্ষা পায়। ইহা তাহারই স্মরণার্থ উৎসব। দুইদিন তাহারা ভোজ দেয়, উপঢৌকন প্রেরণ করে ও দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে †। বিশ্রামবার ও বিশ্রাম বর্ষোৎসব খাস যিহূদীদিগেরই জাতীয় উৎসব। রবিবারোৎসব শুক্রবারের সূর্য্যাস্ত হইতে শনিবারের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চলিত। সপ্তম মাসের দশম দিন বাৎসরিক সার্ব্বজনিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্ব উপবাসদ্বারা আত্মাকে ক্লেশদানচ্ছলে পালিত হইত। ইহাতে নিজের ও স্বপরিবারের মঙ্গলোদ্দেশে বলি-দান ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে দুটি ছাগ—একটি জিহোবার নিকট পাপবলি স্বরূপ ও অন্যটি আজাজেলের নামে অর্থাৎ সকল লোকের সকল পাপের ভার মাথায় চাপাইয়া মহাপ্রভুর নিকট জীবন্ত নিবেদন করিয়া অরণ্যে ছাড়িয়া দিবার জন্য উপাসনামন্দিরদ্বারে রক্ষিত হইত। প্রধান পুরোহিত নিজের ও স্বপরিবারের জন্য বৃষ বলি দিয়া তাহার রক্তে একটি

* নহিমীয়, ৮ (১৮)। † ইষ্টের ৯ (৬)।

পাত্রপূর্ণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার ও একমুষ্টি সুগন্ধি চূর্ণ মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে লইয়া যাইতেন এবং সেই অগ্নিতে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ছাগের সম্মুখে মেঘবৎ ধূমের সৃষ্টি করিতেন এবং সাতবার অঙ্গুলি দ্বারা রক্তের ছিটা দিতেন। বলি-দেওয়া ছাগের সম্মুখেও ঐরূপ করা হইত। পরে মন্দিরের বাহির মহলে ধূপধুনা পুড়াইবার বেদির উপর ও তাহার চতুর্দ্দিকে রক্ত ছড়াইয়া উপাসনা-মন্দির পবিত্র করা হইত। তখন প্রধান পুরোহিত ছাগের মাথায় দুই করতল রাখিয়া ইস্রায়েলীয়দের দুর্নীতি ও যাবতীয় পাতক ব্যক্ত করিয়া তৎসমস্ত ছাগের মস্তকে আরোপ করিতেন। মিশ্‌নার 'যোমা' নামক ব্যবস্থামতে এই সময় যে মন্ত্র পঠিত হইত, তাহার মর্ম্ম এই যে "হে প্রভু তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, যে, তোমার প্রজাকুল—ইস্রায়েল্‌ সন্তানগণ তোমার বিরুদ্ধে যে সকল অনাচার অত্যাচার করিয়াছে তুমি তাহাদের সেই সকল পাপ ক্ষমা কর।" পরিশেষে সেই ছাগকে পাপের ভার মাথায় করাইয়া কোন জনশূন্য অরণ্যে একজন উপযুক্ত লোকদ্বারা ছাড়িয়া আসা হইত। এই সময় প্রত্যেক পুরুষ যিরূশালেমে তীর্থযাত্রা করিতে বাধ্য ছিল। মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যথায় যথায় নিয়ম 'তাম্বু রচিত হইত তথায় যাইতে হইত। এইরূপে একস্থানে সকলে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় জাতীয়তা গঠনে বিলক্ষণ সহায়তা হইয়াছিল।*

* c. f. হিন্দুতীর্থ ও কুম্ভাদি মেলাসমূহ। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যেও তীর্থ করার প্রথা সুপ্রচলিত!

আধুনিক যিহূদীরা রবিবার পুণ্যাহ বলিয়া বিশেষভাবে পালন করে এবং সান্ধ্যভোজের কালে ছেলেরা পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে ও স্তোত্রপাঠে সকলে যোগ দেয়। তৎপরে স্ত্রীলোকদের উপদেশার্থ উপদেশ পুস্তকের ৩১ পরিচ্ছেদ পাঠ করা হয়। এবং পরিশেষে মিশরে প্রান্তর বাসকালে শুক্রবারে সংগৃহীত দ্বিগুণ পরিমাণ "মান্নার" স্মারক স্বরূপ গৃহিণীর হাতে-গড়া গমের দুখানি লম্বা চতুষ্কোণ পাঁউরুটির একখানি গৃহকর্ত্তার আশীর্ব্বাদ সহ বিতরিত হয়। বর্ত্তমানে অমাবস্যা পর্ব্ব, নববর্ষ, প্রায়শ্চিত্ত দিন, তাম্বু পার্ব্বন, নিস্তারপর্ব্ব, প্রথম ফলোৎসর্গ প্রান্তরবাসকালে ইস্রায়েল সন্তানগণকে যে ধর্ম্মব্যবস্থা দান করা হইয়াছিল তাহারই স্মারক। নিস্তার পর্ব্বদিনের পূর্ব্ব-রাত্রিতে প্রত্যেক বাড়ীতে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হয় পাছে কোন তাড়ীযুক্ত বা খামীরাযুক্ত দ্রব্য বাহির হয় সুতরাং ঘর দ্বার সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা হয়। এই উপলক্ষে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত লোহিতসাগরের স্মারকস্বরূপ অম্ল লুণজল বা সির্কা এবং মিশরের ইট ও তাগাড়ের স্মারকস্বরূপ কিছু বাদাম, আপেল প্রভৃতি চূর্ণমিশ্রিত করিয়া টেবিলের উপর রাখা হয়। বাড়ীর কর্ত্তা হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই মদ্যপান করে ও প্রতিবার পানকালে প্রত্যেকের জন্য আশীর্ব্বাদ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য বিতরণকালে "এ সেই দুর্দ্দিনের রুটি যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মিশরভূমিতে ভোজন করিয়াছিলেন"—এই বলিয়া প্রাচীন ঘটনাবলি স্মরণ করান হয়।

এক পেয়ালা মদ তখন ইলাইজা (Elijah) ভাববাদীর উদ্দেশে রাখা হয় কারণ, সকলেই ভাবী ত্রাণকর্ত্তা মশীহের আগমনের পূর্ব্বেই তিনি আসিবেন বলিয়া সর্ব্বদা আশা করিয়া আছে।

মদ্যে শেষ পেয়ালা পূর্ণ করিবার পর সদাপ্রভুর জয়োচ্চারণ করা হয় এবং নিস্তার পর্ব্বদিনগুলিতে ও মধ্যরাত্রিতে অনুষ্ঠিত সর্ব্বশক্তিমানের মহীয়সী কীর্ত্তিকাহিনী সকলকে শুনান হয়। চতুর্থ পেয়ালা মদ্যে পূর্ণ করিবার পর যীশুর পুনরুত্থান পর্ব্ব সম্বন্ধীয় স্তোত্র সানন্দে গীত হয় এবং মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নামোচ্চারণের সঙ্গে এই কথা প্রচারিত হয় যে সেই বিরাটকীর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ শীঘ্রই তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন ইত্যাদি। পরদিন সন্ধ্যাও এইভাবে অতিবাহিত হয়। বর্ত্তমান যিহূদীদিগের মধ্যে কয়েকটি উপবাস প্রচলিত আছে। জানুয়ারী মাসের যে দিন মোশি কর্ত্তৃক নিয়ম-শিলা দ্বিখণ্ড করা হয়, যেদিন যিরূশালেম দ্বিতীয়বার ধ্বংস হয় এবং একাদশ মাসে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস হওয়ার দিন স্মরণ করিয়া উপবাস করা হয়।

ইব্রীয়দের জন্মের পর ত্বক্‌চ্ছেদ করা হয়, * কিন্তু ইহা তাহাদের নিজস্ব রীতি নহে। মিশরীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যেও ইহা প্রচলিত আছে। জাত পুত্রের অষ্টম হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে ইহা মহা সমারোহে সম্পাদিত হয়। সন্তানরা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পিতামাতার সম্পূর্ণ অধীন থাকে। ত্রয়োদশ বর্ষে

* Genesis ১৭ (1-24, 23-27)।

পদার্পণ করিতেই তাহাদের দীক্ষা হয়। দীক্ষা হইলে যিহূদী বালক ললাটে ও বাহুতে ইষ্ট কবচ ধারণের অধিকারী হয়, তখন তাহাকে "বার মিৎস্বাহ্" অর্থাৎ ভগবদাদেশ-প্রাপ্ত পুত্র বলা হয়। কেহ অত্যন্ত পীড়িত হইলে উপাসনা, প্রার্থনা ও পাপ স্বীকাররূপ অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। পীড়িত যাহার কোন অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার নিকট তাহাকে ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং আরোগ্য লাভ করিলে পূজা উপাসনাদি করে। মৃত্যু নিশ্চয় হইলে পীড়িত ব্যক্তি প্রত্যেক সন্তানের মাথায় হাত রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ করেন * এবং তাহাদিগকে পিতৃপিতামহাদির ধর্ম্মে দৃঢ় থাকিতে ও যথাবিধি শ্রাদ্ধশান্তি করিতে বলেন। মৃত সৎকার সভা সংবাদ পাইলে রোগীর নিকট চারিজন সদস্য পাঠাইয়া দেয়, তাহারা দেহটি শবাধারে স্থাপন করার কাল পর্য্যন্ত দিন রাত তথায় অবস্থান করে। তাহারা নানাবিধ স্তোত্র আবৃত্তি করে এবং রোগীর শেষ অবস্থা দেখিলে কয়েকটি মন্ত্র † উচ্চারণ করে। শেষে বলে "শোন হে ইস্রায়েল, সদাপ্রভু আমাদের একই অদ্বিতীয় ঈশ্বর।" মৃত্যু মুহূর্ত্তে বলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (One Lord)। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সকলে আপনাপন বস্ত্রের এক স্থান একটু ছিন্ন করিয়া বলে "হে প্রভু পরমেশ, বিশ্বরাজ,

* Genesis xlviii. 20 ; Numbers vi. 24, 26. Issiah xi. 2.

† "Blessed be the name of His glorious Kingdom for ever and ever." "The Lord is the only God" &c., &c.

পাপপুণ্যের বিচার কর্ত্তা, তুমি ধন্য।" মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরে বলে—"ধরার ধূলি তুমি, ধূলিতেই মিশিবে।" অতঃপর মৃতদেহ ক্ষৌম বস্ত্রে আবৃত করিয়া এবং বিবিধ অনুষ্ঠানের পর সমাধিস্থ করা হয়। মৃত সৎকারের পর সাত দিন শোক করিতে হয়। এই সময় বন্ধু বান্ধব সান্ত্বনা দিতে আসেন এবং সিদ্ধ ডিম ও রুটি (Meals of condolence) সঙ্গে আনেন। ৩০ দিন নিরানন্দে কাটাইতে হয় এবং ভোগ ও আরাম বন্ধ রাখা হয়। এক বৎসরের মধ্যে কোনরূপ আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকাই প্রশস্ত। পিতামাতার মৃত্যুর পর সেবাপরায়ণ পুত্র কর্ত্তৃক একাদশ মাস ধরিয়া সকাল সন্ধ্যায় মৃতের উদ্দেশে বিশেষ উপাসনা বা ঈশ্বরের জয় গান করার প্রথা আছে।

মৃতদেহ সমাধিস্থ করা ইহাদের চিরন্তন প্রথা, জীব জন্তুর মৃতদেহ অপবিত্র বলিয়া অস্পর্শীয়।

বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন ইব্রীয়দিগের খুব বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। সর্ব্বপ্রকার সঙ্কর বিবাহ ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ছিল। এ সংস্কার তাহাদের এরূপ প্রবল ছিল যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় বীজ মিশ্রিত করিয়া বপন করা বা উর্ণা ও কার্পাস সূত্র একত্র বয়ন করা আইন বিরুদ্ধ অপরাধ ছিল ও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। বংশলোপ নিবারণার্থ দেবরের সহিত বিবাহ * ও পিতৃব্যপুত্রের সহিত বিবাহ † প্রশস্ত ছিল। স্বগোত্রে বিবাহ হইত না। বাবিলে বন্দিদশায় ইহাদের

* দ্বিতীয় বিবরণ ২৫ (৫-১০)। † গণনা পুস্তক ৩৬ (৬-১২)।

মধ্যে বহুবিবাহ * প্রচলিত হইয়াছিল। † পরে এই প্রথা লুপ্তপ্রায় হইলেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা হেরোদের নয় জন পত্নী ছিলেন। অব্রাহামের মহিষী (Malkah), গৃহিণী (Bala) ও দাসীপত্নী (Phelegash) এই তিন শ্রেণীর সহধর্ম্মিণী ছিল। পত্নীত্যাগ কথায় কথায় হইতে পারিত, হিলেলের ব্যবস্থায় রুটি সেকিতে পুড়াইয়া ফেলিলে, সেই দোষেই পত্নীকে ফারখত লিখিয়া দিয়া ত্যাগ করা আইন সঙ্গত ছিল। কিন্তু শাম্মাইয়ের মতে গুরুতর অপরাধ ব্যতীত পত্নীত্যাগ আইন বিরুদ্ধ ছিল। ত্যাগ কালে লেবীয় প্রভৃতি উপযুক্ত সাক্ষ্য-সম্মুখে পত্নীর অপরাধ সমূহ লিখিয়া ছাড়পত্র দিতে হইত। বিবাহ লোকচক্ষে সম্মানের বিষয় বা সম্পত্তি বলিয়া এবং সন্তানগণ জিহোবার নিকট হইতে দায়াধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পিতা মাতা ও বরের বন্ধু বা অভিভাবকের মধ্যে হলফ করিয়া কথা স্থির হইত এবং কন্যাকে উপঢৌকন প্রেরিত হইত। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিভোজ হইত। বর কন্যার গৃহে গীত-বাদ্যসহ শোভাযাত্রা করিয়া বিবাহ করিতে যাইত ‡। ইব্রীয়

* যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এক পত্নীক বিবাহ ও পত্নীত্যাগ বা পুনর্গ্রহণের কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন [মথি, ১৯ (৪-৯)]। বহু বিবাহ নিদর্শন ; জন্মখণ্ড ৪ (৯৯), ১৫ (৪), ১৬ (৩), ১৭ (১৫), ২৫ (১, ৬), ২৯ ; রাজাবলী ১৩ (৯), ১৭ (১৭)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১১।৭ ; ১৯।৩। ঋগ্বেদ ১০।১০৪।৮ ; ১০।১৪৫।

† c. f. সবর্ণা, বাবাতা, বিবৃত্তা (স্মৃতি)।

‡ জন্মখণ্ড ৩১ (২৭) ; যিরমীয় ২৫ (১০)। c. ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৬-১৩ ; রামায়ণ, আদি, ৭৩।৩৮।

সমাজে যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল *। পণ দ্বারা স্ত্রী ক্রয় করাও হইত †; সেই স্ত্রীর উপর সমান আধিপত্য চলিত ও তাহাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করাও যাইত। বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও সোমবার ইব্রীয় বিবাহে প্রশস্ত ছিল ‡। বর্ত্তমানকালে প্রায়ই ঘটক দ্বারা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের এক বৎসর বা তাহারও অধিক পূর্ব্বে কন্যা বাগদত্তা § হইয়া থাকে। বিবাহে অঙ্গুরীয় দান এবং ধর্ম্মালয়ে গিয়া বিবাহ সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথা। বিবাহ দিবসের পূর্ব্বাহ্নে উপবাসই প্রশস্ত; অপরাহ্নে বিবাহকার্য্য আরম্ভ হয়। বর বধূর অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিবার কালে বলিয়া থাকে,—"দেখ, মোশি ও ইস্রায়েল প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে এই আংটি দ্বারা তুমি আমার সহিত পরিণীতা হইলে।" রাঁব্বি তখন পরিণয় সম্বন্ধ পত্র পাঠ করিয়া এক পাত্র মদ্য বর বধূর হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর বরকে একটি শূন্য গ্লাস মাড়াইয়া চূর্ণ করিয়া যাইতে দেওয়া হয়। ¶ গ্লাস চূর্ণ হইলে উপস্থিত সকলে "মেজাল্‌টোভ্‌" অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট (Good luck) বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করে। ইহাতে বিবাহ ক্রিয়া সিদ্ধ ও সমাপ্ত হয়।

* জন্মখণ্ড ২৪ (১৬, ২৯)। c. f. ঋগ্বেদ ১০।৪০।৯ ; ১০।৮৫।২১, ২২, আবেস্তা ৪৯-২।

† জন্মখণ্ড ২৪ (৫৩)। c. f. মনু ৯ (৯৭, ১০০) ; আবেস্তা ৪৯।

‡ হিন্দু মতে "গুরু-শুক্র-বুধেন্দুনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ।"

§ Deuteronomy 22, c. f. Vendidad 15-13.

¶ ইহার অনুরূপ স্ত্রী-আচার বঙ্গেও প্রচলিত দেখা যায়। এখানে কলাতলায় বরকে চারিখানি মাটির খুরি মাড়াইয়া ভাঙ্গিতে দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা বিবাহের পূর্ব্বে।

ইব্রীয় তন্ত্র ও দর্শন।

পুরাতন ধর্ম্মনিয়মসম্বন্ধীয় পুস্তকের (Old Testament) অতিরিক্ত গ্রন্থাবলী অপ্রামাণিক (apocrypha) বলিয়া উক্ত হয়। তন্মধ্যে "জ্ঞান-গ্রন্থাবলী"ই প্রধান। ইহার মধ্যে প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "উপদেশক।" ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্যালেষ্টাইনে প্রথমে ইব্রীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহার লেখক যে কে, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। উপদেশকে প্রথমেই প্রজ্ঞার স্তুতিগান ও মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিধানের সমর্থন আছে। ধর্ম্ম নিয়মই ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; তাহা পালনই মানবের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। জ্ঞানই সৃষ্টির আদি। ইহাই প্রকৃত সুখ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্ব শক্তিমান এবং অপ্রতিবিধেয় বিধানকর্ত্তা। তাঁহার প্রাক্তন বিধিদ্বারা সমস্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অন্তে ন্যায় ও সত্য জয়যুক্ত হইবে। দীন দরিদ্র প্রার্থনাশীল অনুতপ্ত ও দয়ালু ভগবৎ কৃপার বিশেষ অধিকারী হয়। মৃত্যুর পর মানুষ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস উপদেশকের যে আদৌ ছিল না এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

উপদেশকের পরই গ্রীক ভাষায় লিখিত "হিতোপদেশে"র স্থান। ইহার লেখার তারিখ খৃঃ পূঃ ২২০ হইতে ৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নানা জনের মতে নানা সময় নির্দ্ধারিত হয়। আর্ক ডীকন ফ্যারার ইহার মধ্যে ফাইলোর (Philo) প্রভাব নিদর্শন পাইয়া ইহাকে ৪০ খৃঃ অব্দের গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করেন। ইহাতে পুতুল গড়িয়া এবং পূর্ব্বপুরুষ বা রাজাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত হইয়াছে। প্রতিবেশীদের ধর্ম্মকেও বহুনিন্দা করা হইয়াছে। "পাপ যেমন দণ্ড ও মৃত্যুর পথ সুগম করে, প্রজ্ঞা তদ্রূপ জীবনের সুখ ও অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যায়", "তত্ত্বজ্ঞানে ঈশ্বরের প্রকৃত আদর্শ শিক্ষা দিতে পারে না", "ঈশ্বর মানুষকে অমর করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন", "ন্যায়বান্ চিরজীবী হয়", "মৃত্যুর পর পাপী দণ্ডভোগ করে", "সমগ্র জগতে একমাত্র জিহোবার পূজা এবং ইস্রায়েলের ঐহিক সুখ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে"—প্রজ্ঞাপুস্তকে পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় আশাব ইহাই স্বরূপ। কোন মানবদেহধারী এবং সমগ্র মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী জীব পরিত্রাতা বা অবতারের অস্তিত্ব ইহার কল্পনাতীত। শলোমনের গীত খৃঃ পূঃ ৬১ অব্দে পম্পী কর্ত্তৃক যিরূশালেম লুণ্ঠনের পর লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী দার্শনিক ফাইলো ওল্ড্ টেস্‌টিমেণ্টের আদ্যোপান্ত আপ্তবাক্য এবং মোশির দর্শন অভ্রান্ত সত্যধর্ম্মমূলক এবং সমগ্র মানবের ধর্ম্মনিয়ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি অটল একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার

মতে প্রতিমা বা পুতুল হইতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যাহার চিত্ত ফিরিবে সেই সুখী এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইবে; তাঁহার ঈশ্বর নিত্য, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও সীমারহিত। এই অসীম সত্বা সসীম মানুষের সাক্ষাৎ সংস্রবে আসিতেই পারেন না। কিন্তু অসংখ্য দৈবভাব ও শক্তির (Logoi) মধ্য দিয়া তাঁহার কার্য্য প্রকাশ পায়। ঐ দৈবশক্তি সমূহ গ্রীক দায়মন (Dæmons) এবং যিহূদীদিগের স্বর্গদূত(Angels)গণের নামান্তর। সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মিসমূহ বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ ইহারা পরম কারণ ও শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা (Supreme logos or reason) বা শব্দব্রহ্ম (The word of God) হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া ব্রহ্ম (God) ও জগতের (World) মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া ঈশ্বরের নিকট সমগ্র জগতের পক্ষ হইতে প্রধান যাজকের কার্য্য করেন। সুতরাং এই শব্দব্রহ্ম (Logoi) হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। বিশুদ্ধ আত্মাসমূহে মহাকাশপূর্ণ স্থূল শরীর সেই আত্মাকে আকর্ষণ করিলে মানুষের জন্ম হয়। দেহ পাপ ও দোষের আকর। ইহা আত্মার কারাগারস্বরূপ। আত্মা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় ঈশ্বরের কাছে সাগ্রহে যাইতে চায়। যে সকল আত্মা শরীর ধারণ কালে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে মৃত্যুর পর তাহারা এই ঈপ্সিত গতি লাভ করে। এবং অবশিষ্ট সকলে অন্যদেহ ধারণ করে। ফাইলো শাস্ত্রের রূপকার্থ উদ্‌ঘাটনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই গূঢ়ার্থের সন্ধান পাইতেন। তাঁহার মতে

জন্মখণ্ডে (Genesis) আদম মূর্ত্তিমান বিশুদ্ধ মানবীয় প্রজ্ঞা (Pure human reason), হবা (Eve) ইন্দ্রিয়গ্রাম (senses), সর্প বাসনা (desire), নোহ (Noah) সত্যব্রত ধর্ম্মপ্রাণ মানব, এবং হনোক (Enoch) সংসারত্যাগী ও ঈশ্বরমুখী অনুতপ্ত প্রাণ মানবের আদর্শ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বা সংসার হইতে অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভের নাম তীর্থগমন। নিয়ম সিন্দুক (the ark of the Covenant) মনোজগতের রূপক মূর্ত্তি। ইহার উপরিস্থিত দেব প্রতিমা দুটী পরমা শক্তির অব্যবহিত নিম্নস্থ প্রধান মধ্যস্থ শক্তিদ্বয়। ফাইলো শাস্ত্র ও উপদেশের আদ্যোপান্ত রূপক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুস্থানে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার রূপকার্থ সর্ব্বত্র গৃহীত না হইলেও ফাইলোর দার্শনিক মত যিহূদী ও খৃষ্টান জগতে বহুকাল বাহাল ছিল।

পরবর্ত্তী ইব্রীয় দর্শন তান্ত্রিকতায় পরিণত ও তান্ত্রিকতা ইব্রীয় রাব্বিদিগের মধ্যে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক একটি প্রবাদ আছে যে সীনয় পর্ব্বতে ঈশ্বর মোশিকে এই সকল তান্ত্রিক উপদেশ দিয়াছিলেন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে এই পরমার্থতত্ত্ব প্রথম মানবের সময় হইতে শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। এই ধর্ম্মবাদের নাম ক্বাব্‌বালাহ্‌ (Kabbalah)। ইহা যিহূদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই তন্ত্রমতে ঈশ্বর সর্ব্বাতীত অর্থাৎ সত্তা ও চিন্তার অতীত। তিনি

"এন্ সোফ" (En Soph) অর্থাৎ অনন্ত, অসীম এবং নির্গুণ ও অচিন্তনীয়। দশটি জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ (Sephiroth) হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার একটি এন্-সোফের মধ্যে নিত্য বিরাজিত। তাহা হইতে—এক হইতে অন্যের উদ্ভবক্রমে অবশিষ্ট নয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারা প্রতি মণ্ডলীতে তিনটি করিয়া তিন মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া আত্মা চৈতন্য ও প্রকৃতিময় জগতের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা পৃথিবী ও অধোভূবনের (Lower world) সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার প্রত্যেক পদার্থেরই আদর্শ স্বর্গরাজ্যে পাওয়া যায়। মর্ত্ত্য ও পাতাল ইঁহাদিগের দ্বারা বিধৃত আছে। সকল মানবাত্মাই পূর্ব্বে ছিল, এবং ক্রমান্বয়ে মানবদেহে অবতরণ করিয়া পরীক্ষার অধীন হইবে। যদি তাহারা পবিত্র থাকে, তাহা হইলে তাহারা সেফিরথদিগের রাজ্যে অর্থাৎ স্বর্গে পুনরারোহন করিবে। অন্যথা তাহারা পরীক্ষায় বিশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিবে। ইস্রায়েলের মুক্তি ততদিন হইবেনা যতদিন পূর্ব্ববর্ত্তী সকল আত্মা পৃথিবীতে জন্মিয়া বিশুদ্ধ না হয়। কেবল মশীহের (Messiah) আত্মা শেষ কল্পান্তে জন্মগ্রহণ করিবে।

প্রথম গ্রন্থপঞ্চকের (Pentateuch) অরামীয় (Aramaic) ভাষ্যের নাম জোহর (Zohar) অর্থাৎ আলোক। ইহা কাব্-বালীদের বাইবেল স্বরূপ। উক্ত হয় যে রাব্বী সিমোন বিন-যোচি (Rabbi Simon ben Yochi) কর্ত্তৃক ইহা ৭০—১১০

খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার রচনা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন।* বেট্টানী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের সহিত ইহার বহুল সাদৃশ্য দেখা যায়। রোমে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পিকো-দে-মিরান্দোলার (Pico de Mirandola) মত ছিল যে মায়াবিদ্যা (Magic) ও তন্ত্রশাস্ত্র (Kabbalah) অপেক্ষা খৃষ্টের দেবত্ব প্রতিপাদনে দৃঢ়তর প্রমাণ আর কোন বিজ্ঞানেই নাই। তিনিই পোপ যষ্ট সিক্‌স্‌টাসের এরূপ দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছিলেন যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় সহায় স্বরূপ হইয়াছিল। এই বিশ্বাসে পোপ মহোদয় কাব্বালী গ্রন্থ প্রবন্ধাদি লাতীন ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পোপ দশমু লিও (Pope Leo x) প্রমুখ অনেক প্রাচীন সংস্কারক কাব্‌বাল্লী তন্ত্রমতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কাব্বালা মতবাদের সমসময়ে দার্শনিক পণ্ডিত মাইমোনিদির আবির্ভাব হয়। তাঁহার মতে অভাব হইতে (out of nothing) জগতের উদ্ভব। মানবেচ্ছা স্বাধীন কিন্তু মানুষের ও জাতিসমূহের নিয়তি বিধাতার বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাকৃত বিজ্ঞানের সহিত মানবের জীবন ও কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলাই পুরুষকার, কেবল আত্মাই অমর আর সমস্ত নশ্বর। ধর্ম্মের পুরস্কার পরলোকে সুখ। ঈশ্বর কাহাকে পুণ্যাত্মা

* Gainsburg's "The Kabbalah."

কাহাকে পাপী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মানুষই পাপপুণ্যের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা মানবচিত্তের স্বাধীনতা দিয়াছে ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা তাহার প্রবৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া রাখিয়াছে। মাইমোনিদি তাঁহার রচিত "সংশয়বাদীদিগের পথপ্রদর্শক" নামক মীমাংসা দর্শনে, ধর্ম্মকে বিজ্ঞানানুমোদিত ও নৈসর্গিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনাদিত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, অরূপত্ব, অনন্তত্ব ও ঐশ্বরিক নিয়মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক মোশি মেন্দেলসন্ ঐ গ্রন্থ পাঠে অনুপ্রাণিত হইয়া "ফীডো" (Phedo) অথবা "আত্মার অমরত্ব" প্রবন্ধে তাঁহার নূতন মতবাদ প্রচার করেন। তিনি অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ এবং বিশেষ করিয়া স্পাইনোজার জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদাত্মক মত খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সমাপ্ত।